হাদীসের প্রাণকেন্দ্র কুফা শহর
ও
ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.

[একটি পর্যালোচনা]

মূল
ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী

ভাষান্তর
মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

Est. 1998
আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
ALLAMA SHAH ABDUL JABBAR FOUNDATION

আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

হাদীসের প্রাণকেন্দ্র কুফা শহর ও ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)
মূল: ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী
ভাষান্তর: মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-হুসাইন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম–৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: যুলহজ ১৪৩৭ হি. = সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১৪২, বিষয় ক্রমিক: ০৫

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন
বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম
আল-মানার লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
ছুফিয়া লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার
ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

মূল্য: ১৪০ [একশত চল্লিশ] টাকা মাত্র

***Hadisher Prankendro Kufa Shahar O Imam Azam Abu Hanifa (Rh.)*: By:** Prof. Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, Translated In Bangla By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Academy, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 140

e-mail:abdulhai.nadvi@yahoo.com
saajctg@yahoo.com
www.saajbd.org

সূচিপত্র

হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রের ইমামবর্গের মধ্যে একমাত্র ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)ই তাবেয়ী ছিলেন ০৫

সাহাবায়ে কেরামের পরিচয় ০৬

তাবেয়ীর সংজ্ঞা ০৭

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) তাবেয়ী হওয়ার ব্যাপারে ২১জন ইমামের ২৮টি বর্ণনা ০৯

ইমাম আযম (রহ.)-এর যুগে ২২জন সাহাবী জীবিত ছিলেন ১৯

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর যুগে জীবিত সাহাবীদের ওফাত সন ২৪

একটি সন্দেহের নিরসন ২৭

ইমাম বুখারীর মতে পাঁচ বছর বয়সে হাদীস শ্রবণ করা বিশুদ্ধ ২৭

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনার ওপর ১৮ জন ইমামের প্রতিবেদন ২৮

মূলকথা ৩৮

ইমাম আযম (রহ.)-এর ইলমে হাদীস অর্জনের কেন্দ্রসমূহ ৩৯

কুফা শহর : হাদীসশাস্ত্রের বড় কেন্দ্র ৩৯

১. হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম কুফায় আগমন ও বসবাস ৪০

২. সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে কুফার মর্যাদা ও মরতবা ৪২
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর কুফায় আগমন ৪৮
৪. হযরত আলী মুরতাযা (রাযি.) কুফাকে রাজধানী বানানো ৫২
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর ছাত্রদের দ্বারা কুফা শহর জ্ঞানের কেন্দ্র হয় ৫৩
৬. কুফা শহরে দেড় হাজার সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান ৫৬
৭. কুফায় অবস্থানকারী সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র নামের তালিকা প্রসঙ্গে ইমামগণের গবেষণা ৫৭
৮. কুফা শহর হাদীসশাস্ত্রের বড় কেন্দ্র ছিল ৬৫

মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারা ৭৪
১. ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ৫৫বার হজ করেছেন ৭৪
২. হজ উপলক্ষ্যে তাঁর হারামাইন শরীফাইনে প্রায় সাড়ে চার বছর অবস্থান ৭৫
৩. মক্কা ও মদীনায় ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) প্রায় ৬ বছর অবস্থান ৭৬
৪. ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) মক্কা মদীনায় প্রায় ১০ বছর অবস্থান ৭৬

বসরা শহর ৭৭

গ্রন্থপঞ্জি ৮৯

হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রের ইমামবর্গের মধ্যে একমাত্র ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)ই তাবেয়ী ছিলেন

একথা সর্বজনজ্ঞাত যে, প্রসিদ্ধ ফিকহ ও হাদীসের ইমামগণের মধ্যে শুধু ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)ই একমাত্র তাবেয়ী ছিলেন। তিনি ব্যতীত অন্যান্য ইমামগণ ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম শাফিয়ী (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ও সিহাহ সিত্তার কোনো ইমাম: ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) কেউ তাবেয়ী ছিলেন না। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি যাঁর ভাগ্যে সাহাবীদের সাক্ষাৎ জুটেছে। তাই নবী করীম (সা.)-এর হাদীস মোতাবেক ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত।

১. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন,

«خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ».

> ‘তোমাদের থেকে উত্তম যুগ হল আমার যুগ, অতঃপর যারা তাদের সাথে মিলবেন (তাবেয়ী), অতঃপর যারা তাদের মিলবে সাথে (তবে তাবেয়ী)।’[১]

২. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আমি নবী করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি,

«لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِيْ أَوْ رَأَىٰ مَنْ رَآنِيْ».

---

[১] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৩, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ১৯৯০৬ ও পৃ. ১৭২, হাদীস: ১৯৯৫৩; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৭১, হাদীস: ২৬৫১, খ. ৫, পৃ. ২, হাদীস: ৩৬৫০ ও খ. ৮, পৃ. ৯১, হাদীস: ৬৪২৮; (গ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৯৬৪, হাদীস: ২৫৩৫; (ঘ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৭, পৃ. ১৭, হাদীস: ৩৮০৯

'সেসব মুসলমানকে আগুন স্পর্শ করবে না যারা আমাকে দেখেছেন (সাহাবী) বা যারা আমাকে দেখেছেন তাদেরকে দেখেছেন (তাবেয়ী)।'[১]

এসব হাদীস দ্বারা সাহাবী ও তাবেয়ীদের মর্যাদা বোঝা যায়। এর ভিত্তিতে ইমামগণ কোনো ব্যক্তিকে সাহাবী বা তাবেয়ী বলার জন্য নিম্নোক্ত সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন:

সাহাবায়ে কেরামের পরিচয়

১. খতীবে বগদাদী (রহ.) ও ইবনে জামাআ (রহ.) বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সাহাবীর সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

كُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً أَوْ رَآهُ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ، لَهُ مِنَ الصُّحْبَةُ عَلَىٰ قَدْرِ مَا صَحِبَهُ.

'যে ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এক বছর বা এক মাস বা এক দিন বা এক ঘণ্টা বা (ঈমান আবস্থায়) নবী করীম (সা.)-কে দেখেছেন তিনি নবী করীম (সা.)-এর সাহাবীর অন্তভুর্ক্ত হবেন। যে পরিমাণ নবীর সাহচর্য পেয়েছে তিনি সে পরিমাণ মর্যাদার সাহাবী হবেন।'[২]

২. ইমাম বুখারী সাহাবীর সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ، أَوْ رَآهُ مِنَ الْـمُسْلِمِيْنَ، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ.

'মুসলমানের মধ্যে যে ব্যক্তিই নবী করীম (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা শুধু নবী করীম (সা.)-কে দেখেছেন তিনি তাঁর সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হবেন।'[৩]

৩. ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) সাহাবীর সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করেছেন, যা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য:

---

[১] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৬৯৪, হাদীস: ৩৮৫৮

[২] (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *আল-কিফায়া ফী মা'রিফাতি উসূলি 'ইলমির রিওয়ায়া*, খ. ১, পৃ. ১৭৮, হাদীস: ১০৯; (খ) ইবনে জামাআ, *আল-মানহালুর রাওয়ী ফী মুখতাসারি উলূমিল হাদীস আন-নাওয়াওয়ী*, পৃ. ১১১; (গ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *উসূলুস সুন্নাহ*, পৃ. ৪০–৪১

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৭১, হাদীস: ২৬৫১, খ. ৫, পৃ. ২

وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ.

وَالْمُرَادُ بِاللِّقَاءِ: مَا هُوَ أَعَمُّ: مِنَ الْـ ـمُجَالَسَةِ، وَالْـ ـمُمَاشَاةِ، وَوُصُوْلِ أَحَدِهِما إِلَى الْآخَرِ، وَإِنْ لَّـ ـمْ يُكَالِـمْهُ، وَيَدْخُلُ فِيْهِ رُؤْيَةُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَمْ بِغَيْرِهِ.

'সাহাবী হলেন যিনি মুমিন অবস্থায় নবী করীম (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুসলিম অবস্থায় মারা গেছেন। যদিও মাঝখানে তিনি মুরতাদ হয়ে যান।

(উল্লিখিত সংজ্ঞায়) 'সাক্ষাৎ' থেকে উদ্দেশ্য (এমন সাক্ষাৎ) পরস্পর উঠাবসা, চলাফেরা এবং পরস্পর একজন আরেক জনের নিকট হাযির হওয়া যদিও কথাবর্তা না হয় এবং সেখানে একজন আরেকজনকে দেখা সরাসরি হোক বা মাধ্যমের মাধ্যমে হোক তাও অন্তর্ভুক্ত।'[১]

তাবেয়ীর সংজ্ঞা

ইমামগণ সাহাবীর সংজ্ঞার মতো তাবেয়ীরও সংজ্ঞা পেশ করেছেন,

১. ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) বলেন,

وَهُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ، وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِاللُّقِيِّ.

'তাবেয়ী বলা হয় যিনি সাহাবার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তেমনি (যে রকম সাহাবীর সংজ্ঞায় উল্লেখ হয়েছে) এ সংজ্ঞার সম্পর্কেও সাক্ষাতের সাথে রয়েছে।'[২]

২. ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহ.) বলেন,

هُوَ «مَنْ لَقِيَهُ» وَإِنْ لَّـمْ يَصْحَبْهُ كَمَا قِيْلَ فِي الصَّحَابِيِّ، وَعَلَيْهِ الْـحَاكِمُ.

---

[১] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *নুখবাতুল ফিকর ফী মুসতালাহি আহলিল আসর*, পৃ. ৭২৪; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *নুযহাতুন নযর ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিকর ফী মুসতালাহি আহলিল আসর*, পৃ. ১৪০

[২] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *নুখবাতুল ফিকর ফী মুসতালাহি আহলিল আসর*, পৃ. ৭২৪; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *নুযহাতুন নযর ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিকর ফী মুসতালাহি আহলিল আসর*, পৃ. ১৪৩

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ أَقْرَبُ.

قَالَ الْـمُصَنِّفُ: «وَهُوَ الْأَظْهَرُ».

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْأَكْثَرِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْـحَدِيْثِ.

'তাবেয়ী বলা হয়, যারা সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। যদিও তাঁদের সাহচর্য অর্জিত হয়নি। যেমন– সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এটিই হাকিমের মত।[১]

ইবনুস সালাহ (এ সংজ্ঞা প্রসঙ্গে) বলেন, এটি (উপর্যুক্ত সংজ্ঞা)-এর কাছাকাছি।[২]

মুসান্নিফ (ইমাম নাওয়াওয়ী) বলেন, এটি বেশি স্পষ্ট।[৩]

ইরাকী বলেন, এর ওপর অধিকাংশ মুহাদ্দিসের আমল রয়েছে[৪]।'[৫]

৩. বিশিষ্ট গবেষক শায়খ সাইয়েদ মুহাম্মদ ইবনে আলওয়ী আল-মালিকী আল-মক্কী (রহ.) লিখেন, অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাবেয়ীদের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন,

هُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ مُؤْمِنًا وَمَاتَ عَلَى الْإِيْمَانِ، وَإِنْ لَّمْ يُصْحِبْهُ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ، كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ.

'তাবেয়ী বলা হয় যিনি ঈমানদার অবস্থায় সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ঈমানের অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। যদিও তাঁদের সাহচর্য লাভ করেননি এবং তাঁদের থেকে বর্ণনাও করেননি। মুহাদ্দিস ইবনে সালাহ[৬] ও অন্যান্যরা এ সংজ্ঞাকে প্রাধন্য দিয়েছেন।'[৭]

---

[১] আল-হাকিম, *মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস*, পৃ. ৪২

[২] ইবনুস সালাহ, *মা'রিফাতু আনওয়ায়ি উলূমিল হাদীস = মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ*, পৃ. ৪০৫

[৩] আন-নাওয়াবী, *আত-তাকরীব ওয়াত তায়সীর লি-মা'রিফাতি সুনানিল বশীর আন-নযীর ফী উসূলিল হাদীস*, পৃ. ৯৪

[৪] আল-ইরাকী, *শরহুত তাবসিরা ওয়াত তাযকিরা*, খ. ২, পৃ. ১৫৯

[৫] আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাওয়ী ফী শরহি তাকরীবিন নাওয়াবী*, খ. ২, পৃ. ৭০০

[৬] ইবনুস সালাহ, *মা'রিফাতু আনওয়ায়ি উলূমিল হাদীস = মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ*, পৃ. ৪০৫

[৭] মুহাম্মদ আলওয়ী আল-মালিকী, *আল-মানহালুল লাতীফ ফী উসূলিল হাদীস আশ-শরীফ*, পৃ. ২৩১

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) তাবেয়ী হওয়ার ব্যাপারে ২১জন ইমামের ২৮টি বর্ণনা

তাবেয়ীর ব্যাপারে হাদীসের গ্রহণযোগ্য ইমামগণের উল্লিখিত সংজ্ঞার আলোকে যদি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যেকোনো সাহাবীর দেখা হয় তখনও তিনি তাবেয়ীর অর্ন্তভুক্ত। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ, ঐতিহাসিক ও ফকীহগণের সেসব বর্ণনা তুলে ধরা হবে যেখানে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবীদের সাক্ষাৎ লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

১. **ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বর্ণনা:** ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর সাক্ষাতের ব্যাপারে নিজেই বলেছেন,

رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَائِمًا يُّصَلِّيْ.

‘আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-কে নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছি।’[১]

তিনি আরও বলেন,

قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْكُوْفَةَ وَنَزَلَ النَّخَعَ رَأَيْتُهُ مِرَارًا.

‘হযরত আনাস ইবনে মালিক (রহ.) কুফায় তাশরীফ আনেন এবং নাখ‘আ নামক গ্রামে অবতরণ করেন, আমি তাঁকে সেখানে কয়েকবার দেখেছি।’[২]

২. **ইমাম ইবনে সা’দ (রহ.)-এর বর্ণনা:** ইমাম ইবনে সা’দ (রহ.) বলেন,

أَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ رَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ.

‘নিশ্চয় ইমাম আবু হানিফা হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযয়িয যুবাইদী (রাযি.)-কে দেখেছেন।’[১]

---

[১] (ক) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, ***মুসনদু ইমাম আবী হানীফা***, পৃ. ২৪; (খ) আল-মুওয়াফ্ফাক আল-মক্কী, ***মানাকিবুল ইমামিল আ’যম আবী হানীফা***, খ. ১, পৃ. ২৫

[২] (ক) আর-রাফিয়ী, ***আত-তাদওয়ীন ফী আখবারি কাযওয়ীন***, খ. ৩, পৃ. ১৫৩; (খ) আয-যাহাবী, ***তাযকিরাতুল হুফ্ফায = তাবকাতুল হুফ্ফায***, খ. ১, পৃ. ১৬৮

৩. **ইমাম ইবনে নদীম (রহ.)-এর বর্ণনা:** ইমাম ইবনে নদীম বলেন,

وَكَانَ مِنَ التَّابِعِيْنَ لَقِيَ عِدَةً مِّنَ الصَّحَابَةِ وَكَانَ مِنَ الْوَرْعِيْنَ الزَّاهِدِيْنَ.

'ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি অনেক সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি যাহিদ ও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।'[২]

৪. **ইমাম দারাকুতনী (রহ.)-এর বর্ণনা:** ইমাম দারাকুতনী (রহ.) বলেন,

إِنَّمَا رَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِعَيْنِهِ.

'নিশ্চয়ই তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-কে নিজ চোখে দেখেছেন।'[৩]

৫. **খতীব বাগদাদী (রহ.)-এর বর্ণনা:** খতীব বাগদাদী (রহ.) বলেন,

رَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.

'তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।'[৪]

৬. **ইমাম সাম'আনী (রহ.)-এর বর্ণনা:** ইমাম আবদুল করীম আস-সাম'আনী (রহ.) বলেন,

رَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.

'তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।'[৫]

৭. **আল্লামা ইবনে জওযী (রহ.)-এর বর্ণনা:** আল্লামা ইবনে জাওযী (রহ.) বলেন,

وَلَدَ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ، رَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.

---

[১] ইবনে আবদুল বার্‌র, *জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফযলিহি*, খ. ১, পৃ. ১০১, বর্ণনা: ১৬৬

[২] ইবনুন নদীম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ২৫১

[৩] (ক) ইবনুল জাওযী, *আল-'ইলালুল মুতানাহিয়া ফিল আহাদীসিল ওয়াহিয়া*, খ. ১, পৃ. ১২৮, বর্ণনা: ১৯৬; (খ) আস-সুয়ূতী, *তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিবি আবী হানীফা*, পৃ. ৩৬

[৪] আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৫, ক্রমিক: ৭২৯৭

[৫] আস-সামআনী, *আল-আনসাব*, খ. ৩, পৃ. ৩৭

‘তিনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন।’[১]

৮. **আল্লামা কাযী ইবনে খাল্লিকান (রহ.)-এর বর্ণনা:** কাযী ইবনে খাল্লিকান আশ-শাফিয়ী (রহ.) বলেন,

وَذَكَرَ الْـخَطِيْبُ فِيْ «تَارِيْخِ بَغْدَادَ»: أَنَّهُ رَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ.

‘খতীবে বাগদাদী *তারীখু বাগদাদে* লিখেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন[২]।’[৩]

৯. **ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)-এর বর্ণনা:** ইমাম শামসুউদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) লিখেন,

أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بنَ مَالِكٍ لَـمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْكُوْفَةَ.

‘যখন হযরত আনাস ইবনে মালিক কুফাবাসীর নিকট তাশরীফ আনেন তখন ইমাম আযম তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেন।’[৪]

ইমাম শামসুউদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-কে তাবেয়ী স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বলেন,

وَكَانَ مِنَ التَّابِعِيْنَ لَـهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ بِإِحْسَانٍ، فَإِنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ رَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِذْ قَدِمَهَا أَنَسٌ ﷺ.

‘তিনি মহান আল্লাহর দয়ায় তাবেয়ীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেননা একথা বিশুদ্ধ যে, যখন হযরত আনাস ইবনে মালিক কুফায় তাশরীফ আনেন তখন তিনি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেন।’[৫]

১০. **আল্লামা সাফাদী (রহ.)-এর বর্ণনা:** আল্লামা সালাহুদ্দীন আস-সাফাদী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন,

---

[১] ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ৮, পৃ. ১২৯, ক্রমিক: ৮০৫

[২] আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৫, ক্রমিক: ৭২৯৭

[৩] ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ৫, পৃ. ৪০৬, ক্রমিক: ৭৬৫

[৪] (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯১; (খ) আয-যাহাবী, *আল-কাশিফু ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তা*, খ. ২, পৃ. ৩২২

[৫] আয-যাহাবী, *মানাকিবুল ইমাম আবী হানিফা ওয়া সাহিবায়হি*, পৃ. ৭

وَرَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ غَيْرُ مَرَّةٍ بِالْكُوْفَةِ.

'তিনি কুফায় কয়েকবার হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।'[১]

১১. **ইমাম ইয়াফিয়ী (রহ.)-এর বর্ণনা:** ইমাম আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আসআদ আল-ইয়াফিয়ী (রহ.) বলেন,

وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ، رَأَىٰ أَنسًا.

'তিনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।'[২]

১২. **ইমাম ইবনে কসীর (রহ.)-এর বর্ণনা:** হাফেয ইমাম ইবনে কসীর (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

وَأَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَصْحَابِ الْـمَذَاهِبِ الْـمُتَنَوِّعَةِ، وَهُوَ أَقْدَمُهُمْ وَفَاةً؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ عَصْرَ الصَّحَابَةِ، وَرَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قِيْلَ: وَغَيْرَهُ.

'ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সেই চার ইমামের একজন ছিলেন, যাঁদের মাযহাব অনুকরণীয় এবং তিনি মৃত্যুর দিক থেকে সকলের অগ্রজ। কেননা তিনি সাহাবীদের যুগ পেয়েছেন এবং হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-কে দেখেছেন। তিনি এছাড়া আরও অন্যান্য সাহাবীদের সাক্ষাৎ ও লাভ করেছেন।'[৩]

১৩. **ইমাম যায়নুদ্দীন আল-ইরাকী (রহ.)-এর বর্ণনা:** হাফেয যায়নুদ্দীন আল-ইরাকী (রহ.) তাঁর *আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈযাহ* কিতাবে তাবেয়ী ও তবে-তাবেয়ীন থেকে বর্ণনা করার আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) হলেন সেসব তাবেয়ীদের একজন যারা ইমাম আমর ইবনে শুয়াইব (রহ.)-এর মতো তাবেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলেন,

الْأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ قَدْ رَوَىٰ عَنْهُ جَمَاعَةٌ كَثِيْرُوْنَ مِنَ التَّابِعِيْنَ غَيْرَ هَؤُلَاءِ، وَهُمْ: ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ وَحَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

---

[১] আস-সাফাদী, *আল-ওয়াফী বিল ওয়াফিয়াত*, খ. ২৭, পৃ. ৮৯

[২] আল-ইয়াফিয়ী, *মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল য়াকযান*, খ. ১, পৃ. ৩১০

[৩] ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ১০৭

يَعْلَى الطَّائِفِيِّ وَعَبْدُ الْـمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ وَالْعَلَاءُ بْنُ الْـحَرَثِ الشَّامِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ابْنِ يَسارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَحَادَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ ... وَغَيْرُهُمْ.

'তৃতীয় কথা হল, তিনি তাবেয়ীদের এক বড় দল 'আমর ইবনে শুয়াইব (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। সেসব তাবেয়ী হলেন সাবিত ইবনে আজলান, হাসসান ইবনে আতিয়া, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইয়ালা আত-তায়িফী, আবদুল মালিক ইবনে আবদুল আযীয ইবনে জুরাইয, 'আলা ইবনে হারাস আশ-শামী, মুহাম্মদ ইবনে আজলান, আবু হানিফা আন-নু'মান ইবনে সাবিত ও অন্যান্য অনেক তাবেয়ী।'[১]

১৪. **ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.)-এর বর্ণনা:** হাদীসের হাফিয ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) বলেন,

النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ التَّيْمِيُّ أَبُوْ حَنِيْفَةَ الْكُوْفِيُّ مَوْلَىٰ بَنِيْ تَيْمِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، وَقِيْلَ: إِنَّهُ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ، رَأَىٰ أَنَسًا.

'ইমাম আবু হানিফা নু'মান ইবনে সাবিত আত-তায়মী আল-কুফী তায়মুল্লাহ ইবনে সা'লাবা গোত্রের স্বাধীনকৃত গোলাম ছিলেন। বলা হয় যে, তিনি পারস্যবসীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করে।'[২]

ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর তাবেয়ী হওয়ার ব্যাপারে এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,

وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ سَعْدٍ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ: أَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ رَأَىٰ أَنَسًا، وَكَانَ غَيْرُ هَذَيْنِ فِي الصَّحَابَةِ بِعِدَّةٍ مِّنَ الْبِلَادِ أَحْيَاءٌ.

وَالْمُعْتَمِدُ عَلَىٰ إِدْرَاكِهِ مَا تَقَدَّمَ عَلَىٰ رُؤْيَتِهِ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» ، فَهُوَ بِهَذَا الْاِعْتِبَارِ مِنْ طَبَقَةِ التَّابِعِيْنَ،

---

[১] আল-ইরাকী, *আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈযাহ শরহু মুকাদ্দামাতি ইবনিস সালাহ*, পৃ. ৩৩২

[২] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১০, পৃ. ৪০১, ক্রমিক: ৮১৭

وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِّنْ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ الْمُعَاصِرِيْنَ لَهُ: كَالْأَوْزَاعِيِّ بِالشَّامِ، وَالْحَمَّادِيْنَ بِالْبَصَرَةِ، وَالثَّوْرِيِّ بِالْكُوْفَةِ، وَمَالِكٍ بِالْمَدِيْنَةِ، وَمُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزَّنْجِيِّ بِمَكَّةَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ بِمِصْرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

'ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণনা করেন, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) হযরত আনাস (রাযি.)-কে দেখেছেন। সে সময় তাঁরা দু'জন (আবদুল্লাহু ইবনে আবু আওফা ও আনাস ইবনে মালিক) ব্যতীত অন্য শহরে অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন।

কিছু সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ লাভের ব্যাপারে উল্লিখিত বর্ণনাগুলো নির্ভরযোগ্য। যাকে ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) তাঁর *তাবাকাতে* বর্ণনা করেন। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সে হিসেবে তাবেয়ী। এ মর্যাদা তাঁর সমসাময়িক যথা– সিরিয়ার ইমাম আওযায়ী (রহ.), বাসারায় ইমাম হাম্মাদীন (রহ.), কুফায় ইমাম সুফয়ান আস-সওরী (রহ.), মদীনায় ইমাম মালিক (রহ.), মক্কায় ইমাম মুসলিম ইবনে খালিদ আয-যানজী ও মিসরে ইমাম লায়স ইবনে সা'দ (রহ.) প্রমুখের কারো ভাগ্যে তা জুটেনি।'[১]

১৫. **ইমাম বদরুদ্দীন আল-আইনী (রহ.)-এর বর্ণনা:** ইমাম বদরুদ্দীন আল-আইনী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম আযম তাঁর সাক্ষাৎ লাভের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন,

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ أَوْفَىٰ وَاسْمُ أَبِيْ أَوْفَىٰ عَلْقَمَةُ الْأَسْلَمِيُّ، لَهُ وَلِأَبِيْهِ صُحْبَةٌ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالْكُوْفَةِ مِنَ الصَّحَابَة، وَهُوَ مَنْ جُمْلَةِ مَنْ رَآهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রহ.), আবু আওফার প্রকৃত নাম: আলকামা আল-আসলামী। হযরত ইবনে আবু আওফা ও তাঁর তাঁর পিতা উভয়ে সাহাবী ছিলেন। তিনি সর্বশেষ সাহাবী যাঁরা কুফায় মৃত্যুবরণ করেছেন আর তিনি সেসব

[১] আস-সুয়ুতী, *তাবয়ীযুস সহীফা বিমানাকিবি আবী হানীফা*, পৃ. ৩৪

সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের সাথে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাক্ষাৎ লাভ হয়েছে।’[১]

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ أَوْفَىٰ، وَاسْمُهُ: عَلْقَمَةُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيُّ الْمَدَنِيُّ مِنْ أَصْحَابِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، رُوِيَ لَهُ خَمْسَةً وَّتِسْعُوْنَ حَدِيْثًا لِّلْبُخَارِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ بَقِيَ مِنَ أَصْحَابِهِ بِالْكُوْفَةِ، مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِيْنَ وَهُوَ أَحَدُ الصَّحَابَةِ السَّبْعَةِ الَّذِيْنَ أَدْرَكَهُمْ أَبُوْ حَنِيْفَةَ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ، وَكَانَ عُمْرُهُ سَبْعُ سِنِيْنَ، سِنُّ التَّمْيِيْزِ وَالْإِدْرَاكِ مِنَ الْأَشْيَاءِ.

‘হযরত আবদুলাহ ইবনে আবু আওফা, তাঁর পিতার নাম হযরত আলকামা ইবনে খালিদ ইবনুল হারিস আসলামী মাদানী (রাযি.)। তিনি বায়আতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর থেকে ৯৫টি বর্ণিত আছে, বুখারী শরীফে ১৫টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনিই সর্বশেষ সাহাবী যাঁরা কুফায় ৮৭ হিজরীতে ওফাত বরণ করেছেন। তিনি সাত সাহাবীর একজন যাঁদের সাক্ষাৎ ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বয়স সে সময় সাত বছর ছিল। আর তা হচ্ছে, বস্তুর পরিচয় জানা ও ভালো-মন্দ আর পার্থক্য করার সময়।’[২]

আর একস্থানে ইমাম বদরুদ্দীন আল-আইনী (রহ.) বলেন,

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ أَوْفَىٰ، وَاسْمُ أَبِيْ أَوْفَىٰ: عَلْقَمَةُ، مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِيْنَ، وَهُوَ أَحَدٌ مَّنْ رَوَىٰ عَنْهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ، وَلَا يَلْتَفِتْ إِلَىٰ قَوْلِ الْمُنْكَرِ الْمُتَعَصِّبِ.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.), আবু আওফার নাম: আলকামা। তিনি ৮৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি

---

[১] বদরুদ্দীন আল-আইনী, *উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী*, ক. ১১, পৃ. ২০৬

[২] বদরুদ্দীন আল-আইনী, *উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী*, ক. ৯, পৃ. ৯৫

সেসব সাহাবীদের একজন যাঁদের থেকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাই গোঁড়া মানসিকতার ব্যক্তির কথার দিকে কর্ণপাত করতে নেই।'[১]

১৬. **ইমাম সাখাওয়ী (রহ.)-এর বর্ণনা:** ইমাম শামসুদ্দীন আস-সাখাওয়ী (রহ.) বলেন,

«وَفِي الْخَمْسِيْنَا وَمِائَةٍ» مِنَ السِّنِينَ الْإِمَامُ الْمُقَلَّدُ أَحَدُ مِنْ عُدَّ فِي التَّابِعِيْنَ «أَبُو حَنِيْفَةَ» النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ الْكُوْفِيُّ «قَضَىٰ» أَيْ: مَاتَ.

'তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত আবু হানিফা নু'মান ইবনে সাবিত আল-কুফী। তিনি ১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।'[২]

১৭. **ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর বর্ণনা:** ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) *তাবাকাতুল হুফ্ফায* কিতাবে বলেন,

أَبُوْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ التَّيْمِيُّ الْكُوْفِيُّ، فَقِيْهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَإِمَام أَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقِيْلَ: إِنَّهُ مِنْ أَبنَاءِ فَارِسَ، رَأَىٰ أَنَسًا.

'আবু হানিফা নু'মান ইবনে সাবিত আত-তায়মী আল-কুফী ইরাকবাসীদের ফকীহ, যুক্তিবাদীদের ইমাম। কথিত আছে যে, তিনি পারস্যবাসী ছিলেন। তিনি হযরত আনাস (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।'[৩]

১৮. **ইমাম আল-কাস্তাল্লানী (রহ.)-এর বর্ণনা:** ইমাম শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কাস্তাল্লানী (রহ.) লিখেন,

«ابْنُ أَبِيْ أَوْفَىٰ» عَبْدُ اللهِ الصَّحَابِيُّ ابْنُ الصَّحَابِيِّ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالْكُوْفَةِ سَنَةَ سَبْعٌ وَثَمَانِيْنَ، وَقَدْ كَفَّ بَصَرُهُ قَبْلُ، وَقَدْ رَآهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ ﵁ وَعُمْرُهُ سَبْعُ سِنِيْنَ.

''ইবনে আবু আওফা' আবদুল্লাহ যিনি সাহাবীর পুত্র সাহাবী, তিনি ৮৭ হিজরীতে কুফায় ওফাতবরণকারী সাহাবীদের মধ্যে

---

[১] বদরুদ্দীন আল-আইনী, ***উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী***, ক. ১০, পৃ. ১২৮

[২] আস-সাখাওয়ী, ***ফতহুল মুগীস বিশরহি আলফিয়াতিল হাদীস***, খ. ৪, পৃ. ৩৩৭

[৩] আস-সুয়ুতী, ***তাবাকাতুল হুফ্ফায***, খ. ১, পৃ. ৮০, ক্রমিক: ১৫৬

সর্বশেষ ছিলেন। ওফাতের পূর্বে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাত বছর বয়সে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেন।'[১]

ইমাম আল-কাস্তাল্লানী (রহ.) মাসআলায় ইমামগণের অবস্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-কে তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত করে লিখেন,

وَهَذَا مَذْهَبُ الْجَمْهُوْرِ مِنَ الصَّحَابَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ وَأَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ هَانِئٍ، وَمِنَ التَّابِعِيْنَ: الْحَسَنُ الْبَصَرِيُّ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ: أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِيْ رِوَايَةٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ.

'তা জমহুরের মাযহাব, সাহাবীদের থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.), হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.), হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রাযি.), হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.), উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.) ও হযরত উম্মে হানী (রাযি.), আর তাবেয়ীদের মধ্যে ইমাম হাসান আল-বাসরী (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.), ইমাম শা'বী (রহ.), ইমাম ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.), ইমাম আতা (রহ.)ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং ফকীহদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ (রহ.), ইমাম শাফিয়ী (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), এক বর্ণনা মতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ও ইমাম ইসহাক ইবনে রাহাওয়াই (রহ.) প্রমুখের মত।'[২]

১৯. কাযী হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ দিয়ার বকরী (রহ.)-এর বর্ণনা: কাযী হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ দিয়ার বকরী আল-মালিকী (রহ.) বলেন,

وَفِيْ «تَذْنِيْبِ الرَّافِعِيِّ»، يُقَالُ: أَنَّهُ أَدْرَكَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ نَزَلَ الْكُوْفَةَ.

---

[১] আল-কাস্তাল্লানী, *ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী*, খ. ১, পৃ. ২৫৯

[২] আল-কাস্তাল্লানী, *ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী*, খ. ১, পৃ. ৩৯০

'ইমাম রাফিয়ীর *তাযনীব* গ্রন্থে রয়েছে, যখন হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) কুফা তাশরীফ এনেছেন তখন ইমাম আবু হানিফা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।'[১]

২০.ইমাম ইবনে হাজর আল-মক্কী (রহ.)-এর বর্ণনা: ইমাম ইবনে হাজর আল-হায়তামী (রহ.) বলেন,

صَحَّ كَمَا قَالَهُ الذَّهَبِيُّ: أَنَّهُ رَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ صَغِيْرٌ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: رَأَيْتُهُ مِرَارًا وَكَانَ يَخْضَبُ بِالْحُمْرَةِ.

'একথা বিশুদ্ধ যে, ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বাল্যকালে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রহ.)-কে দেখেছেন।[২] অন্য বর্ণনায়: আমি তাঁকে কয়েকবার দেখেছি তিনি লাল খেজাব লাগাতেন।'[৩]

ইমাম ইবনে হাজর আল-হায়তামী (রহ.) তাঁর তাবেয়ী হওয়ার ওপর কুরআনের দলীল দিতে গিয়ে বলেন,

فَهُوَ مِنْ أَعْيَانِ التَّابِعِيْنَ الَّذِيْنَ شَمَلَهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

'যাঁরা মহান আল্লাহর এ বাণীর অন্তর্ভুক্ত: 'এবং যারা ইখলাসের সাথে তাঁদের অনুসরণ করেছেন, মহান আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁরা সকলে আল্লাহর প্রতি রাযী। তিনি তাঁদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন, যার নিচে নদী প্রবাহিত। তাঁরা সেখানে চিরঞ্জীব। এটিই মহান বিজয়[৪]।'[৫]

---

[১] (ক) আদ-দিয়ার বকরী, *তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফুসিন নাফিস*, খ. ২, পৃ. ৩২৬; (খ) আর-রাফিয়ী, *আত-তাদওয়ীন ফী আখবারি কাযওয়ীন*, খ. ৩, পৃ. ১৫৩

[২] আয-যাহাবী, *মানাকিবুল ইমাম আবী হানিফা ওয়া সাহিবায়হি*, পৃ. ৭

[৩] ইবনে হাজর আল-হায়সামী, *আল-খায়রাতুল হাসান ফী মানাকিবিল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা আন-নু'মান*, পৃ. ৩২

[৪] আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবা*, ৯:১০০

[৫] ইবনে হাজর আল-হায়সামী, *আল-খায়রাতুল হাসান ফী মানাকিবিল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা আন-নু'মান*, পৃ. ৩৩

২১. **ইমাম ইবনে ইমাদ আল-হাম্বলী (রহ.)-এর বর্ণনা:** ইমাম আবদুল হাই ইবনে আহমদ আল-আকরী (রহ.) যিনি ইবনে ইমাদ আল-হাম্বলী নামে খ্যাত ১৫০ হিজরীর ঘটনাবলি উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করেন,

مَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ، رَأَىٰ أَنَسًا وَغَيْرَهُ.

> 'তিনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক এ ছাড়া আরও কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন।'[১]

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবীদের সাক্ষাৎ লাভ ও তিনি তাবেয়ী হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের ইমামগণের উল্লিখিত ২১জন ইমামের ২৮টি উদ্ধৃতির পর তিনি তাবেয়ী হওয়ার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এ মর্যাদা তাঁর সমকালীন সময়ে ও পরবর্তী কোনো ইমামের ভাগ্যে জুটেনি। তাই অকাট্য প্রমাণাদির পরে তিনি তাবেয়ী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা ইমাম বদরুদ্দীন আল-আইনী (রহ.)-এর মতে গোঁড়ামি, হিংসা, অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়।

ইমাম আযম (রহ.)-এর যুগে ২২জন সাহাবী জীবিত ছিলেন

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) কয়জন সাহাবীদের সাক্ষাৎ লাভ করেন এতে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ৪ থেকে নিয়ে ২২জন সাহাবীকে জীবিত পেয়েছিলেন। নিম্নোক্ত উক্তি তারই প্রমাণ:

১. **ইমাম হুসাইন ইবনে আস-সায়মারী (রহ.)** ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (রাযি.) ও হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে নিয়ে হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, আমাদেরকে আবু বকর হিলাল ইবনে মুহাম্মদ হিলাল বর্ণনা করেন,

وَقَدْ أَدْرَكَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَيْضًا عَبْدَ اللهِ بِنَ أَبِيْ أَوْفَىٰ وَأَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ؛ وَهُمَا صَحَابِيَانِ.

> 'ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবীদের থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.) ও আবু তুফাইল আমির ইবনে ওয়াছিলা (রাযি.)-কে পেয়েছেন।'[১]

---

[১] ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব*, খ. ১, পৃ. ২২৭

২. **ইমাম ইবনে মাকূলা (রহ.)** বলেন,

إِنَّهُ أَدْرَكَ أَرْبَعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ.

'তিনি চারজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।'[২]

৩. **আল্লামা কাযী ইবনে খাল্লিকান (রহ.)** তাঁর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

وَأَدْرَكَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ أَرْبَعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَىٰ بِالْكُوْفَةِ، وَسَهَلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ بِالْـمَدِيْنَةِ، وَأَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ بِمَكَّةَ.

'ইমাম আবু হানিফা (রহ.) চার সাহাবীদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁরা হলেন, কুফায় হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা, মদীনা শরীফে হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়িদী ও মক্কায় হযরত আবু তুফাইল আমির ইবনে ওয়াসিলা (রাযি.)।'[৩]

৪. **ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহবী (রহ.)** তাঁর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

وُلِدَ: سَنَةَ ثَمَانِيْنَ، فِيْ حَيَاةِ صِغَارِ الصَّحَابَةِ.

'তিনি ৮০ হিজরীতে ছোট সাহাবীদের যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন।'[৪]

৫. **ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আসআদ আল-ইয়াফিয়ী (রহ.)** তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লিলেন,

وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ أَرْبَعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ، هُمْ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِالْبَصْرَةِ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَىٰ بِالْكُوْفَةِ، وَسَهَلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ بِالْـمَدِيْنَةِ، وَأَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ بِمَكَّةَ رضي الله عنهم.

---

[১] আস-সায়মারী, *আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী*, পৃ. ৪

[২] ইবনে মাকূলা, *আল-ইকমাল ফী রফয়িল ইরতিয়াব আনিল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ ফিল আসমা ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব*, খ. ৬, পৃ. ৪১৬

[৩] ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ৫, পৃ. ৪০৬, ক্রমিক: ৭৬৫

[৪] (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯১; (খ) আয-যাহাবী, *আল-কাশিফু ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তা*, খ. ২, পৃ. ৩২২

‘তিনি (নিজ যুগে) চারজন সাহাবীকে পেয়েছেন। তাঁরা হলেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর সাথে বাসরায়, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.)-এর সাথে কুফায়, হযরত সাহল ইবনে সা’দ আস-সায়িদী (রাযি.)-এর সাথে মদীনায়, হযরত আবু তুফাইল আমির ইবনে ওয়াসিলা (রাযি.)-এর সাথে মক্কায়।’[১]

৬. **ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.)** তাঁর আলোচনায় বলেন,

وَأَدْرَكَ الْإِمَامُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ، لِأَنَّهُ وَلَدَ بِكُوْفَةَ سَنَتَ ثَمَانِيْنَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَبِهَا يَوْمَئِذٍ مِنَ الصَّحَابَة : عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَىٰ ، فَإِنَّهُ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْإِتِّفَاقِ، وَبِالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَمَاتَ سَنَةَ تِسْعِيْنَ أَوْ بَعْدَهَا.

‘ইমাম আবু হানিফা সাহাবীদের একদলকে নিজ জীবনে পেয়েছেন। কেননা তিনি ৮০ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেছেন। এ সময় অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। সে সময় কুফায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা ছিলেন, তিনি পরে ইন্তেকাল করেন, এ ব্যাপারে ইতিহাস বিদদের ঐক্যমত রয়েছে এবং বসরায় হযরত আনাস ইবনে মালিক ছিলেন, যিনি ৯০ হিজরীতে বা আরও পরে ইন্তেকাল করেন।’[২]

৭. **ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ যিনি ইবনে বায্যায আল-কারদারী নামে খ্যাত (রহ.)** তাঁর আলোচনায় বলেন,

اتَّفَقَ الْمُحَدِّثُوْنَ عَلَىٰ أَنَّ أَرْبَعَةً مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانُوْا عَلَىٰ عَهْدِهِ أَحْيَاءً، وَإِنْ تَنَازَعُوْا فِيْ رِوَايَتِهِ عَنْهُمْ.

‘মুহাদ্দিসগণ একথার ওপর একমত যে, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর যুগে চারজন সাহাবী জীবিত ছিলেন, যদিও তিনি তাঁদের থেকে বর্ণনা করার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।’[৩]

---

[১] আল-ইয়াফিয়ী, *মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল য়াকযান*, খ. ১, পৃ. ৩১০

[২] আস-সুয়ুতী, *তাবয়ীযুস সহীফা বিমানাকিবি আবী হানীফা*, পৃ. ৩৪

[৩] মোল্লা আলী আল-কারী, *শরহু মুসনাদি আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৫৯২

উক্ত ৪ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আকু আওফা (রাযি.), হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়িদী (রাযি.) ও হযরত আবু তুফাইল আমির ইবনে ওয়াসিলা (রাযি.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম আযম তাঁদের সাক্ষাৎ লাভের ওপর মুহাদ্দিসগণ একমত।[১]

উক্ত ছয়জন সাহাবায়ে কেরামের নামও ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) নিজ কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন,

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযয়িয যুবাইদী (রাযি.),
২. হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রাযি.),
৩. হযরত মা'কল ইবনে ইয়াসার (রাযি.),
৪. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাযি.),
৬. হযরত আয়িশা বিনতে আজরাদ (রাযি.)।[২]

৮. **প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাশিম টাট্টবী (রহ.)**[৩] ২১জন সাহাবরি কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁদের যুগ ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) পেয়েছেন। উক্ত ২১জন সাহাবায়ে কেরামের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.),
২. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.),
৩. হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রাযি.),
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস আয-যুবায়দী (রাযি.),
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাযি.),
৬. হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রাযি.),

---

[১] (ক) আল-কারদারী, ***মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা***, খ. ১, পৃ. ৫; (খ) মোল্লা আলী আল-কারী, ***শরহু মুসনাদি আবী হানীফা***, খ. ১, পৃ. ৫৯২

[২] আল-কারদারী, ***মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা***, খ. ১, পৃ. ৫–১৯

[৩] মাখদুম মুহাম্মদ ইবনে হাশেম ইবনে আবদুল গফুর ইবনে আবদুর রহমান টাট্টবী সিন্দী, ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফাসসির ছিলেন। আররি, ফারসি ও সিন্দি ভাষায় তিনি তিনশয়ের মতো বই-পুস্তক লিখেছেন। যার মধ্যে কিছু ছাপানো হয়েছে। মুহাম্মদ হাশেম টাট্টবী হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর সমকালীন ছিলেন ও উস্তাদভাই ছিলেন। হাশেম সিন্দী মক্কা শরীফে অবস্থানকালে শায়খ আবু তাহির আল-কারদারী আল-মাদনী (মৃত: ১১৩৫ হি.) থেকে হাদীসের সনদ অর্জন করেন। সে সময় তাঁর থেকে ১১৪৩ হিজরীতে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)ও হাদীসের সনদ অর্জন করেন। তিনি মক্কা শরীফে ১১৩৬ হিজরী অবস্থানকালে *ইতহাফুল আকাবির বিমারবিয়াতিশ শায়খ আবদিল কাদির* কিতাব লিখেন। যা এখনো পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে।

৭. হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়িদী (রাযি.),
৮. হযরত সায়েব ইবনে খাল্লাদ ইবনে সুয়াইদ (রাযি.),
৯. হযরত মাহমুদ ইবনুর রবী' আল-আনসারী (রাযি.),
১০. হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ ইবনে 'আকাবা (রাযি.),
১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসার আল-মাযিনী (রাযি.),
১২. হযরত আবু উমামা আল-বাহিলী (রাযি.),
১৩. হযরত ওয়াবিসা ইবনে মা'দী কারুবা (রাযি.),
১৪. হযরত হিরমাস ইবনে আবদ আস-সুলামী (রাযি.),
১৫. হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
১৬. হযরত আবু তুফাইল আমির ইবনে ওয়াসিলা (রাযি.),
১৭. হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযীদ আল-কিন্দী (রাযি.),
১৮. হযরত আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযা (রাযি.) ও
১৯. হযরত ইকরাশ ইবনে যূওয়াইব ইবনে হারকূস আত-তামিমী (রাযি.)।

তিনি আরও লিখেছেন যে, 'আমি বলি, তারা হলেন সেসব সাহাবী যাঁদের যুগ ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) পেয়েছেন। তাঁরা একুশজন, যদি আরও গবেষণা করা যায় হয়তো তাঁদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।'[১]

৯. **আল্লামা মুহাম্মদ হাসান আস-সাম্বালী (রহ.)** ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর যুগে ২২জন সাহাবী জীবিত থাকার কথা বর্ণনা করেছেন,

১. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.),
২. হযরত আসআদ ইবনে সাহল ইবনে হানীফ (রাযি.),
৩. হযরত বুসার ইবনে আরতা (রাযি.),
৪. হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযীদ আল-কিন্দী (রাযি.),
৫. হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়িদী (রাযি.),
৬. হযরত আবু উমামা সুদা ইবনে আজলান (রাযি.),
৭. হযরত তারিক ইবনে শিহাব আল-বাজালী (রাযি.),
৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.),
৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসার (রাযি.),
১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা (রাযি.),

---

[১] মুহাম্মদ ইবনে হাশিম টাট্টাবী, ***ইতহাফুল আকাবির বিমারবিয়াতিশ শায়খ আবদিল কাদির***

১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে নওফল (রাযি.),
১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস আয-যুবায়দী (রাযি.),
১৩. হযরত উতবা ইবনে আবদ আস-সুলামী (রাযি.),
১৪. হযরত আমর ইবনে আবু সালমা (রাযি.),
১৫. হযরত আবু তুফাইল আমির ইবনে ওয়াসিলা (রাযি.),
১৬. হযরত আমির ইবনে হুরাইস আল-মাখযুমী (রাযি.),
১৭. হযরত কবীসা ইবনে যুআইব (রাযি.),
১৮. হযরত মালিক ইবনে হুওয়ায়রিস (রাযি.),
১৯. হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রাযি.),
২০. হযরত মিকদাম ইবনে মা'দী কারুবা (রাযি.),
২১. হযরত মালিক ইবনে আওস (রাযি.) ও
২২. হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রাযি.)।[১]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর যুগে জীবিত সাহাবীদের ওফাত সন

নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ অনুসারে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর যুগে জীবিত সাহাবায়ে কেরামের ওফাত-সন নিম্নরূপ:

১. হযরত আবু তুফাইল আমির ইবনে ওয়াসিলা (রাযি.) ১০৭ বা ১১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[২]

২. হযরত হিরমাস ইবনে যিয়াদ (রাযি.)-এর ওফাত ১০০ হিজরীর পরে হয়েছে।[৩]

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযয়িয যুবাইদী (রাযি.)-এর ওফাত গ্রহণযোগ্য মতে ৯৯ হিজরীতে হয়েছে।[৪]

৪. হযরত ইকরাশ ইবনে যূওয়াইব (রাযি.)-এর ওফাত প্রথম শতাব্দীর শেষে হয়েছে।[৫]

৫. হযরত মাহমুদ ইবনুর রবী' (রাযি.)-এর ওফাত ৯৯ হিজরীতে হয়েছে।[৬]

---

[১] হাসান আস-সাম্বালী, *তানসীকুন নিযাম ফী মুসনাদিল ইমাম আ'যম*, পৃ. ৯

[২] (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল সগীর*, খ. ১, পৃ. ২৫০; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ৭, পৃ. ২৩০

[৩] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাকরীবুত তাহযীব*, খ. ১, পৃ. ৫৭১

[৪] আল-কারদারী, *মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ২১

[৫] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ২২৯

[৬] (ক) ইবনে হিব্বান, *মাশাহীরু উলামায়িল আমসার*, খ. ১, পৃ. ২৮; (খ) আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৭, পৃ. ৩০১

৬. হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.)-এর ওফাত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর সময়ে হয়েছে। তাঁর যুগ নিরানব্বই হিজরীতে শুরু হয়েছে।[১]

৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসার (রাযি.)-এর ওফাত ৮৮ বা ৯৬ হিজরীতে হয়েছে।[২]

৮. হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রাযি.)-এর ওফাত ৯৬ হিজরীতে হয়েছে।[৩]

৯. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর ওফাত ৯১ বা ৯২ বা ৯৩ বা ৯৫ হিজরীতে হয়েছে।[৪]

১০. হযরত মালিক ইবনে আওস (রাযি.)-এর ওফাত ৯২ হিজরীতে হয়েছে।[৫]

১১. হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযীদ ইবনে সায়ীদ আল-কিন্দী (রাযি.)-এর ওফাত ৯১ হিজরীতে হয়েছে।[৬]

১২. হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়িদী (রাযি.)-এর ওফাত ৮৮ বা ৯১ হিজরীতে হয়েছে।[৭]

১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা (রাযি.)-এর ওফাত ৮৯ হিজরীতে হয়েছে।[৮]

১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.)-এর ওফাত ৮৭ বা ৮৮ হিজরীতে হয়েছে।[৯]

---

[১] (ক) ইবনে হিব্বান, *আস-সিকাত*, খ. ৩, পৃ. ৪৪৬; (খ) আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৩২, পৃ. ৪৩৬

[২] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ৪, পৃ. ২৩; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৫, পৃ. ১৩৯

[৩] (ক) ইবনে হিব্বান, *আস-সিকাত*, খ. ৫, পৃ. ৪৩৪; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১, পৃ. ৫২২

[৪] (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ২, পৃ. ২৭; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১, পৃ. ৩৩০

[৫] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ১৭২

[৬] (ক) ইবনে হিব্বান, *মাশাহীরু উলামায়িল আমসার*, খ. ১, পৃ. ২৯; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৩, পৃ. ৩৯১

[৭] (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৯৭; (খ) আয-যাহাবী, *আল-কাশিফু ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তা*, খ. ১, পৃ. ৪৬৯

[৮] (ক) ইবনে হিব্বান, *মাশাহীরু উলামায়িল আমসার*, খ. ১, পৃ. ৩৬; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৫, পৃ. ১৪৫

[৯] (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল সগীর*, খ. ১, পৃ. ১৮১; (খ) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ২৪

১৫. হযরত মিকদাম ইবনে মা'দী কারুবা (রাযি.)-এর ওফাত ৮৭ হিজরীতে হয়েছে।[১]

১৬. হযরত উতবা ইবনে আবদ আস-সুলামী (রাযি.)-এর ওফাত ৮৭ হিজরীতে হয়েছে।[২]

১৭. হযরত আবু উমামা (রাযি.)-এর ওফাত ৮৬ হিজরীতে হয়েছে।[৩]

১৮. হযরত বুসার ইবনে আরতা (রাযি.)-এর ওফাত ৮৬ হিজরীতে হয়েছে।[৪]

১৯. হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রাযি.)-এর ওফাত ৮৫ হিজরীতে হয়েছে।[৫]

২০. হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রাযি.)-এর ওফাত ৮৩ বা ৮৫ হিজরীতে হয়েছে।[৬]

২১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালিব (রাযি.)-এর ওফাত ৮৪ বা ৯০ হিজরীতে হয়েছে।[৭]

দ্রষ্টব্যঃ হযরত আবু তুফাইল আমির ইবনে ওয়াসিলা (রাযি.) থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালিব (রাযি.) পর্যন্ত ২১জন সাহাবীদের ওফাত-সন দ্বারা বোঝা যায়, ইমাম আযম তাঁদের মধ্যে থেকে কারো কারো সাথে সাক্ষাৎ লাভ করা একেবারে সঠিক। নিম্নোক্ত সাহাবী ও সাহাবীগণের নির্ভরযোগ্য ওফাত-সন নিয়ে জীবনীগ্রন্থ নিশ্চুপ। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) তাঁদের থেকে বর্ণনা করা প্রমাণিত।

২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাযি.)-এর ওফাতসন অজ্ঞাত, কিন্তু ইমাম ইবনে হাজার আল-হায়তামী (রহ.)-এর গবেষণা মতে সে নামের পাঁচজন সাহাবী ছিলেন। হতে পারে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) যে

---

[১] (ক) আয-যাহাবী, *আল-কাশিফু ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তা*, খ. ২, পৃ. ২৯০; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১, পৃ. ৫৪৫

[২] (ক) ইবনে হিব্বান, *মাশাহীরু উলামায়িল আমসার*, খ. ১, পৃ. ৫২; (খ) ইবনে আবদুল বার্‌র, *আল-ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, খ. ৩, পৃ. ১০৩১

[৩] (ক) আল-কালাবাযী, *রিজালু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ১, পৃ. ৩৬৬; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ৩৬৩

[৪] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ২৮৯; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, দারুল ফিকর, খ. ১, পৃ. ৩৮১

[৫] (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল সগীর*, খ. ১, পৃ. ১৮১; (খ) ইবনে হিব্বান, *মাশাহীরু উলামায়িল আমসার*, খ. ১, পৃ. ৪৬

[৬] (ক) ইবনে হিব্বান, *আস-সিকাত*, খ. ৩, পৃ. ৪২৬; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১১, পৃ. ৮৯

[৭] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৫, পৃ. ১৪৯; (খ) আল-মিয্‌যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৪, পৃ. ৩৭১

আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাযি.) নামক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাযি.) ব্যতীত অন্য কেউ।[১]

২৩. হযরত আয়িশা বিনতে আজরাদ (রাযি.)-এর ওফাত-সনও অজানা।

২৪. হযরত তারেক ইবনে শিহাব আল-বাজালী (রাযি.)-এর ওফাত-সনও ৮৩ হিজরী।[২]

২৫. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রাযি.)-এর ওফাত-সন ৭৮ হিজরী।[৩]

২৬. হযরত মা'কল ইবনে ইয়াসার (রাযি.)-এর ওফাত ৬০ বা ৭০ হিজরীর মধ্যে হয়েছে।[৪]

একটি সন্দেহের নিরসন

যদি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর জন্ম-তারিখ প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ৮০ হিজরীতে হয় তখন উল্লিখিত শেষের তিন সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ অসম্ভব। কিন্তু কিছু মুহাদ্দিস হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) ও হযরত মা'কল ইবনে ইয়াসার (রাযি.)-এর সাথে সাক্ষাতের কথা বলেন এবং তিনি তাঁদের থেকে বর্ণনা করার কথা বলেন। হাতে পারে তাঁরা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর জন্ম ৬১ বা ৭০ হিজরীকে প্রাধান্য দিয়েছেন বা ইমাম আযম (রহ.) তাঁদের থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারীর মতে পাঁচ বছর বয়সে হাদীস শ্রবণ করা বিশুদ্ধ

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) কারো কারো নিকট থেকে একেবারে ছোট বেলায় সাক্ষাৎ ও শোনার কথা বর্ণিত রয়েছে। তাই কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, পাঁচ বা ছয় বছরে কিভাবে তিনি হাদীস শুনেছেন?

তার উত্তর হল মুহাদ্দিসগণ পাঁচ বছরে হাদীস শোনা বিশুদ্ধ বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) *আল-জামে আস-সহীহ* কিতাবে জ্ঞানপর্বে বাচ্চা কখন হাদীস শোনা বিশুদ্ধ অধ্যয়ে বলেন, রাসূলের সাহাবী হযরত মাহমুদ ইবনুর রবী' (রাযি.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে,

---

[১] ইবনে হাজর আল-হায়সামী, *আল-খায়রাতুল হাসান ফী মানাকিবিল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা আন-নু'মান*, পৃ. ৩৩

[২] ইবনে হিব্বান, *মাশাহীরু উলামায়িল আমসার*, খ. ১, পৃ. ৪৮

[৩] (ক) সুলায়মান ইবনে খলফ আল-বাজী, *আত-তা'দীলু ওয়াত তাখরীজ লিমান খারাজা লাহুল বুখারী ফিল জামিয়িস সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৪৫৫; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ১৯৪

[৪] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ২, পৃ. ২৭০

«عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِيْ وَجْهِيْ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِيْنَ مِنْ دَلْوٍ».

'আমার স্মরণ আছে যে, নবী করীম (সা.) বালতি থেকে পানি নিয়ে আমার চেহারায় খুলি করেছেন। যখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর।'[১]

তাই ইমাম বুখারীর বর্ণনা দ্বারা হযরত মাহমুদ ইবনুর রবী' (রাযি.)ও পাঁচ বছর বয়সে হাদীস শুনেছেন বলে যেমন প্রমাণিত, তেমনি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর পাঁচ বছর বয়সে হাদীস শোনা বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনার ওপর ১৮ জন ইমামের প্রতিবেদন

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ব্যাপারে লিখিত মুহদ্দিসগণ ও ঐতিহাসিকদের গ্রন্থসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) শুধু সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেননি, বরং তাঁদের থেকে তিনি হাদীস শুনেছেন, জ্ঞানার্জন এবং বর্ণনাও করেছেন।

১. **ইমাম ফযল ইবনে দুকায়ন (রহ.)-এর বর্ণনা:** ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ ইমাম আবু নুআইম ফযল ইবনে দুকায়ন (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ব্যাপারে লিখেন,

رَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سَنَةَ خَمْسٌ وَتِسْعِيْنَ وَسَمِعَ مِنْهُ.

'ইমাম আবু হানিফা হযরত আনাস ইবনে মালিককে ৯৫ হিজরীতে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন ও তাঁর থেকে হাদীস শুনেছেন।'[২]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর ওফাত-সন নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তাঁর ওফাত-সন এক বর্ণনা মতে ৯৫ হিজরীতে। তাই সম্ভব যে তিনি সে সময় তাঁর থেকে শুনছেন।

২. **ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.)-এর বর্ণনা:** ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.) ও ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর শায়খ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন,

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৬, হাদীস: ৭৭

[২] আস-সায়মারী, *আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী*, পৃ. ৪

أَبُوْ حَنِيْفَةَ صَاحِبَ الرَّأْيِ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدِ.

'যুক্তিবিদ ইমাম আবু হানিফা হযরত আয়িশা বিনতে আজরদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।'[১]

কিছু অলিম সাহাবী আয়িশা বিনতে আজরাদ (রাযি.)-কে তাবেয়ীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু প্রখ্যাত সমালোচক ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) হযরত আয়িশা বিনতে আজরদ (রাযি.)-এর নবী করীম (সা.) থেকে হাদীস শোনার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন–

أَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ صَاحِبَ الرَّأْيِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدِ تَقُوْلُ:

سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

'ইমাম আবু হানিফা (রাযি.) হযরত আয়িশা বিনতে আজরাদ (রাযি.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি নবী (সা.) থেকে শ্রবণ করেন।'[২]

৩. **ইমাম আবু হামিদ আল-হাযরামী (রহ.)-এর তত্ত্ব ও তথ্য:** ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে হারুন ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাযরামী (রহ.) যিনি বারানী নামে প্রসিদ্ধ গবেষণা করে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত বর্ণনাসমূহকে একটি খণ্ডে সংকলন করেছেন। ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) তাঁর কিতাব *আল-মু'জামুল মুফাহরিসে* সে খণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩]

৪. **ইমাম আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কাস নাখয়ী (রহ.)-এর গবেষণা:** সুনান প্রণেতা ইমাম দারাকুতনী (রহ.), ইমাম ইবনে শাহীন (রহ.) ও ইমাম তাবরানী (রহ.) প্রমুখের শায়খ ইমাম আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে কাস নখয়ী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর বর্ণনায় লিখেছেন,

مِنْ فَضَائِلِهِ أَنَّهُ رَوَىٰ عَنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوْا عَلَىٰ

---

[১] ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, *তারিখু ইবনি মাঈন*, খ. ৩, পৃ. ৪৮০, ক্র. ২৩৪৪

[২] (ক) সিবত ইবনুল জাওযী, *আল-ইনতিসার ওয়াত তারজীহ লিল মাযহাবিস সহীহ*, পৃ. ৪৬৩; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *লিসানুল মিযান*, খ. ৩, পৃ. ২২৭

[৩] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-মু'জামুল মুফাহরিস*, পৃ. ৩৬২, ক্র. ১০৮৯

ذَلِكَ وَاخْتَلَفُوْا فِيْ عَدَدِهِمْ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُمْ سِتَّةٌ وَامْرَأَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: خَمْسَةٌ وَامْرَأَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: سَبْعَةٌ وَامْرَأَةٌ.

'ইমাম আবু হানিফার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি নবী করীম (সা.)-এর সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, আলিমগণ এ কথার ওপর একমত। কিন্তু সাহাবীদের সংখ্যা গণনায় মতানৈক্য রয়েছে। তাঁদের মধ্য থেকে কেউ বলেন, ছয়জন পুরুষ সাহাবী ও একজন মহিলা সাহাবী। কেউ বলেন, পাঁচজন পুরুষ সাহাবী ও একজন মহিলা সাহাবী। আর কেউ বলেন, সাতজন পুরুষ সাহাবী ও একজন মহিলা সাহাবী থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন।'[১]

৫. **ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে আল-জা'আবী (রহ.)-এর গবেষণা:** প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ওমর (রহ.) যিনি ইবনুল জা'আবী নামে প্রসিদ্ধ নিজ কিতাব *আল-ইনতিসার লিমাযহাবি আবী হানিফায়* স্পষ্টভাবে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রহ.) ও আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযয়িয যুবাইদী (রাযি.) থেকে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীস শ্রবণের কথা উল্লেখ করেছেন।[২]

৬. **ইমাম নুআইম আল-আসবাহানী (রহ.)-এর গবেষণা:** ইমাম নুআইম আল-আসবাহানী (রহ.) নিজ কিতাব *মুসনাদুল ইমাম আবী হানিফায়* ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবায়ে কেরাম থেকে শ্রবণের ব্যাপারে একটি অধ্যায় রচনা করে বলেন,

ذِكْرُ مَنْ رَأَىٰ مِنَ الصَّحَابَةِ وَرَوَىٰ عَنْهُمْ.

'সেসব সাহাবীর আলোচনা যাঁদের সাথে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাক্ষাৎ লাভ করেছেন ও যাঁদের থেকে বর্ণনা করেছেন।'[৩]

তিনি তাঁদের নামও উল্লেখ করেছেন। যথা–

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيُّ، وَيُقَالُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ أَوْفَى الْأَسْلَمِيُّ رضي الله عنهم.

---

[১] ইবনে তূলূনী, *নুযহাতুল আবসার ফী মানাকিবিল আইম্মিাতিল আরবা'আতিল আখইয়ার*, পৃ. ২৫৩

[২] আল-মুওয়াফ্ফাক আল-মক্কী, *মানাকিবুল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ২৪–২৫

[৩] আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *মুসনদু ইমাম আবী হানীফা*, পৃ. ২৪

> ‘আনাস ইবনে মালিক ও আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযয়িয যুবাইদী থেকে বর্ণনা করেছে। বলা হয়, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা আসলামী থেকেও বর্ণনা করেছেন।’[১]

৭. **ইমাম হুসাইন ইবনে আলী আস-সায়মারী (রহ.)-এর গবেষণা:** ইমাম আবু আবদুল্লাহ হুসাইন ইবনে আলী আস-সায়মারী (রহ.) নিজ কিতাব *আখবারু আবী হানিফা ওয়া আসহাবিহি*তে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণনার ওপর একটি অধ্যায় রচনা করেছেন,

> مَنْ لَقِيَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ ﷺ وَمَا رَوَاهُ عَنْهُمْ.
>
> ‘ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) যে সকল সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং তাঁদের থেকে যা বর্ণনা করেন।’[২]

এ অধ্যায় রচনার পর ইমাম সায়মারী (রহ.) ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) সূত্রে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযয়িয যুবাইদী (রাযি.) ও হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে নবী করীম (সা.)-এর দুটি মরফূ মুত্তাতাসিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩]

ইমাম সায়মারী (রহ.) আলোচিত বর্ণনা আমি *ওয়াহাদিয়াতে ইমাম আযমে* উল্লেখ করেছি। (এক মধ্যস্থতায় হাদীস বর্ণনাকে ওয়াহাদিয়াত বলা হয়।)

৮. **ইমাম আহমদ ইবনে হুসাইন আল-বায়হাকী (রহ.)-এর গবেষণা:** *আস-সুনান* ও *শুআবুল ঈমানে*র প্রণেতা ইমাম আহমদ ইবনে হুসাইন আল-বায়হাকী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ব্যাপারে বলেন,

> وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَقِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.
>
> ‘বলা হয়, তিনি সাহাবীয়ে কেরামের মধ্যে থেকে হযরত

---

[১] আবু নুআইম আল-আসবাহানী, ***মুসনদু ইমাম আবী হানীফা***, পৃ. ২৪
[২] আস-সায়মারী, ***আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী***, পৃ. ৪
[৩] আস-সায়মারী, ***আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী***, পৃ. ৪

আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযয়িয যুবাইদী (রাযি.) ও হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন।'[১]

৯. **ইমাম ইবনে আবদুল বারর (রহ.)-এর গবেষণা:** ইমাম ইবনে আবদুল বারর আল-আন্দালুসী (রহ.) বলেন,

سَمِعَ مِنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْـحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ فَيُعَدُّ بِذَلِكَ مِنَ التَّابِعِيْنَ.

'ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযয়িয যুবাইদী (রাযি.) থেকে হাদীস শুনেছেন। তাই তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।'[২]

১০. **ইমাম আবু মা'শর আবদুল করীম আশ-শাফিয়ী (রহ.)-এর গবেষণা:** ইমাম আবু মা'শর আবদুল করীম ইবনে আবদুস সামাদ আত-তাবারী আল-মুকরী আশ-শাফিয়ী (রহ.) নিজের একটি *জুযে* ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণনাসমূহ একত্র করেছেন। সেখানে উল্লেখ করেছেন,

قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ لَقِيْتُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَبْعَةً: أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ، وَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْـحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَمَعْقَلَ بْنَ يَسَارٍ، وَوَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، وَعَائِشَةَ بِنْتَ عَجْرَدٍ رضي الله عنهم.

ثُمَّ رَوَىٰ لَهُ عَنْ أَنَسٍ ثَلَاثُ أَحَادِيْثَ، وَعَنِ ابْنِ جَزْءٍ حَدِيْثًا، وَعَنْ وَاثِلَةَ حَدِيْثَيْنِ، وَعَنْ جَابِرٍ حَدِيْثًا، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ حَدِيْثًا، وَعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ حَدِيْثًا، وَرَوَىٰ لَهُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْفَىٰ حَدِيْثًا.

'ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাতজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছি। যাঁদের মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযয়িয যুবাইদী (রাযি.), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.), হযরত মা'কল

---

[১] আল-বায়হাকী, *আল-মদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা*, পৃ. ১৬৯, হাদীস: ১৬৫

[২] ইবনে আবদুল বার্‌র, *কিতাবুল ইসতিগনা ফী মা'রিফাতিল মাশহূরীন মিন হামলাতিল ইলমি বিলকুনা*, খ. ১, পৃ. ৫৭২, ক্র. ৬২৪

ইবনে ইয়াসার (রাযি.), হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রাযি.) ও হযরত আয়িশা বিনতে আজরাদ (রাযি.) অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর তিনি হযরত আনাস (রাযি.) থেকে তিনটি হাদীস, হযরত ইবনে জায (রাযি.) থেকে একটি হাদীস, হযরত ওয়াসিলা (রাযি.) থেকে দুটি হাদীস, হযরত জাবির (রাযি.) থেকে একটি হাদীস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাযি.) থেকে একটি হাদীস, হযরত আয়িশা বিনতে আজরাদ (রাযি.) থেকে একটি হাদীস এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।'[১]

ইমাম আবু মা'শর আত-তাবাবীর উপর্যুক্ত *জুযের* আলোচনা ইমাম হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) তাঁর *আল-মু'জামুল মুফাহরিসে* উল্লেখ করেছেন।[২]

১১. **ইমাম মুওয়াফ্ফাক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (রহ.)-এর গবেষণা:** ইমাম মুওয়াফ্ফাক ইবনে আহমদ মক্কী (রহ.) তাঁর কিতাবকে কয়েকটি অধ্যায়ে রচনা করেছেন। এক অধ্যায়ে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণনাসমূহকে উল্লেখ করেছেন।

الْبَابُ الثَّالِثُ: فِيْ ذِكْرِ مَنْ لَقِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَرِوَايَتُهُ عَنْهُمْ.

'তৃতীয় অধ্যায় ইমাম আবু হানিফা সাহাবীদের সাক্ষাৎ লাভ ও তাঁদের থেকে বর্ণনা করার আলোচনা।'[৩]

এ অধ্যায়ের আলোকে ইমাম মুওয়াফ্ফাক আল-মক্কী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর বর্ণনাকে মুত্তাসিল সনদের সাথে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযয়িয যুবাইদী (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স (রাযি.), হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রাযি.) ও হযরত আয়িশা বিনতে আজরাদ (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১২. **ইমাম সিবত ইবনুল জাওযী (রহ.)-এর গবেষণা:** ইমাম ইউসুফ ইবনে ফারগাল (রহ.), যিনি সিবত ইবনুল জাওযী নামে প্রসিদ্ধ তাঁর কিতাব

---

[১] আস-সুয়ূতী, *তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিবি আবী হানীফা*, পৃ. ৩৪

[২] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-মু'জামুল মুফাহরিস*, পৃ. ২৭২, ক্র. ১১৩৩

[৩] আল-মুওয়াফ্ফাক আল-মক্কী, *মানাকিবুল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ২৪

আল-ইনতিসার ওয়াত তারজীহ লিলমাযহাবিস সহীহে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করার পর এক অধ্যায় রচনা করেছেন এবং এতে হাদীস বর্ণনা করেছেন,

الْبَابُ الرَّابِعُ: فِيْ ذِكْرِ مَنْ لَقِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَرَوَىٰ عَنْهُمْ.

'চতুর্থ অধ্যায় ইমাম আবু হানিফা সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভ করা ও তাঁর থেকে বর্ণনা করার আলোচনা।'[১]

১৩. **ইমাম খাওয়ারযিমী (রহ.)-এর গবেষণা:** ইমাম আবুল মুয়াইয়িদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ আল-খাওয়ারযিমী (রহ.) তাঁর কিতাব *জামিউল মাসানিদের* তৃতীয় অধ্যায়ে এভাবে অলোচনা করেন যে,

مِنْ مَنَاقِبِهِ وَفَضَائِلِهِ الَّتِيْ لَمْ يُشَارِكْهُ فِيْهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ أَنَّهُ رَوَىٰ عَنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوْا عَلَىٰ ذَلِكَ وَإِنِ اخْتَلَفُوْا فِيْ عَدَدِهِمْ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُمْ سِتَّةٌ وَامْرَأَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: خَمْسَةٌ وَامْرَأَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: سَبْعَةٌ وَامْرَأَةٌ.

'ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর এমন মর্যাদা ও মারতবার আলোচনা যা অন্য কারো ভগ্যে জুটেনি। নিশ্চয় তিনি সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করেছেন।

আলিমগণ সে কথার ওপর একমত। কিন্তু সাহাবীদের সংখ্যা গণনায় মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, ছয়জন পুরুষ সাহাবী ও একজন মহিলা সাহাবী। কেউ বলেন, পাঁচজন পুরুষ সাহাবী ও একজন মহিলা সাহাবী। কেউ বলেন, সাতজন পুরুষ সাহাবী ও একজন মহিলা সাহাবী।'[২]

১৪. **ইমাম হাফিয ইবনে কসীর (রহ.)-এর গবেষণা:** ইমাম ইবনে কসীর (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর আলোচনায় বলেন,

وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ رَوَىٰ عَنْ سَبْعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَاللهُ أَعْلَمُ.

---

[১] সিবত ইবনুল জাওযী, *আল-ইনতিসার ওয়াত তারজীহ লিল মাযহাবিস সহীহ*, পৃ. ৪৫৯

[২] আল-খাওয়ারযিমী, *জামিউল মাসানীদ*, খ. ১, পৃ. ২২

'কতিপয় ইমাম বর্ণনা করেন, তিনি সাতজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞাত।'[১]

১৫. **ইমাম আবদুল কাদির আল-কুরাশী (রহ.)-এর গবেষণা:** ইমাম আবদুল কাদির ইবনে আবুল ওয়াফা আল-কুরাশী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণিত বর্ণনাসমূহের ওপর একটি খণ্ড লিখেছেন এবং তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ ثَمَانِيَةً مِّنَ الصَّحَابَةِ ﷺ، وَقَدْ جَمَعَهُمْ غَيْرَ وَاحِدٍ فِيْ جُزْءٍ وَرَوَيْنَا هَذَا الْجُزْءَ عَنْ بَعْضِ شُيُوْخِنَا.

ذَكَرْتُ فِيْ هَذَا الْ ـجُزْءِ مَنْ سَمِعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ رَآهُ ، وَالَّذِيْ سَمِعَهُ مِنْهُمْ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيُّ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَمَعْقَلُ بْنُ يَسَارٍ، وَوَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ عَجْرَدٍ.

'কতিপয় ইমাম দাবি করেছেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আটজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। কিছু মুহাদ্দিস তা পৃথক খণ্ড আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরাও সে খণ্ডে কিছু শায়খ থেকে বর্ণনা করেছি।

আমি সে খণ্ডে ওসব সাহাবীর আলোচনা করেছি যাদের থেকে তিনি শ্রবণ করেছেন এবং যাঁদের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। তিনি যে সকল সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুনেছেন তাঁরা হলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযয়িয যুবাইদী (রাযি.), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.), হযরত মা'কল ইবনে ইয়াসার (রাযি.), হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রাযি.) ও হযরত আয়িশা বিনতে আজরাদ (রাযি.)।'[২]

---

[১] ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ১০৭

[২] আবদুল কাদির আল-কুরাশী, *আল-জাওয়াহিরুল মাযিয়া ফী তাবাকাতিল হানীফা*, পৃ. ২১

১৬. **ইমাম ইবনে হাজর আল-হায়তামী (রহ.)-এর গবেষণা:** ইমাম ইবনে হাজর আল-হায়তামী আল-মক্কী আল-শাফিয়ী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) ছাড়াও আরও ১৭জন সাহাবী থেকে বর্ণনা করার কথা বলেছেন। যাঁদের মধ্য থেকে হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.) এবং হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রাযি.) থেকে হাদীস শোনার ব্যাপারে উত্থাপিত সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

উল্লিখিত সাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত ইমাম ইবনে হাজর আল-হায়তামী (রহ.) হযরত আবু তুফাইল আমির ইবনে ওয়াসিলা (রাযি.), হযরত সাহল ইবনে সায়িদ আস-সায়িদী (রাযি.), হযরত সায়িব ইবনে খাল্লাদ ইবনে সুয়াইদ (রাযি.), হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযীদ ইবনে সায়ীদ (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসার (রাযি.)ও হযরত মাহমুদ ইবনুর রবী' (রাযি.) শুধুমাত্র ওফাত-সন উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) তাঁদের থেকে শোনার ব্যাপারে কোনো কথা উল্লেখ করেননি।[১]

১৭. **ইমাম ইবনে ইমাদ আল-হাম্বলী (রহ.)-এর গবেষণা:** ইমাম আবুদল হাই ইবনে আহমদ আল-আকরী আল-হাম্বলী (রহ.) যিনি ইবনে ইমাদ নামে প্রসিদ্ধ বলেন,

وَذَكَرَ الْحَافِظُ الْعَامِرِيُّ فِيْ تَأْلِيْفِهِ «الرِّيَاضِ الْمُسْتَطَابَةِ» وَكَذَلِكَ مُلَخَّصَهُ صَالِحُ بْنُ صَلَاحٍ الْعَلَائِيِّ، وَمَنْ خَطَّهُ نَقَلَتْ: أَنَّ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيْفَةَ رَأَىٰ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الصَّحَابِيَّ، وَسَمِعَ مِنْهُ قَوْلَهُ ﷺ: «مَنْ تَفَقَّهَ فِيْ دِيْنِ اللهِ كَفَاهُ اللهُ، هَمَّهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ».

'এ গবেষণাকে হাফিয আমিরী (রহ.) তাঁর কিতাব *আল-রিয়াযুল মুসতাতাবায়* উল্লেখ করেছেন।[২] যাকে সালিহ ইবনে সালাহ

---

[১] আল-আমিরী আল-খারাযী, *আর-রিয়াযুল মুসতাতাবা ফী জুমলাতিম মান রাওয়া ফিস সাহীহাইন মিনাস সাহাবা*, পৃ. ২১৪

[২] ইবনে হাজর আল-হায়সামী, *আল-খায়রাতুল হাসান ফী মানাকিবিল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা আন-নু'মান*, পৃ. ৩৩–৩৫

আল-আলায়ী সংক্ষেপ করেছেন। আমি তাঁর ভাষায় তা বর্ণনা করছি যে, নিশ্চয় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযয়িয যুবাইদী (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং তাঁর থেকে নবী করীম (সা.)-এর এ বাণী শুনেছেন যে, 'যারা আল্লাহর দীনের জ্ঞানার্জন করবে মহান আল্লাহ তার সকল পেরশানি দূর করার জন্য যথেষ্ট। তাকে কল্পনাহীনভাবে রিযক দেন।''[১]

উল্লিখিত ইমামগণের উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা বোঝা যায়, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) শুধু সাহাবায়ে কেরামের সংস্পর্শ লাভ করে ধন্য হননি, বরং তিনি তাঁদের থেকে হাদীস আর অর্জন করার ও বর্ণনা করার সৌভাগ্যও লাভ করেছেন।

১৮. **ইমাম ইবনে বায্যায আল-কারদারী (রহ.)-এর গবেষণা:** ইমাম ইবনে বায্যায আল-কারদারী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর দশজন সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ লাভ ও তাঁদের থেকে বর্ণনা করার পর ইমামগণের উভয়পক্ষের মতামতের আলোকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভের ব্যাপারে সারসংক্ষেপ এভাবে বর্ণনা করেন যে,

فَالْحَاصِلُ: أَنَّ جَمَاعَةً مِّنَ الْمُحَدِّثِيْنَ أَنْكَرُوْا مُلَاقَاتِهِ مَعَ الصَّحَابَةِ، وَأَصْحَابِهِ أَثْبَتُوْهُ بِالْأَسَانِيْدِ الصِّحَاحِ الْحِسَانِ، وَهُمْ أَعْرَفُ بِأَحْوَالِهِ مِنْهُمْ، وَالْمُثْبِتُ الْعَدْلُ الْعَالِمُ أَوْلَىٰ مِنَ النَّافِيْ، وَقَدْ جَمَعُوْا مُسْنَدَاتِهِ، فَبَلَغَ خَمْسِيْنَ حَدِيْثًا، بِرِوَايَةِ الْإِمَامُ عَنِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ.

'আসল কথা হল, মুহাদ্দিসগণের একদল ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভকে অস্বীকার করেন। অথচ তাঁর শিষ্যরা তা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ করেছেন এবং তাঁরা মুহাদ্দিসগণের চেয়ে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। নিয়ম-নীতি হল, ন্যায়পরায়ণ প্রমাণকারী আলিম অস্বীকারকারীর ওপর অগ্রগণ্য। তাঁরা নিজ নিজ মাসনদে ইমাম

---

[১] ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব*, খ. ১, পৃ. ২২৮

আযম আবু হানিফা (রহ.) কর্তৃক সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত ৫০টি হাদীসের সন্ধান দিয়েছেন।'[১]

ইমাম ইবনে বায্যায আল-কারদারী (রহ.) দুটি মূল নিয়ম বর্ণনা করে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণনা করাকে নিশ্চিত করেছেন। যথা–

১. ইমাম ইবনে বায্যায আল-কারদারী (রহ.) সর্বপ্রথম বর্ণনা করেন যে, যদিও কিছু মুহাদ্দিস ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণনা করাকে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে সারাক্ষণ জীবন-যাপনকারী, ধর্মীয় জ্ঞান আহরণকারী ও হাদীস বর্ণনাকারী সুযোগ্য শিষ্যরা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভ ও তাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনা করাকে নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণ করেছেন। তাই আপনজনদের স্বীকৃতি পাওয়ার পর অন্য কোনো কথার দিকে কর্ণপাত করা নিষ্প্রয়োজন।

২. ইমাম ইবনে বায্যায আল-কারদারী (রহ.) দ্বিতীয় মূলনীতি বর্ণনা করে বলেন, ন্যায়পরায়ণ প্রমাণকারী আলিমের কথা অস্বীকারকারীদের ওপর প্রাধান্য পাবে। তাই যাঁরা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণনা করার কথা বলেছেন তাঁরা একে তো তাঁর শিষ্য, দ্বিতীয়ত ইমামগণ তাঁদের পক্ষে রয়েছেন। তাই এ মূলনীতির আলোকে হ্যাঁ-বোধককে প্রাধান্য দিয়ে বলতে হবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভ করার সাথে সাথে তিনি তাঁদের থেকে হাদীসও শুনেছেন, জ্ঞানার্জন করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন।

মূলকথা

পুরো অধ্যয়ের আসল কথা হল, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) শুধু সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভ করেননি, বরং তিনি তাঁদের থেকে হাদীসও বর্ণনার সৌভাগ্য লাভ করে তাবেয়ীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। উল্লিখিত দু'বৈশিষ্ট্যের আলোকে তিনি প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাদ্দিসগণের কাতারে শামিল এবং এমন একটি মর্যাদার অধিকারী যা তাঁর সমকাল ও পরবর্তী সময়ে ফিকহ ও হাদীসের কোনো ইমামের ভাগ্যে জুটেনি। সুবহানাল্লাহ।

---

[১] আল-কারদারী, *মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ২০–২১

ইমাম আযম (রহ.)-এর ইলমে হাদীস অর্জনের কেন্দ্রসমূহ

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ইরাক-মিসরসহ পুরো বিশ্ব হাদীশাস্ত্রের সুগন্ধিতে ভরা। হাদীসের ছাত্রগণ চতুর্দিক থেকে এসে ধর্মীয় ইমামদের সান্নিধ্য লাভ করতেন এবং বছরে সারা বছর হাদীস শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকতেন। সে সময় নিম্নোক্ত স্থানসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) এ চারটি স্থান থেকে বিশেষভাবে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন। যথা– ১. কুফা, ২. মদীনা শরীফ, ৩. মক্কা মুকার্‌রামা ও ৪. বাসরা।

সে যুগে এসব স্থানে হাজার হাজার সাহাবী, তাবেয়ী ও মুহাদ্দিস ছিলেন। যাঁরা চতুর্দিক থেকে আগত জ্ঞানপিপাসু ছাত্রদের জ্ঞান নিবারণ করাতেন। উক্ত চার কেন্দ্রের মধ্যে নানা করণে কুফা ছিল শ্রেষ্ঠের আসনে অলংকৃত। সেখানেই ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর জন্ম ও তাঁর বসবাস। তিনি তাঁর বাল্য, শৈশব, যৌবন ও বৃদ্ধকাল অতিবাহিত করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কুফা ব্যতীতে যেসব স্থানে হাদীসবিজ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করেছেন এর মধ্যে কুফাসহ মক্কা ও মদীনা শরীফ ও বসরা অন্যতম। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এসব স্থানে বহুবার সফর করেন এবং অনেক বছর সেখানকার মুহাদ্দিসগণের সান্নিধ্য লাভ ও জ্ঞান অর্জন করেছেন। নিম্নে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর জন্মস্থান কুফার বর্ণনা তুলে ধরা হল।

কুফা শহর : হাদীসশাস্ত্রের বড় কেন্দ্র

হাদীসশাস্ত্র ও এ সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুফার অবদান জানার জন্য সে শহরের ঐতিহাসিক পটভূমি, সাহাবায়ে কেরামের আগমন, নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশনার আলোকে সেখানে জ্ঞান প্রসারের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও সেখানে অবস্থানরত জ্ঞানের উত্তরাধিকারদের সংখ্যা জানা আবশ্যক। তাই

আমরা ইতিহাসবেত্তাদের দৃষ্টিতে কুফার গোড়াপত্তনকারী প্রসঙ্গে অবগত হওয়া অবশ্যক।

১. হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম কুফায় আগমন ও বসবাস

ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, ১৭ হিজরীতে যখন সাহাবায়ে কেরাম হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর যুগে কুফায় আগমন করেন তখনই কুফার গোড়াপত্তন হয়। হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) কাদিসিয়া, মাদায়িন ও জালূলার যুদ্ধ থেকে অবসর হওয়ার পরই এ শহরের গোড়াপত্তন করেন। এটিকে সেনানিবাস হিসেবে নির্ধারণ করেন এবং অধিক সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের আগমনের কারণে এ শহর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ভবিষ্যতের ইসলামী সভ্যতার নিবাসভূমিতে পরিণত হয়।

১. ইমাম আবুদল হামীদ ইবনে জাফর তবে তাবেয়ী (রহ.) কুফা নগরের গোড়াপত্তনের ব্যাপার বলেন,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْـخَطَّابِ كَتَبَ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ يَأْمُرُهُ أَنْ يَتَّخِذَ لِلْمُسْلِمِيْنَ دَارَ هِجْرَةٍ وَقَيْرَوَانًا ، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ بَحْرًا، فَلَقَى الْأَنْبَارَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَهَا مَنْزِلًا، فَكَثُرَ عَلَى النَّاسِ الذُّبَابُ، فَتَحَوَّلَ إِلَىٰ مَوْضَعٍ آخَرَ، فَلَمْ يُصْلِحْ ، فَتَحَوَّلَ إِلَى الْكُوْفَةِ فَاخْتَطَهَا وَأَقْطَعَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ، وَأَنْزَلَ الْقَبَائِلَ مَنَازِلَهُمْ وَبَنَىٰ مَسْجِدَهَا وَذَلِكَ فِيْ سَنَةِ سَبْعُ عَشْرَةَ.

'হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.)-কে আদেশ দিয়ে বলেন, মুসলমানদের জন্য কোনো হিজরতস্থল ও কাফেলা বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হোক। মাঝখানে যেন কোনো নদী ব্যবধান না থাকে। তখন তিনি আনবার নামক স্থানে এসে ঘর নির্মাণের জন্য চাইলে তখন সেখানে মাছির আধিক্যের কারণে তিনি তা ত্যাগ করে অন্যস্থানে গেলেন, তাও সুবিধামতো না। তিনি পরিশেষে কুফায় গিয়ে স্থির হলেন এবং সেখানে মানুষের জন্য ঘর ও মসজিদ নির্মাণ করলেন। যা ১৭ হিজরীতে হয়েছে।'[১]

---

[১] আল-বালাযূরী, ***ফুতূহুল বুলদান***, খ. ১, পৃ. ২৭৪

২. ইমাম ইবনে জরীর আত-তাবারী (রহ.) ১৭ হিজরীর ঘটনাবলির বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

ارْتَحَلَ سَعْدٌ بِالنَّاسِ مِنَ الْـمَدَائِنِ حَتَّى عَسْكَرَ بِالْكُوْفَةِ فِي الْـمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَكَانَ بَيْنَ وَقْعَةِ الْ ـمَدَائِنِ وَنُزُولِ الْكُوفَةِ سَنَةٌ وَشَهْرَانِ، وَكَانَ بَيْنَ قِيَامِ عُمَرَ وَاخْتِطَاطِ الْكُوْفَةِ ثَلَاثُ سِنِيْنَ وَثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ، اخْتُطَّتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فِي الْـمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ التَّأْرِيْخِ.

'হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) মানুষের সাথে মাদায়িন অতিক্রম করে মুহার্‌রাম ১৭ হিজরী কুফায় অবস্থান নিলেন। মাদায়িনের ঘটনা ও কুফায় অবস্থানের মাঝখানে ব্যবধান এক বছর দু'মাস। হযরত ওমর (রাযি.)-এর খিলাফত ও কুফার গোড়াপত্তনের মাঝে ব্যবধান ৩ বছর ৮ মাস। কুফার গোড়াপত্তন তাঁর যুগে ১৭ হিজরীতে হয়েছে।'[১]

৩. ইমাম হাফিয ইবনে কসীর (রহ.) ১৭ হিজরীতে ঘটিত ঘটনাবলির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

فِي الْـمُحَرَّمِ مِنْهَا انْتَقَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ مِنَ الْـمَدَائِنِ إِلَى الْكُوْفَةِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ اسْتَوْخَمُوا الْـمَدَائِنَ، وَتَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ، وَضَعُفَتْ أَبْدَانُهُمْ؛ لِكَثْرَةِ ذُبَابِهَا وَغُبَارِهَا، فَكَتَبَ سَعْدٌ إِلَىٰ عُمَرَ فِيْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ الْعَرَبَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا حَيْثُ يُوَافِقُ إِبِلَهَا. فَبَعَثَ سَعْدٌ حُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ يَرْتَادَانِ لِلْمُسْلِمِيْنَ مَنْزِلًا مُنَاسِبًا يَصْلُحُ لِإِقَامَتِهِمْ، فَمَرَّا عَلَىٰ أَرْضِ الْكُوْفَةِ وَهِيَ حَصْبَاءُ فِيْ رَمْلَةٍ حَمْرَاءَ، فَأَعْجَبَتْهُمَا...

ثُمَّ كَتَبَا إِلَىٰ سَعْدٍ بِالْـخَبَرِ، فَأَمَرَ سَعْدٌ بِاخْتِطَاطِ الْكُوْفَةِ وَسَارَ إِلَيْهَا فِيْ أَوَّلِ هَذِهِ السَّنَةِ فِيْ مُحَرَّمِهَا، فَكَانَ أَوَّلَ بِنَاءٍ وُضِعَ فِيهَا الْـمَسْجِدُ.

---

[১] ইবনে জরীর আত-তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক = তারীখুত তাবারী*, খ. ২, পৃ. ৪৭৮

‘এ বছরের মুহার্‌রম মাসে হযরত সা’দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) মাদায়েন থেকে কুফায় আগমন করলেন। কেননা মাদায়িনের আবহাওয়া সাহাবায়ে কেরামের উপযোগী ছিল না। তাঁদের রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল। দূষিত পরিবেশ ও মাছির আধিক্যের কারণে সকলের শরীর দুর্বল হয়ে যায়। তখন তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-কে এ ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি উত্তর দিলেন, আরবদের জন্য উপযোগী স্থান উটের উপযোগী স্থান। তখন হযরত সা’দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) হযরত হুযাইফা ও সুলাইমান ইবনে যিয়াদকে মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত স্থান তালাশ করার জন্য পাঠালেন, তখন তাঁরা তালাশ করে কুফাকে লাল বালিতে পাথুরে ভূমি পেলেন, যা তাঁদের পছন্দ হলো।

যখন তাঁরা হযরত সা’দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.)-কে অবহিত করলেন তখন তিনি কুফার সীমা নির্ধারণ করার জন্য আদেশ দিলেন এবং সে বছর মুহার্‌রম মাসে তিনি সেখানে তাশরীফ নিলেন আর সর্বপ্রথম সেখানে মসজিদ নির্মাণ করলেন।’[১]

২. সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে কুফার মর্যাদা ও মরতবা

কুফার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মতামত ও মন্তব্য জানলে বোঝা যায়, তাঁদের সবার মতামত কুফার ব্যাপারে একই। তাঁরা সবাই কুফাকে একটি শক্তিশালী সেনানিবাস মনে করেন। রবং তাঁরা ভবিষ্যতের জন্য কুফাকে মুসলমানের জন্য আশ্রয়স্থল মনে করেন এবং হিজাযবাসীর মতো কুফাবাসীদের জন্য আল্লাহর বিশেষভাবে দানের কথা স্বীকার করেন। কারণ তার ভিত্তি স্থাপন হযরত সা’দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রহ.) নিজ পবিত্র হাতে করেছেন। তাঁর সাথে অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ী বসবাস করেছেন। যাঁরা নামায-রোযায় অভ্যস্থ, মুত্তাকী, পরহেযগার ও শাহদাতের তামান্নায় পাগল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বাতে মাতোয়ারা। তাঁদের আত্মার বরকতই সে শহর উদ্ভাসিত। তাই অনেক সাহাবায়ে কেরাম কুফার মর্যাদা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১. **হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে কুফার মর্যাদা:** সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও অন্যান্য মুসলমানদের এক বিশাল দল বিভিন্ন গ্রাম

---

[১] ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৫, পৃ. ১৪৭–১৪৮

থেকে হিজরত করে কুফায় বসতি স্থাপন করেন। বিভিন্ন স্থানের হওয়া সত্ত্বেও ইসালামী ভ্রাতৃত্বের কারণে তাঁদের মাঝে তাসবীহের দানার মতো পরস্পর সম্পর্কে সৃষ্টি হয় এবং তাঁদের অন্তর ইসলামের উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল। তাই পরবর্তী যে-কোনো দুশমনের মুকাবেলায় তারা অগ্রগামী ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) কুফার ব্যাপারে খুব ভালো ধারণা পোষণ করতেন।

১. হযরত নাফি' ইবনে জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রহ.) থেকে বর্ণিত হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) বলেন,

بِالْكُوْفَةِ وُجُوْهُ النَّاسِ.

'কুফায় সকল প্রকার লোকের বসবাস।'[১]

২. ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.) বলেন,

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَىٰ أَهْلِ الْكُوْفَةِ: «إِلَىٰ رَأْسِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ».

'হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) কুফাবাসীদের নিকট লিখিত পত্রে এভাবে লিখতেন, 'ইসলামী কেন্দ্রের নিকট।''[২]

৩. অন্য বর্ণনায় ইমাম আমির আশ-শা'বী (রহ.) থেকে বর্ণিত,

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَىٰ أَهْلِ الْكُوفَةِ: «إِلَىٰ رَأْسِ الْعَرَبِ».

'হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) কুফাবাসীকে লিখেন, 'আরবের কেন্দ্রের প্রতি।''[৩]

৪. ইমাম শিমর ইবনে আতিয়া; আমির গোত্রের এক শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেন, হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) কুফাবাসীকে স্মরণ করতে গিয়ে বলেন,

---

[১] (ক) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৫, হাদীস: ৮২২৪; (ক) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ২, পৃ. ১৬৩, হাদীস: ৭৬৮০; (গ) আল-বালাযূরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ২৮৭

[২] (ক) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৫, হাদীস: ৮২২৫; (ক) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৬, পৃ. ৪০৮, হাদীস: ৩২৪৪৭; (গ) আল-বালাযূরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ২৮৭

[৩] (ক) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৫, হাদীস: ৮২২৬; (খ) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৬, পৃ. ৪০৮, হাদীস: ৩২৪৪৮; (গ) আল-বালাযূরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ২৮৭

«الْكُوْفَةُ رُمْحُ اللهِ، وَكَنْزُ الْإِيْمَانِ، وَجُمْجُمَةُ الْعَرَبِ يُحْرِزُوْنَ ثُغُوْرَهُمْ، وَيَمُدُّوْنَ الْأَمْصَارَ».

'কুফাবাসী আল্লাহর বল্লম, ঈমানের ভাণ্ডার ও আরবের মস্তিস্ক তথা সরদার। তাঁরা নিজেদের সীমান্তের প্রহরী ও শহর সম্প্রসারণকারী।'[১]

২. **হযরত আলী মুরতাযা (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে কুফার মর্যাদা:** হযরত ফারুকে আযম (রাযি.)-এর মতো চতুর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেভাবে কুফাকে ইসলাম ও আরবের কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন অনুরূপ যখন রাজধানী মদীনা শরীফ থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় এসেছে তখন হযরত আলী (রাযি.)-এর দৃষ্টিও কুফার দিকে ফিরল। তিনি কুফার রাজনৈতিকও ভৌগোলিক ও সামরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে রাজধানী বানানো পূর্বে তার সম্পর্কে ভালো মত পোষণ করতেন।

১. হযরত ইসবাগ ইবনে নাবাতা তাবেয়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত আলী (রাযি.) বলেন,

«الْكُوْفَةُ جُمْجُمَةُ الْإِسْلَامِ، وَكَنْزُ الْإِيْمَانِ، وَسَيْفُ اللهِ وَرُمْحُهُ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، وَايْمُ اللهِ لَيَنْصُرَنَّ اللهُ بِأَهْلِهَا فِيْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا كَمَا انْتَصَرَ بِالْحِجَارَةِ».

'কুফা ইসলামের মস্তিষ্ক, ঈমানের ভাণ্ডার, আল্লাহর তরবারী ও বল্লম। তিনি তাকে যেখানেই ইচ্ছা রাখেন। মহান আল্লাহর শপথ! মহান আল্লাহ কুফাবাসীকে পূর্ব-পশ্চিমে সহযোগিতা করবেন। যেরূপ তিনি হিজাযবাসীকে সাহায্য করেছেন।'[২]

২. এক সময় হযরত আলী (রাযি.) আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-কে বলেন,

---

[১] (ক) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৫, হাদীস: ৮২২৭; (খ) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৬, পৃ. ৪০৮, হাদীস: ৩২৪৫০; (গ) আল-বালাযূরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ২৮৭; (ঙ) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১, পৃ. ৫২

[২] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৬, হাদীস: ৮০৩০

«يَا أَمِيرَ الْـمُؤْمِنِيْنَ، وَاللهِ إِنَّ الْكُوْفَةَ لِلْهِجْرَةِ بَعْدَ الْـهِجْرَةِ، وَإِنَّهَا لَقُبَّةُ الْإِسْلَامِ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ لَا يَبْقَىٰ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَتَاهَا وَحَنَّ إِلَيْهَا، وَاللهِ لَيُنْصَرَنَّ بِأَهْلِهَا كَمَا انْتُصِرَ بِالْـحِجَارَةِ».

'হে আমীরুল মুমিনীন! মহান আল্লাহর কসম, যদি মদীনা শরীফ ব্যতীত অন্য কোনো হিজরতের স্থান হতো তাহলে তা কুফাই হত। কেননা তা ইসলামের গম্বুজ। এক সময় সকল মুমিন সেদিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। মহান আল্লাহ কুফাবাসীকে অবশ্যই হিজাযবাসীর মতো সাহায্য করবেন।'[১]

৩. তেমনি হযরত আলী (রাযি.) বলেন,

«أَهْلُ الْكُوْفَةِ أَهْلُ اللهِ، وَهِيَ قُبَّةُ الْإِسْلَامِ يَحُنُّ إِلَيْهَا كُلُّ مُؤْمِنٍ».

'কুফাবাসী আল্লাহঅলা এবং কুফা ইসলামের গম্বুজ, অতিসত্ত্বর মুমিন তার প্রতি আসক্ত হবে।'[২]

৩. হযরত সালমান আল-ফারসী (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে কুফার মর্যাদা:

১. ইমাম জুনদাব আল-আযদী বলেন, আমরা এক সময় হযরত সালমান আল-ফারসী (রাযি.)-এর সাথে হীরা শহর থেকে আসছি তখন তিনি দু'বার বলেন,

«الْكُوْفَةُ قُبَّةُ الْإِسْلَامِ».

'কুফা ইসলামের গম্বুজ।'[৩]

২. হযরত সাফলম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রার.) থেকে বর্ণিত, হযরত সালমান আল-ফারসী (রাযি.) বলেন,

«الْكُوْفَةُ قُبَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلُ الْإِسْلَامِ».

'কুফা ইসলাম ও মসলমানের গম্বুজ।'[১]

---

[১] (ক) ইবনে জরীর আত-তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক = তারীখুত তাবারী*, খ. ২, পৃ. ৪৭৮; (খ) ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ৪, পৃ. ২২৩

[২] ইয়াকূত আল-হামাওয়ী, *মু'জামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ৪৯২

[৩] ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৬, পৃ. ৪০৭, হাদীস: ৩২৪৪২

৩. ইমাম জুনদাব আল-আযদী বলেন, আমরা হযরত সালমান আল-ফারসী (রাযি.)-এর সাথে হীরায় গেলাম, তখন তিনি কুফার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলেন,

«قُبَّةُ الْإِسْلَامِ، مَا مِنْ أَحْصَاصٍ يُدْفَعُ عَنْهَا مَا يُدْفَعُ عَنْ هَذِهِ الْأَحْصَاصِ، كَانَ بِهَا مُحَمَّدٌ ﷺ، وَلَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَجْتَمِعَ كُلُّ مُؤْمِنٍ فِيْهَا أَوْ رَجُلٌ هَوَاهُ إِلَيْهَا».

'এটি ইসলামের গম্বুজ। তার ঘরকে এভাবে সংরক্ষণ করা হয় যেমন নবী করীম (সা.)-এর সাথে সম্পর্কিত মদীনা শরীফের ঘরগুলোকে সংরক্ষণ করা হয়। দুনিয়া ওই সময় পর্যন্ত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক মুমিন সেখানে একত্রিত হবে বা প্রত্যেক ব্যক্তি সেদিকে আকর্ষিত হয়।'[২]

৪. ইমাম জুনদাব আল-আযদী থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত সালমান আল-ফারসী (রাযি.) বলেন,

«الْكُوْفَةُ قُبَّةُ الْإِسْلَامِ، يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَىٰ فِيْهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا بِهَا أَوْ قَلْبُهُ يَهْوَىٰ إِلَيْهَا».

'কুফা ইসলামের গম্বুজ। মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন সকল মানুষ কুফার দিকে আকৃষ্ট হবে বা তার অন্তর কুফার দিকে আকর্ষিত হবে।'[৩]

৫. হযরত সালমা ইবনে কুহাইল তাবেয়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত সালমান আল-ফারসী (রাযি.) বলেন,

«مَا يُدْفَعُ عَنْ أَرْضٍ بُعْدَ أَخْبِيَةٍ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا يُدْفَعُ عَنِ الْكُوْفَةِ وَلَا يُرِيْدُهَا أَحَدٌ خَارِبًا إِلَّا أَهْلَكَهُ اللهُ، وَلَتَصِيْرَنَّ يَوْمًا وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا بِهَا أَوْ يَصِيْرُ هَوَاهُ بِهَا».

---

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৬, হাদীস: ৮২৩০

[২] ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৬, পৃ. ৪০৭, হাদীস: ৩২৪৪১

[৩] (ক) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৬, পৃ. ৪০৮, হাদীস: ৩২৪৫২; (খ) আল-বালাযূরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ২৮৭

‘নবী করীম (সা.)-এর সঙ্গীদেরকে মদীনাতে সংরক্ষণের পর সবচেয়ে বেশি কুফাবাসীকে সংরক্ষণ করা হয়। মহান আল্লাহ তার ধ্বংসকারীদেরকে ধ্বংস করবেন। এমন এক দিন আসবে যখন সকল মানুষেরা তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে বা তার প্রেম তার সাথে হবে।’[১]

৪. হযরত হুযাইফা (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে কুফার মর্যাদা:

১. হযরত সালিম ইবনে আবুল জা’দ (রহ.) থেকে বর্ণিত হযরত হুযাইফা (রাযি.) বলেন,

«الْكُوْفَةُ قُبَّةُ الْإِسْلَامِ، وَأَرْضُ الْبَلَاءِ».

‘কুফা ইসলামের গম্বুজ, পরীক্ষার স্থল।’[২]

২. হযরত বিলাল ইবনে ইয়াহইয়া আল-আবসী (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত হুযাইফা (রাযি.) বর্ণনা করেন,

«مَا أَخْبِيَةٌ بَعْدَ أَخْبِيَةٍ كَانَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُدْفَعُ عَنْهَا مِنَ الْمَكْرُوْهِ، أَكْثَرَ مِنْ أَخْبِيَةٍ وُضِعَتْ فِيْ هَذِهِ الْبُقْعَةِ».

‘রাসূলের সংস্পর্শের কারণে মদীনা শরীফের সংরক্ষণের পরে সবচেয়ে বেশি এই কুফা নগরীয় সংরক্ষণ করা হয়েছে।’[৩]

৩. শায়খ মুগীস আল-বাকরী (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত হুযাইফা (রাযি.) বর্ণনা করেন,

«وَاللهِ مَا يُدْفَعُ عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ مَا يُدْفَعُ عَنْ هَذِهِ يَعْنِي الْكُوْفَةَ إِلَّا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ».

‘মহান আল্লাহর কসম! রাসূলের সাহাবীদের হেফাযত ব্যতীত কুফার চেয়ে বেশি সংরক্ষিত কোনো স্থান নেই।’[৪]

---

[১] ইবনে সা’দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৬, হাদীস: ৮২৩১

[২] আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ৩, পৃ. ৯৬, হাদীস: ৪৫০৬

[৩] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৮, পৃ. ৩৪৮, হাদীস: ২৩৩২২; (খ) ইবনে সা’দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৬, হাদীস: ৮২৩২ ও ৮৩৩৫

[৪] ইবনে সা’দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৬, হাদীস: ৮৩৩৪

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর কুফায় আগমন

হযরত ওমর (রাযি.) কুফার রাজনৈতিক ও সামরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশিষ্ট ফকীহ, মুহাদ্দিস ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-কে কুফার প্রধান বিচরপতি, প্রশিক্ষক ও বায়তুল মালের রক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন।

১. তাবেয়ী ইমাম হারিসা ইবনে মুযার্‌রিব আল-কুফী বলেন,

كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: «إِنِّيْ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَمِيْرًا، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ مُعَلِّمًا وَوَزِيْرًا، وَهُمَا مِنَ النُّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَاسْمَعُوْا، وَقَدْ جَعَلْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ عَلَىٰ بَيْتِ مَالِكُمْ فَاسْمَعُوْا فَتَعَلَّمُوْا مِنْهُمَا، وَاقْتَدُوْا بِهِمَا، وَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِعَبْدِ اللهِ عَلَىٰ نَفْسِيْ».

‘হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) আমাদেরকে পত্র লিখে বলেছেন, ‘আমি তোমাদের কাছে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.)-কে আমীর ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-কে প্রশিক্ষক ও মন্ত্রী বানিয়ে পাঠিয়েছি। তাঁরা উভয়ে নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র বদরী সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত। তাই তোমরা তাঁদের আনুগত্য কর। আমি ইবনে মাসউদ (রাযি.)-কে বায়তুল মালের মন্ত্রী নিয়োগ দিলাম। তাই তোমরা উভয়ের কথা মেনে চল। তাঁদের থেকে শিখবে ও তাঁদের অনুসরণ করবে। আমি আমার চেয়ে তোমাদের জন্য আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-কে প্রাধন্য দিলাম।’[১]

২. হযরত হাব্বা ইবনে জুওয়াইন তাবেয়ী (রহ.) বলেন,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «يَا أَهْلَ الْكُوْفَةِ، أَنْتُمْ رَأْسُ الْعَرَبِ وَجُمْجُمَتُهَا وَسَهْمِي الَّذِيْ أَرْمِيْ بِهِ إِنْ أَتَانِيْ شَيْءٌ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا،

---

[১] (ক) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ৩, পৃ. ৪৩৮, হাদীস: ৫৬৬৩; (খ) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৬, পৃ. ৩৮৪, হাদীস: ৩২২৩৭; (গ) আল-বায়হাকী, *আল-মদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা*, পৃ. ১৪১, হাদীস: ১০১; (ঘ) ইবনে সা’দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৮, হাদীস: ৮২৪০; (ঙ) ইবনে আবদুল বার্‌র, *আল-ইসতিআব ফী মা’রিফাতিল আসহাব*, খ. ৩, পৃ. ১১৪০

وَإِنِّيْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَاخْتَرْتُهُ لَكُمْ وَآثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِيْ إِثْرَةً».

'হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) বলেন, হে কুফাবাসী! তোমরা মুসলমানদের মাথার মুকুট। যদি আমার দিকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হামলা আসে তখন তোমরা আমার জন্য বল্লমস্বরূপ, যার মাধ্যমে আমি তীর ব্যবহার করব। আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-কে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দিলাম, তাঁকে আমার বিপরীত তোমাদের জন্য প্রাধান্য দিলাম।'[১]

৩. ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ مُهَاجِرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ بِحِمْصَ، فَحَدَرَهُ عُمَرُ إِلَى الْكُوْفَةِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: «إِنِّيْ وَاللهِ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ آثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِيْ، فَخُذُوْا مِنْهُ».

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) যখন হিজরত করে হিমস আসেন তখন হযরত ওমর (রাযি.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-কে কুফায় পাঠিয়ে দিলেন এবং কুফায়বাসীদের নিকট লিখলেন, 'মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কসম যিনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-কে আমার নিজের ওপর প্রাধান্য দিলাম। তাই তোমরা তাঁর থেকে দীন শিখ।''[২]

হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-কে কুফায় পাঠানোর উদ্দেশ্য কুফাবাসীকে উঁচুমানের শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া। যাতে কুফাবাসী সামরিক ছাউনির মতো জ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা মুসলমানদের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হন।

---

[১] (ক) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৬, পৃ. ৪০৮, হাদীস: ৩২৪৪৫; (খ) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৭, হাদীস: ৮২৩৮

[২] (ক) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ১৫৭, হাদীস: ৩৩১৩ ও খ. ৬, পৃ. ৮, হাদীস: ৮২৪৩; (গ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১, পৃ. ৪৯১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর জ্ঞানগত মর্যাদা

হুযূর (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের কাছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর জ্ঞানগত স্থান অনেক উপরে। স্বয়ং নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ বিভিন্ন স্থানে তা প্রকাশ করেছেন। নিম্নে তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো।

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সে সময় থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-কে মুহাব্বত করে আসছি যখন থেকে নবী করমী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি,

«خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِيْ حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ».

‘তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কুরআন শিখ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সালিম (আবু হুযাইফার মাওলা), মু‘আয ইবনে জাবাল ও উবাই ইবনে কা’ব।’[১]

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন,

«رَضِيتُ لِأُمَّتِيْ مَا رَضِيَ لَهُمُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، وَكَرِهْتُ لِأُمَّتِيْ مَا كَرِهَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ».

‘আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমার উম্মতের যে বিষয়ের ওপর সন্তুষ্ট আমি ও তার ওপর সন্তুষ্ট । আর সে যে বিষয়ে অসন্তুষ্ট, আমিও সে বিষয়ে অসন্তুষ্ট।’[২]

৩. হযরত আবদুল্লহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর জ্ঞানের উঁচুস্তরের দিকে ইশারা করে হযরত ওমর (রাযি.) বলেন,

---

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ১৮৬, হাদীস: ৪৯৯৯; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৯১৩, হাদীস: ২৪৬৪; (গ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি‘উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৬৭৪, হাদীস: ৩৮১০

[২] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *ফাযায়িলুস সাহাবা*, খ. ২, পৃ. ৮৩৮, হাদীস: ১৫৩৬; (খ) আল-বায্যার, *আল-মুসনদ = আল-বাহরুয যাখ্খার*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৪, হাদীস: ১৯৮৬; (গ) আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, খ. ৯, পৃ. ২৯০, হাদীস: ১৫৫৬৮; (ঘ) আত-তাবারানী, *আল-মু‘জামুল আওসাত*, খ. ৭, পৃ. ৭০, হাদীস: ৬৮৭৯; (ঙ) আত-তাবারানী, *আল-মু‘জামুল কবীর*, খ. ৯, পৃ. ৮০, হাদীস: ৮৪৫৮

«لَقَدْ آثَرْتُ أَهْلَ الْكُوْفَةِ بِابْنِ أُمِّ عَبْدٍ عَلَىٰ نَفْسِيْ إِنَّهُ مِنْ أَطْوَلِنَا فُوقًا، كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا».

'আমি আমার বিপরীতে কুফাবাসীর জন্য আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-কে প্রাধান্য দিলাম। নিশ্চয় তিনি আমাদের মাঝে অত্যন্ত মেধাবী, জ্ঞান ভরা ব্যক্তি।'[১]

৪. হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, লোকেরা তাঁর থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করলেন, তখন তিনি উত্তর দিলেন,

«عَلِمَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ».

'তিনি কুরআন ও সুন্নাতের আলিম।'[২]

৫. তাবেয়ী ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ (রহ.) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাস করলেন, আমার বিবির দুধ আমার পেটে চলে গেলে তার কি বিধান? 'তখন তিনি বলেন, সে তোমার ওপর হারাম হয়ে গেছে।' তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) উক্ত ফতওয়ার ওপর বললেন, 'আরও গবেষণা করুন।' আপনি তাঁকে কি ফতওয়ার দিচ্ছেন? হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.)ও বলেন, 'আপনি তার ব্যাপারে কি বলেন?' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, দুধপানে হারামের বিধানের দু'বছরের ভেতরে প্রযোজ্য।' তা শুনে হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.) লোকদেরকে বলেন,

«لَا تَسْأَلُوْنِيْ عَنْ شَيْءٍ، مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ».

'যতদিন পর্যন্ত তোমাদের মাঝে এ মহৎ জ্ঞানী ইবনে মাসউদ বিদ্যমান থাকবে তোমরা আমার থেকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করো না।'[১]

---

[১] (ক) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৯, হাদীস: ৮২৪৫; (গ) আবু ইসহাক আশ-শীরাযী, *তাবাকাতুল ফুকাহা*, খ. ১, পৃ. ২৪

[২] (ক) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৬, পৃ. ৩৮৫, হাদীস: ৩২২৩৮; (খ) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৩৪৬, হাদীস: ২৫৬১; (গ) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, খ. ১, পৃ. ১২৯

৪. হযরত আলী মুরতাযা (রাযি.) কুফাকে রাজধানী বানানো

হযরত ওসমান গনী (রাযি.)-এর শাহাদাতের পর যখন হযরত আলী (রাযি.) ইসলামের চতুর্থ খলীফা নিযুক্ত হলেন তখন তিনি রাজনৈতিক কারণে রাজধানী মদীনা শরীফ থেকে কুফায় স্থানান্তরিত করলেন। তাই তিনি খিলাফতের বিরাট এক যুগ কুফার রাহবা নামক স্থানে অতিবাহিত করেন, যা 'রাহবায়ে আলী' নামে প্রসিদ্ধ।

১. হযরত আলী (রাযি.) কুফাকে রাজাধনী বানানোর ব্যাপারে ইতিহাসবিদ ইবনে সা'দ (রহ.) বলেন,

نَزَلَ الْكُوْفَةَ فِي الرَّحَبَةِ الَّتِيْ يُقَالُ لَـهَا: رَحَبَةُ عَلِيٍّ فِيْ أَخْصَاصٍ كَانَتْ فِيْهَا وَلَـمْ يَنْزِلِ الْقَصْرَ الَّذِيْ كَانَتْ تَنْزِلُهُ الْوُلَاةُ قَبْلَهُ.

'হযরত আলী (রাযি.) কুফার একটি প্রশস্ত স্থানে অবস্থান করতেন যা 'রাহবায়ে আলী' নামে প্রসিদ্ধ এবং তিনি ওই প্রাসাদে অবস্থান করেননি যেখানে ইতঃপূর্বে আমীরগণে অবস্থান করেছিলেন।'[২]

২. এ ঘটনাকে হাফিয ইবনে কসীর (রহ.) এভাবে বলেন,

دَخَلَهَا عَلِيٌّ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ، فَقِيْلَ لَهُ: انْزِلْ بِالْقَصْرِ الْأَبْيَضِ. فَقَالَ: لَا، إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ نُزُولَهُ، فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِذَلِكَ. فَنَزَلَ فِي الرَّحْبَةِ.

'হযরত আলী (রাযি.) সোমবার ৩৬ হিজরী রজবের ১২ তারিখ কুফায় প্রবেশ করেন। তাঁকে বলা হল আপনি পূর্বের আমীরদের প্রাসাদে অবস্থান নিন তখন তিনি বলেন, না! নিশ্চয় ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) সেখানে অবস্থান করাকে পছন্দ করতেন না। তাই আমিও তা অপছন্দ করি। তখন তিনি 'রাহবা' (প্রশস্ত ভূখণ্ডে) অবস্থান নিলেন।'[৩]

---

[১] (ক) মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ২, পৃ. ৬০৭, হাদীস: ১২৬৭; (খ) আবদুর রায্যাক আস-সান'আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৭, পৃ. ৪৬৩, হাদীস: ১৩৮৯৫; (গ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ৭৬১, হাদীস: ১৫৬৬৪; (ঘ) সাঈদ ইবনে মনসুর, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৮২, হাদীস: ৯৮৭

[২] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ১২, হাদীস: ২৬৪৯

[৩] ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৭, পৃ. ২৫৩

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর ছাত্রদের দ্বারা কুফা শহর জ্ঞানের কেন্দ্র হয়

হযরত আলী (রাযি.) কুফায় আগমনের পূর্বে কুফাবাসী অনেক সাহাবায়ে কেরাম বিশেষত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ও তাঁর শিষ্যদের সংস্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়েছেন। কুফার এলাকা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্যদের কারণে ইদ্ভাসিত হয়েছিল। যার প্রমাণ হলো:

১. হযরত আলী (রাযি.) যখন কুফায় তাশরীফ এনেছেন তখন তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্যদের জ্ঞানের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

«أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ سُرُجُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ».

‘হযরত আবদুল্লাহ মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্যগণ কুফা নগরীর চেরাগস্বরূপ।’[১]

২. হযরত আলী মুরতাজা (রাযি.) বলেন,

«رَحِمَ اللهُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، قَدْ مَلَأَ هَذِهِ الْقَرْيَةَ عِلْمًا».

‘আল্লাহু তাআলা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর ওপর রহম করুন, তিনি এ শহরকে জ্ঞান দিয়ে ভর্তি করেছেন।’[২]

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) নিজ শিষ্যদেরকে বলতেন,

«أَنْتُمْ جَلَاءُ قَلْبِيْ».

‘তোমারা আমার অন্তরের খুশিস্বরূপ।’[৩]

৪. তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্যদের ব্যাপারে বলেন,

«أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ سُرُجُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ».

---

[১] (ক) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ১০, হাদীস: ৮২৫২; (খ) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, খ. ৪, পৃ. ১৭০; (গ) আল-ইজলী, *মা'রিফাতুস সিকাত*, খ. ২, পৃ. ৬০

[২] আয-যায়লায়ী, *নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া*, খ. ১, পৃ. ৩০

[৩] আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, খ. ৪, পৃ. ১৭০

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্যগণ এ কুফা শহরের চেরাগ স্বরূপ।'[১]

৫. তাবেয়ী ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আত-তাইমী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্যদের পরিসংখ্যান বর্ণনা করে বলেন,

«كَانَ فِيْنَا سِتُّوْنَ شَيْخًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ».

'আমাদের মাঝ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্যদের ৬০ জন বিদ্যমান ছিল।'[২]

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ইমাম আশ-শা'বী (রহ.) বলেন,

«مَا كُنْتُ أَعْرَفُ فُقَهَاءَ الْكُوْفَةِ إِلَّا أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ».

'আমি কুফার ফকীহদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্যদেরকেই শুধু চিনতাম।'[৩]

৭. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন,

وَلَـمَّا ذَهَبَ إِلَى الْكُوْفَةِ، كَانَ أَهْلُ الْكُوْفَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ قَدْ أَخَذُوا الدِّيْنَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، وَابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَعَمَّارٍ، وَأَبِيْ مُوْسَىٰ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرْسَلَهُ عُمَرُ إِلَى الْكُوْفَةِ.

'যখন হযরত আলী (রাযি.) কুফায় তাশরীফ আনেন তখন দেখলেন তারা ইতঃপূর্ব থেকে হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত হুযাইফা (রাযি.), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাযি.), হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে দীন অর্জন করেছেন, যাঁদেরকে হযরত ওমর (রাযি.) কুফায় পাঠিয়ে ছিলেন।'[৪]

---

[১] (ক) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ১০, হাদীস: ৮২৫৩; (খ) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, খ. ৪, পৃ. ১৭০

[২] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ১০, হাদীস: ৮২৫৬

[৩] আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায = তাবকাতুল হুফ্ফায*, খ. ১, পৃ. ৬৫

[৪] ইবনে তায়মিয়া, *মিনহাজুস সুন্নাহ ফি নুকযি কালামিশ শীআ আল-কদরিয়া*, খ. ৮, পৃ. ৪৯–৫০

৮. আর একস্থানে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) মতামত ব্যক্ত করে বলেন,

فَإِنَّ أَهْلَ الْكُوْفَةِ – الَّتِيْ كَانَتْ دَارَهُ – كَانُوْا قَدْ تَعَلَّمُوا الْإِيْمَانَ، وَالْقُرْآنَ وَتَفْسِيْرَهُ، وَالْفِقْهَ، وَالسُّنَّةَ مِنَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَغَيْرِهِ، قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَلِيٌّ الْكُوْفَةَ.

'কুফা যেটি হযরত আলী (রাযি.)-এর রাজধানী ছিল, নিশ্চয় সেখানকার আধিবাসী ঈমান, কুরআন, তাফসীর ফিকহ ও সুন্নাতের জ্ঞান হযরত আলী (রাযি.) কুফায় আসার পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে শিখেছেন।'[১]

৬. কুফা শহরে দেড় হাজার সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান

হযরত আলী (রাযি.) কুফাকে রাজধানী ঘোষণা করার পর সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয়, যখন তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে নিয়ে কুফায় যোগ দেন। রাজধানী হওয়াতে কুফা একদিক দিয়ে বিচার বিভাগের কেন্দ্রে পরিণত হল, অন্যদিক দিয়ে বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের আগমনের কারণে কুফানগরী হাদীসশাস্ত্রের বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। কুফায় বিদ্যমান সাহাবায়ে কেরামের পরিসংখ্যান নিয়ে ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দিসগণ, তাবেয়ীন ও তবে তাবেয়ীর মতামতের আলোকে আপন আপন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে তার কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হল:

১. তাবেয়ী ইমাম ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আন-নাখয়ী (রহ.) বলেন,

هَبَطَ الْكُوْفَةَ ثَلَاثُمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، وَسَبْعُوْنَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ.

'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে বায়আতুর রিদওয়ান গ্রহণকারী (চৌদ্দশ সাহাবী থেকে) তিনশ ও বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী থেকে সত্তরজন সাহাবী কুফায় বসবাস করেন।'[২]

২. তাবেয়ী হযরত কাতাদা ইবনে দাআমা আল-বাসরী (রহ.) বলেন,

نَزَلَ الْكُوْفَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَلْفٌ وَخَمْسُوْنَ ؛ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ بَدْرِيُّوْنَ.

---

[১] ইবনে তায়মিয়া, *মিনহাজুস সুন্নাহ ফি নুকযি কালামিশ শীআ আল-কদরিয়া*, খ. ৭, পৃ. ৫২৭

[২] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৯, হাদীস: ৮২৪৮

'নবী করীম (সা.)-এর ১ হাজার ৫০ জন সাহাবী কুফায় অবস্থান করেন। যাঁদের মধ্যে ২৪ জন বদরী সাহাবী ছিলেন।'[১]

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহ.) যিনি মুহাম্মদ আল-বাকির নামে প্রসিদ্ধ মুহাম্মদ ইবনে মাতলাব ও যায়দ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালেব থেকে বর্ণিত,

شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ فِيْ حَرْبِهِ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ سَبْعُوْنَ رَجُلًا، وَشَهِدَ مَعَهُ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجْرَةِ سَبْعُمِائَةُ رِجُلٍ، فِيْمَا لَا يُحْصَىٰ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

'হযরত আলী (রাযি.)-এর সাথে যুদ্ধে ৭০জন বদরী সাহাবী ও বায়আতে রিদওয়ান গ্রহণকারী সাহাবী থেকে ২৭ সাহাবী, তা ছাড়া আরও অগণিত সাহাবী ছিলেন।'[২]

৪. ইতিহাসবিদ আহমদ ইবনে আবু ইয়াকুব তাঁর কিতাব *তারিখে ইয়াকুবী*তে সিফফীন যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রাযি.)-এর সেনাবাহিনীতে সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَكَانَ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّيْنَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ سَبْعُوْنَ رَجُلاً، وَمِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ سَبْعُ مِائَةُ رَجُلٍ، وَمِنْ سَائِرِ الْـمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ أَرْبَعُ مِائَةُ رَجُلٍ.

'সিফফীন যুদ্ধে হযরত আলী (রাযি.)-এর সাথে ৭০জন বদরী সাহাবী ও বায়আতে রিদওয়ান অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম থেকে ৭০০ সাহাবী এবং মুহাজির-আনসার থেকে ৪০০ সাহাবী অংশগ্রহণ করেন।'[৩]

এসব সাহাবায়ে কেরাম হযরত আলী (রাযি.)-এর সাথে কুফায় বসবাস করার পর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

৫. ইমাম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইজুলী (রহ.) বলেন,

---

[১] আস-সাখাওয়ী, ***ফতহুল মুগীস বিশরহি আলফিয়াতিল হাদীস***, খ. ৪, পৃ. ১১১

[২] ইবনুল আদীম, ***বাগিয়াতুত তালাব ফী তারীখি হালাব***, খ. ১, পৃ. ৩১২

[৩] আল-ইয়াকুবী, ***তারীখুল ইয়াকুবী***, খ. ২, পৃ. ১৮৮

نَزَلَ الْكُوفَةَ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَنَزَلَ قِرْقِيسًا سِتُّ مِائَةٍ.

'কুফায় ১ হাজার ৫০০ ও কারকিসাই ৬০০ সাহাবায়ে কেরাম অবস্থান করেছিলেন।'[১]

ইমামগণের এসব উক্তি দ্বারা বোঝা যায় সত্তর বদরী সাহাবী, ৭০০ বায়আতে রিদওয়ানের সাহাবীসহ মুহাজির ও আনসার থেকে প্রায় দেড় হাজার সাহাবী কুফায় বসবাস করেছিলেন।

৭. কুফায় অবস্থানকারী সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র নামের তালিকা প্রসঙ্গে ইমামগণের গবেষণা

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ তাবেয়ীদের সহযোগিতায় কুফায় অবস্থানকারী সাহাবীদের নাম ও অবস্থা নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

১. **ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.)-এর বিশ্লেষণ:** ইতিহাসবিদ ইবনে সা'দ (রহ.) কুফায় বসবাসকারী ১৩৫ সাহাবায়ে কেরামের নাম তুলে ধরেন:

১. হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাযি.),
২. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.),
৩. হযরত সা'ঈদ ইবনে যায়দ (রাযি.),
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.),
৫. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.),
৬. হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রাযি.),
৭. হযরত সাহল ইবনে হানীফ (রাযি.),
৮. হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযি.),
৯. হযরত আবু মাসউদ ওকবা ইবনে আমর আল-আনসারী (রাযি.),
১০. হযরত আবু কাতাদা ইবনে রিবয়ী আল-আনসারী (রাযি.),
১১. হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.),
১২. হযরত সালমান আল-ফারসী (রাযি.),
১৩. হযরত বারাহ ইবনে আযিব (রাযি.),
১৪. হযরত হারিস ইবনে যিয়াদ আনসারী (রাযি.),
১৫. হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাযি.),
১৬. হযরত নু'মান ইবনে আমর ইবনে মুকার্‌রিন (রাযি.),

---

[১] (ক) ইবনুল হুমাম, *ফতহুল কদীর শরহুল হিদায়া*, খ. ১, পৃ. ১০৪; (খ) ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়িক শরহু কানযিদ দাকায়িক*, খ. ১, পৃ. ১২৬; (গ) আল-ইজলী, *মা'রিফাতুস সিকাত*, খ. ২, পৃ. ৪৪৮

১৭. হযরত মা'কল ইবনে মুকার্‌রিন (রাযি.),
১৮. হযরত সিনান ইবনে মুকাররিন (রাযি.),
১৯. হযরত সুয়াইদ ইবনে মুকার্‌রিন (রাযি.),
২০. হযরত আবদুর রহমান ইবনে মুকার্‌রিন (রাযি.),
২১. হযরত আকীল ইবনে মুকার্‌রিন (রাযি.),
২২. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আকীল (রাযি.),
২৩. হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযি.),
২৪. হযরত খালিদ ইবনে উরফুতা (রাযি.),
২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.),
২৬. হযরত আদী ইবনে হাতিম আত-তায়ী (রাযি.),
২৭. হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
২৮. হযরত আশআস ইবনে কায়স (রাযি.),
২৯. হযরত সা'দ ইবনে হুরাইস (রাযি.),
৩০. হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রাযি.),
৩১. হযরত সামুরা ইবনে জুনাদা (রাযি.),
৩২. হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাযি.),
৩৩. হযরত হুযাইফা ইবনে আসীদ (রাযি.),
৩৪. হযরত ওলীদ ইবনে উকবা ইবনে আবু মুয়ীত (রাযি.),
৩৫. হযরত আমর ইবনুল হামীক (রাযি.),
৩৬. হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রাযি.),
৩৭. হযরত হানী ইবনে আউস আসলামী (রাযি.),
৩৮. হযরত হারিসা ইবনে ওয়াহাব (রাযি.),
৩৯. হযরত ওয়ায়িল ইবনে হাজর (রাযি.),
৪০. হযরত সফওয়ান ইবনে আস্‌সাল (রাযি.),
৪১. হযরত ওসামা ইবনে শরীক (রাযি.),
৪২. হযরত মালিক ইবনে আউফ (রাযি.),
৪৩. হযরত আমির ইবনে শাহর (রাযি.),
৪৪. হযরত নুবাইত ইবনে শরীত (রাযি.),
৪৫. হযরত সালমা ইবনে ইয়াযীদ (রাযি.),
৪৬. হযরত সাখর ইবনে আয়লা (রাযি.),
৪৭. হযরত উরওয়া ইবনে মুদার্‌রিস (রাযি.),
৪৮. হযরত হুলাব ইবনে ইয়াযীদ (রাযি.),
৪৯. হযরত আবু মাজযা যাহির ইবনে যাহির (রাযি.),

৫০. হযরত নাফি’ ইবনে উতবা (রাযি.),
৫১. হযরত লবীদ ইবনে রবী’আ (রাযি.),
৫২. হযরত হাব্বাহ ইবনে খালিদ আল-আসাদী (রাযি.),
৫৩. হযরত সওয়া ইবনে খালিদ (রাযি.),
৫৪. হযরত সালমা ইবনে কায়স (রাযি.),
৫৫. হযরত সা’লাবা ইবনে হাকাম (রাযি.),
৫৬. হযরত উরওয়া ইবনে আবুল জা’দ (রাযি.),
৫৭. হযরত সামুরা ইবনে জুনদাব (রাযি.),
৫৮. হযরত জুনদাব ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
৫৯. হযরত মিখনাফ ইবনে সুলাইম (রাযি.),
৬০. হযরত হারিস ইবনে হাসসান (রাযি.),
৬১. হযরত জাবির ইবনে আবু তারিক (রাযি.),
৬২. হযরত মা’আন ইবনে ইয়াযীদ (রাযি.),
৬৩. হযরত তারিক ইবনে আশীম (রাযি.),
৬৪. হযরত মালিক ইবনে রবী’আ (রাযি.),
৬৫. হযরত হুবাশী ইবনে জুনাদা (রাযি.),
৬৬. হযরত দুকাইন ইবনে সায়ীদ (রাযি.),
৬৭. হযরত হুরাইম ইবনে আহরাম (রাযি.),
৬৮. হযরত যিরার ইবনে আযওয়ার (রাযি.),
৬৯. হযরত ফুরাত ইবনে হাইয়ান (রাযি.),
৭০. হযরত উমারা ইবনে রুয়াইবা আস-সাকাফী (রাযি.),
৭১. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু আকীল (রাযি.),
৭২. হযরত উতবা ইবনে ফরকদ (রাযি.),
৭৩. হযরত উবাইদ ইবনে খালিদ সালম (রাযি.),
৭৪. হযরত ইবনে আবু শায়খ মুহারবী (রাযি.),
৭৫. হযরত সালেম ইবনে উবাইদ (রাযি.),
৭৬. হযরত সালামা ইবনে নু’আইম আশ-আশজায়ী (রাযি.),
৭৭. হযরত শাকাল ইবনে হুমাইদ আল-আবাসী (রাযি.),
৭৮. হযরত আসওয়াদ ইবনে সা’লাবাহ(রাযি.),
৭৯. হযরত রশীদ ইবনে মালিক আস-সা’দী (রাযি.),
৮০. হযরত ফুজাই’ ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
৮১. হযরত আত্তাব ইবনে শুমাইর (রাযি.),
৮২. হযরত যুলজাওশন আয-যিবাবী (রাযি.),

৮৩. হযরত গালেব ইবনে আবজার (রাযি.),
৮৪. হযরত আমির ইবনে আমির (রাযি.),
৮৫. হযরত আগর আল-মুযানী (রাযি.),
৮৬. হযরত হানী ইবনে ইয়াযীদ ইবনে নাহীক (রাযি.),
৮৭. হযরত ইয়াযীদ ইবনে মালিক (রাযি.),
৮৮. হযরত মিসওয়ার ইবনে ইয়াযীদ (রাযি.),
৮৯. হযরত বশীর ইবনুল খসাসিয়া (রাযি.),
৯০. হযরত নুমাইর আল-খাযায়ী (রাযি.),
৯১. হযরত আবু রিমসা হাবীব ইবনে হাইয়ান (রাযি.),
৯২. হযরত আবু উমাইয়া আল-ফাযারী (রাযি.),
৯৩. হযরত খুযাইমা ইবনে সাবিত (রাযি.),
৯৪. হযরত মুজাম্মা ইবনে জারিয়া (রাযি.),
৯৫. হযরত সাবিত ইবনে ওয়াদীআ (রাযি.),
৯৬. হযরত সা'দ ইবনে বুজাইর (রাযি.),
৯৭. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাযি.),
৯৮. হযরত আবু লায়লা বিলাল ইবনে বুলাইল (রাযি.),
৯৯. হযরত আমর ইবনে বুলাইল (রাযি.),
১০০. হযরত শায়বান আল-আনসারী (রাযি.),
১০১. হযরত হানজালা ইবনে রবী (রাযি.),
১০২. হযরত মা'কল ইবনে সিনান (রাযি.),
১০৩. হযরত আদী ইবনে উমাইরা (রাযি.),
১০৪. হযরত মিরদাস ইবনে মালিক আল-আসলামী (রাযি.),
১০৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে হাসানা (রাযি.),
১০৬. হযরত আবু মুগীরা আবদুল্লাহ (রাযি.),
১০৭. হযরত আবু শাহম (রাযি.),
১০৮. হযরত আবুল খাত্তাব (রাযি.),
১০৯. হযরত হারীয বা আবু হারীয (রাযি.),
১১০. হযরত রসীম (রাযি.),
১১১. হযরত ইবনে সাইলান (রাযি.),
১১২. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দুধের উটনীর পাহারাদার আবু তাইয়িবা (রাযি.),
১১৩. নবী করীম (সা.)-এর মেষ পালক আবু সালমা (রাযি.),

১১৪. হযরত হারব ইবনে হিলাল আস-সাকাফীর নানা বনী তাগলিবের এক ব্যক্তি (রাযি.),
১১৫. হযরত তালহা ইবনে মুসার্‌রিফের দাদা (রাযি.),
১১৬. হযরত আবু মুরাহ্‌হাব (রাযি.),
১১৭. হযরত কায়স ইবনে হারিস আল-আসাদী (রাযি.),
১১৮. হযরত ফলতান ইবনে আসিম (রাযি.),
১১৯. হযরত আমর ইবনে আসিম (রাযি.),
১২০. হযরত নুকাদা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আল-আসাদী (রাযি.),
১২১. হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাযি.),
১২২. হযরত মুহাম্মদ ইবনে সফওয়ান (রাযি.),
১২৩. হযরত মুহাম্মদ ইবনুস সাইফী (রাযি.),
১২৪. হযরত ওহাব ইবনে খানবিশ (রাযি.),
১২৫. হযরত মালিক ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
১২৬. হযরত কায়স ইবনে আয়িয (রাযি.),
১২৭. হযরত আমর ইবনে খারিজা (রাযি.),
১২৮. হযরত সুনাবিহ ইবনুল আসর (রাযি.),
১২৯. হযরত মালিক ইবনে আমির (রাযি.),
১৩০. হযরত আবু জুহাইফা ওয়াহাব ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
১৩১. হযরত তারেক ইবনে যিয়াদ (রাযি.),
১৩২. হযরত আবু তুফাইল 'আমির ইবনে ওয়াসিলা কেনানী (রাযি.),
১৩৩. হযরত আল জুহদিমা (রাযি.),
১৩৪. হযরত ইয়াযীদ ইবনে না'আমা আয-যব্বী (রাযি.),
১৩৫. হযরত আবু খাল্লাদ (রাযি.)।[১]

২. **খলিফা ইবনে খাইয়াত (রহ.)-এর গবেষণা:** ইতিহাসবিদ খলীফা ইবনে খাইয়াত (রহ.) তাঁর *তাবাকাতে* কুফায় অবস্থানকারী ১৫৬ জন সাহাবীর নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.)-এর উল্লিখিত গবেষণা মতে ১৩৫ জন সাহাবায়ে কেরামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট নাম নিম্নরূপ:

১. হযরত আকীল ইবনে আবু তালিব (রাযি.),
২. হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযি.),
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালিব (রাযি.),

---

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ১২–৬৫

৫. হযরত আবু হাশেম ইবনে উতবা (রাযি.),
৬. হযরত নাফে' ইবনে উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.),
৭. আখনাসের মাওলা হযরত সাবিত (রাযি.),
৮. হযরত হাশেম ইবনে উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.),
৯. হযরত সায়ীদ ইবনে যায়দ (রাযি.),
১০. হযরত যাহ্হাক ইবনে কায়স (রাযি.),
১১. হযরত শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (রাযি.),
১২. হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.),
১৩. হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামর (রাযি.),
১৪. হযরত ওয়াবেসা ইবনে মা'বদ (রাযি.),
১৫. হযরত হারিস ইবনে কায়স (রাযি.),
১৬. হযরত আমর ইবনে হারিসা আল-আসাদী (রাযি.),
১৭. হযরত আয়াস ইবনে আবদ (রাযি.),
১৮. হযরত শু'বা ইবনে তাওয়াম (রাযি.),
১৯. হযরত কাদীর ইবনে আন-নয়ারযব্বী (রাযি.),
২০. হযরত হানযালা ইবনুর রবী' (রাযি.),
২১. হযরত রিয়াহ ইবনুর রবী (রাযি.),
২২. হযরত আসওয়াদ ইবনে সালাবা ইয়ারবুয়ী (রাযি.),
২৩. হযরত নু'আইম ইবনে মাসউদ (রাযি.),
২৪. হযরত শরীদ ইবনে আনাস (রাযি.),
২৫. হযরত আবুল জারাহ (রাযি.),
২৬. হযরত নওফাল আবু আবদুর রহমান ইবনে নওফাল (রাযি.),
২৭. হযরত 'আরফাজা ইবনে শুরায়হ আল-আশজায়ী (রাযি.),
২৮. হযরত কুতবা ইবনে মালিক (রাযি.),
২৯. হযরত তারেক ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
৩০. হযরত আবদুহু ইবনে খালিদ (রাযি.),
৩১. হযরত উতবা ইবনে ইয়ারবু (রাযি.),
৩২. হযরত মাতার ইবনে উকামিস (রাযি.),
৩৩. হযরত ইয়া'লা ইবনে সিয়াবা (রাযি.),
৩৪. হযরত ইয়া'লা ইবনে মুররা (রাযি.),
৩৫. হযরত মালিক ইবনে নাহলা (রাযি.),
৩৬. হযরত সামুরা ইবনে আমর (রাযি.),
৩৭. হযরত হাব্বা ইবনে খালিদ (রাযি.),

৩৮. হযরত ইয়াযীদ ইবনে কানাফা (রাযি.),
৩৯. হযরত রাফি' ইবনে আবু রাফি' (রাযি.),
৪০. হযরত আফিফ ইবনে কায়স (রাযি.),
৪১. হযরত আবদুর রহমান ইবনে কায়স (রাযি.),
৪২. হযরত তারিক ইবনে সুওয়াইদ (রাযি.),
৪৩. হযরত আবু মুসা সালিহ ইবনুল হাকাম (রাযি.),
৪৪. হযরত ফরওয়া ইবনে মুসাইক (রাযি.),
৪৫. হযরত ইয়াযীদ ইবনে শাজরাহ (রাযি.),
৪৬. হযরত আমর ইবনে কা'ব (রাযি.),
৪৭. হযরত ইয়াসার ইবনে বিলাল (রাযি.),
৪৮. ও ৪৯. হযরত হানীফ ইবনে ওয়াহব (রাযি.)-এর সন্তান হযরত সাহল (রাযি.) ও হযরত ওসমান (রাযি.),
৫০. হযরত কুরযা ইবনে কা'ব (রাযি.),
৫১. হযরত সাবিত ইবনে যায়দ (রাযি.),
৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাযি.),
৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত (রাযি.),
৫৪. হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা (রাযি.),
৫৫. হযরত হারিস ইবনে যিয়াদ আল-আনসারী (রাযি.),
৫৬. হযরত আমর ইবনে হারিস (রাযি.),
৫৭. হযরত বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা (রাযি.),
৫৮. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আল-আবযী (রাযি.),
৫৯. হযরত যায়দ ইবনে আবু আওফা (রাযি.),
৬০. হযরত আবু মা'তব ইবনে আমর আল-আসলামী (রাযি.),
৬১. হযরত আহবান ইবনে আওস (রাযি.),
৬২. হযরত আবু যায়নাব যুহাইর ইবনে আউফ (রাযি.),
৬৩. হযরত হাজান ইবনুল মুরাক্কা' (রাযি.),
৬৪. হযরত তুফাইল ইবনে হারিস (রাযি.),
৬৫. হযরত তারেক ইবনে শেহাব (রাযি.),
৬৬. হযরত আওফ ইবনে আবদুল হারিস (রাযি.),
৬৭. হযরত শিহাব ইবনুল মাজনুন (রাযি.),
৬৮. হযরত আবু মা'বদ আবদুল্লাহ ইবনে আকীম (রাযি.),
৬৯. হযরত উযাইনা ইবনে উযাইনা (রাযি.),
৭০. হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি.),
৭১. হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.),

৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযি.),
৭৩. হযরত কায়স ইবনে সা'দ (রাযি.),
৭৪. হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রাযি.),
৭৫. হযরত বুসার ইবনে আবু আরতাত (রাযি.),
৭৬. হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.),
৭৭. হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ আস-সাওয়াদ (রাযি.),
৭৮. হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রাযি.),
৭৯. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) ও
৮০. হযরত আবু বকরা (রাযি.)।[১]

উভয় গবেষণা একত্রিত করলে ২১৫জন সাহাবায়ে কেরামের নাম পাওয়া যায়। যাঁরা কুফা নগরীতে জ্ঞান-বিস্তারে অবদান রাখেন।

ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম (রহ.)-এর অনুসন্ধান

নবী করীম (সা.)-এর ইন্তেকালের পরে সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দল ইসলাম প্রচারের স্পৃহা নিয়ে মদীনা শরীফ ত্যাগ করে অন্যান্য শহরে হিজরত করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস *আল-মুসতাদরাক*-প্রণেতা নিজ তথ্য অনুসন্ধান মতে অন্যান্য শহরে বসবাসকারী সাহাবায়ে কেরামের নামের তালিকা প্রস্তুত করেন। সেখানে তিনি কুফায় বসবাসকারী ৪৭জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম (রহ.) কুফায় অবস্থানকারী সাহাবীদের নামের তালিকা উল্লেখ করে লিখেন,

هَؤُلَاءِ أَكْثَرُهُمْ بِالْكُوْفَةِ دُفِنُوْا.

'তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ কুফায় দাফন হন।'[২]

আর ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম (রহ.) কুফা ছাড়াও অন্যান্য শহরে বসবাসকারী সাহাবায়ে কেরামের যে তালিকা প্রস্তুত করেন তা নিম্নরূপ:

১. মক্কা শরীফে ২৬ জন সাহাবী অবস্থান করেছিলেন।
২. বসরায় ৩৬ জন সাহাবায়ে কেরাম অবস্থান করেছিলেন।
৩. মিসরে ১৭ জন সাহাবায়ে কেরাম অবস্থা করেছিলেন।
৪. সিরিয়ায় ৩ জন সাহাবায়ে কেরাম অবস্থা করেছিলেন।
৫. জযীরায় ৩ জন সাহাবায়ে কেরাম অবস্থা করেছিলেন।
৬. খোরাসানে ৫ জন সাহাবায়ে কেরাম অবস্থা করেছিলেন।

---

[১] খলীফা ইবনে খাইয়াত, *আত-তাবাকাত*, খ. ১, পৃ. ১২৬–১৪০
[২] আল-হাকিম, *মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৯০

তিনি বাগদাদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

فَأَمَّا مَدِيْنَةُ السَّلَامِ، فَإِنِّيْ لَا أَعْلَمُ صَحَابِيًّا تُوُفِّيَ بِهَا إِلَّا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ التَّابِعِيْنَ، وَأَتْبَاعِ التَّابِعِيْنَ نَزَلُوْهَا، وَمَاتُوْا بِهَا.

'বাগদাদ সম্পর্কে আমি জানি না সেখানে কোনো সাহাবী ইন্তেকাল করেছিলেন কিনা কিন্তু তাবেয়ী ও তবে তাবেয়ীদের একটি বিরাট দল সেখানে এসে বসবাস করেন এবং সেখানে ইন্তেকাল করেন।'[১]

উল্লিখিত আলোচনায় ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম (রহ.)-এর তথ্য অনুসন্ধান মতে একথা প্রমাণ হয় যে, সাহাবীয়ে কেরামের গণনা হিসাবে কুফা বিশেষ অবস্থানে রয়েছে এবং তা জ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। তাই হাদীসশাস্ত্র, হাদীসতত্ত্ব, আরবী ব্যাকরণ, তাফসীর, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সহযোগী জ্ঞান তথা সরফ, নাহু, বালগত মোটকথা সকল ইসলামী জ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল।

কুফা মহানবী (সা.)-এর সকল হাদীসের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) পারস্যবাসীর এক বা একাধিক ব্যক্তির কথা বলেছেন, 'দীন যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ তারকায়ও পৌঁছে যায় তখনও তারা সেখান থেকে ঈমান বা দীন বা জ্ঞানকে আহরণ করে নেবে।' পারস্যের সে টুকরো শুধু সাহাবায়ে কেরামের জ্ঞানের কেন্দ্রে সাব্যস্ত হয়নি, বরং তা নবী করীম (সা.)-এর কথার সত্যতার বাস্তব ব্যাখ্যায় পরিণত হয়েছে।

৮. কুফা শহর হাদীসশাস্ত্রের বড় কেন্দ্র ছিল

উপরের আলোচনা মতে কুফায় বিদ্যমান হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরামের অবস্থানের কারণে সে শহর শুধু ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠশালা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেনি, বরং হাদীসশাস্ত্র ও হাদীসতত্ত্বের খনি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সাহাবায়ে কেরামের অবস্থানের কারণে কুফায় হাদীসশাস্ত্রের অনেক ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে। তাই স্বভাবগতভাবে পৃথিবীর আনাচ-কানাচ থেকে জ্ঞানপিপাসুরা কুফায় উড়ে এসেছে। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কুফার বাইরে যেত তখন অন্যস্থানে বিদ্যমান সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে ধিক্কার দিত এবং তাঁকে কুফার জ্ঞানের অবস্থানের কথা অবহিত করতেন। নিম্নে এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হল:

---

[১] আল-হাকিম, *মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৯০–১৯৪

১. ইমাম ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আন-নাখয়ী (রহ.) বলেন,

ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، قَالَ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا، فَجَلَسَ إِلَىٰ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ، قَالَ: أَلَيْسَ فِيْكُمْ، أَوْ مِنْكُمْ، صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِيْ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، يَعْنِيْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: أَلَيْسَ فِيْكُمْ، أَوْ مِنْكُمْ، الَّذِيْ أَجَارَهُ اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ، يَعْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي عَمَّارًا، قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: أَلَيْسَ فِيْكُمْ، أَوْ مِنْكُمْ، صَاحِبُ السِّوَاكِ، وَالوِسَادِ، أَوِ السِّرَارِ؟ قَالَ: بَلَىٰ.

‘হযরত আলকামা ইবনে কায়স (রহ.) কুফা থেকে সিরিয়া গেলেন, তখন সেখানকার জামে মসজিদে প্রবেশের পর তিনি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, আমাকে কোনো নেককার ব্যক্তির সংস্পর্শের সন্ধান দিন। তখন হযরত আবুদ দারদা (রাযি.)-এর বন্ধুত্ব লাভ হল। হযরত আবুদ দারদা (রাযি.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় থেকে এসেছেন? তখন তিনি উত্তর দিলেন, আমি বললাম, আমি কুফা থেকে এসেছি। হযরত আবু দারদা (রাযি.) বলেন, তোমাদের মাঝে কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রহস্যবেক্তা নেই, যে রহস্য তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না অর্থাৎ হুযাইফা। আমি বললাম, কেন থাকবেন না! তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কি ওই ব্যক্তি নেই যাঁকে মহান আল্লাহ নবী করীম (সা.)-এর ভাষা দ্বারা শয়তান থেকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আম্মার। আমি বললাম, কেন থাকবে না! তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিসওয়াক বহনকারী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) নেই? আমি বললাম, হ্যাঁ আছেন।’[১]

হযরত আবুদ দারদা (রাযি.) তাবেয়ী হযরত আলকামা ইবনে কায়স (রহ.) থেকে উপর্যুক্ত সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার

---

[১] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, ***আল-মুসনদ***, খ. ৪৫, পৃ. ৫২৫, হাদীস: ২৭৫৩৮; (খ) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৫, পৃ. ২৫, হাদীস: ৩৭৪৩ ও পৃ. ২৮, হাদীস: ৩৭৬১; (গ) আল-হাকিম, ***আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন***, খ. ৩, পৃ. ৩৫৭, হাদীস: ৫৩৮৩

উদ্দেশ্য এটিই ছিল যে, সেখানে এত বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হাদীসশাস্ত্রের জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করার প্রয়োজন কি?

২. তাবেয়ী হযরত খাইসামা ইবনে আবু সাররা (রহ.) বর্ণনা করেন,

أَتَيْتُ الْـمَدِيْنَةَ فَسَأَلْتُ اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِيْ جَلِيْسًا صَالِـحًا، فَيَسَّرَ لِيْ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّيْ سَأَلْتُ اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِيْ جَلِيْسًا صَالِـحًا فَوُفِّقْتَ لِيْ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ، جِئْتُ أَلْتَمِسُ الْـخَيْرَ وَأَطْلُبُهُ فَقَالَ: «أَلَيْسَ فِيْكُمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ مُجَابُ الدَّعْوَةِ، وَابْنُ مَسْعُوْدٍ صَاحِبُ طَهُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَنَعْلَيْهِ، وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَعَمَّارٌ الَّذِيْ أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ، وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكِتَابَيْنِ؟».

قَالَ قَتَادَةُ، وَالْكِتَابَانِ الْإِنْجِيْلُ وَالْقُرْآنُ.

‘আমি এক সময় মদীনা শরীফে উপস্থিত হলাম। মহান আল্লাহর কাছে এ বলে দোয়া করলাম, আমাকে কোনো ভালো ব্যক্তির সন্ধান দিন। তখন মহান আল্লাহ আমাকে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ দিলেন। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম, আমাকে কোনো নেককার ব্যক্তির সংস্পর্শের সুযোগ দিন। তখন তিনি আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করলেন। তখনি তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোত্থেকে আসলেন, আপনার দেশ কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন, আমি বললাম, আমি কুফা থেকে জ্ঞান ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, সেখানে কি সা’দ ইবনে মালিক (সা’দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস) নেই, যাঁদের দোয়া কবুল হয়? সেখানে কি নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র সরঞ্জাম ও জুতাবহনকারী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নেই? সেখানে কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রহস্য বহনকারী হুযাইফা নেই? সেখানে কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী করীম (সা.)-এর ভাষায় শয়তান থেকে সংরক্ষিত আম্মার ইবনে

ইয়াসির নেই? সেখানে কি দু'কিতাব বহনকারী সালমান আল-ফারসী নেই?

হযরত কাতাদা বলেন, দু'কিতাব থেকে উদ্দেশ্য ইনজীল ও কুরআন।'[১]

৩. *সুনানে তিরমিযী* ব্যতীত সকল হাদীসে উপর্যুক্ত তাবেয়ীর ভাষা এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

جِئْتُ أَلْتَمِسُ الْعِلْمَ وَالْخَيْرَ.

'আমি কুফা থেকে জ্ঞান ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি।'[২]

ইমাম আবু নুআইম আল-আসবাহানী (রহ.) নিজ সনদে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর ভাষা এভাবে বর্ণনা করেন, যা তিনি সে তাবেয়ীর জবাবে বলেছিলেন,

«تَسْأَلُنِي وَفِيْكُمْ عُلَمَاءُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَابْنُ عَمِّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ، وَفِيْكُمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ ..».

'তুমি আমার থেকে জিজ্ঞেস করছ, অথচ তোমাদের মধ্যে নবী করীম (সা.)-এর বিদগ্ধ সাহাবী বিদ্যমান। তাঁর চাচার সন্তান আলী ইবনে আবু তালেব আছেন এবং তোমাদের মাঝে সা'দ ইবনে মালিক বা সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস আছেন।'[৩]

উপরের বর্ণনায় সকল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) প্রশ্নকারীকে কোনো হাদীস গ্রহণ করার পরিবর্তে প্রখ্যাত সাহাবায়ে কেরাম তথা হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাযি.), হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযি.) ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.) প্রমুখের মতো সাহাবী হারামাইন শরীফ ত্যাগ করে কুফায় অবস্থান নেওয়ার কথা ব্যক্ত করেন। তাই এসব ব্যক্তি কুফায় বিদ্যমান থাকা অবস্থায় অন্য কোথাও জ্ঞান তালাশের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষ্প্রয়োজন।

---

[১] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৬৭৪, হাদীস: ৩৮১১; (খ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ৩, পৃ. ৪৪৩, হাদীস: ৫৬৭৯; (গ) আল-বায়হাকী, *আল-মদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা*, পৃ. ১৪৩, হাদীস: ১০৪

[২] আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ৩, পৃ. ৪৪৩, হাদীস: ৫৬৭৯

[৩] আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, খ. ৪, পৃ. ১২০

৪. তাবেয়ী হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন আল-বাসরী (রহ.) কুফায় বিদ্যমান হাদীস আহরণকারী ও সেখানকার ফকীহদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

«أَتَيْتُ الْكُوْفَةَ فَرَأَيْتُ فِيْهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ يَطْلُبُوْنَ الْـحَدِيْثَ، وَأَرْبَعَ مِائَةٍ قَدْ فَقِهُوْا».

'আমি কুফায় এসে দেখলাম ৪ হাজার ছাত্র হাদীসের জ্ঞান আহরণ করছে ও ৪০০জনের মতো ফকীহ জন্ম নিয়েছে।'[১]

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, কুফায় হাজার হাজার মুহাদ্দিস ও ফকীহ বিদ্যমান ছিল এবং সাহাবায়ে কেরাম মানুষদেরকে কুফায় গিয়ে জ্ঞান আহরণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করার কারণও স্পষ্ট হয়ে যায়। ৪ হাজার মুহাদ্দিস ও ৪০০ ফকীহগণের পরিসংখ্যান দ্বারা বোঝা যায়, হাদীসশাস্ত্র অর্জনকারী অনেক ব্যক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার জোরে কুরআন-হাদীস থেকে সমস্যা সমাধানদাতা ফকীহ খুবই নগণ্য। কেননা হাদীসের মর্ম অনুধাবন (فِقْهُ الْـحَدِيْثِ), হাদীস বর্ণনা করা (رِوَايَةُ الْـحَدِيْثِ) থেকে অনেক কঠিন কাজ।

৫. ইমাম আফ্ফান ইবনে মুসলিম আল-বাসরী (রহ.) কুফার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

«فَقَدِمْنَا الْكُوْفَةَ، فَأَقَمْنَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَكْتُبَ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيْثٍ لَكَتَبْنَا بِهَا، فَمَا كَتَبْنَا إِلَّا قَدْرَ خَمْسِيْنَ أَلْفِ حَدِيْثٍ».

'আমরা কুফায় পৌঁছে ৪ মাস অবস্থান করেছি, সে সময় যদি আমরা ১ লাখ হাদীস লেখার ইচ্ছা করতাম লিখতে পারতাম, কিন্তু আমরা শুধু ৫০ হাজার হাদীস লিখেছি।'[২]

৬. ইমাম আবু দাউদ ইবনে আশআস আস-সিজিসতানী (রহ.)-এর পুত্র শায়খ আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন,

---

[১] (ক) আর-রামাহুরমুযী, *আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল*, পৃ. ৫৬০; (খ) আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১২, পৃ. ৪৩৯; (গ) আস-সুয়ুতী, *তাবাকাতুল হুফ্ফায*, খ. ২৭, পৃ. ৪১, ক্রমিক: ৪২; (ঘ) আস-সুয়ুতী, *তাদরীবুর রাওয়ী ফী শরহি তাকরীবিন নাওয়াবী*, খ. ২, পৃ. ৯৩৭

[২] (ক) আর-রামাহুরমুযী, *আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল*, পৃ. ৫৫৯; (খ) আল-খতীবুল বগদাদী, *আল-জামি' লি-আখলাকির রাওয়ী ওয়া আদাবিস সামি'*, খ. ২, পৃ. ২৪৪, হাদীস: ১৭৪০; (গ) আয-যায়লায়ী, *নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া*, খ. ১, পৃ. ৩৫

دَخَلْتُ الْكُوْفَةَ وَأَكْتُبُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْأَشْجِّ أَلْفَ حَدِيْثٍ، فَلَمَّا كَانَ الشَّهْرُ حَصَلَ مَعِيْ ثَلَاثِيْنَ أَلْفَ حَدِيْثٍ.

'আমি কুফায় প্রবেশ করলাম তখন আমি ইমাম আবু সায়ীদ আল-আশাজ (রহ.) থেকে প্রতিদিন এক হাজার হাদীস লিখতাম। এভাবে আমি একমাস পর্যন্ত ৩০ হাজার হাদীস সংগ্রহ করলাম।'[১]

প্রত্যেক মুহাদ্দিস এভাবে নিজ সাধ্যমতে সে সাগর থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। ইমাম আফ্‌ফান (রহ.) সে জ্ঞানের সাগর থেকে চারমাসে পঞ্চাশ হাজার হাদীস আহরণ করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-তনয় ইমাম আবদুল্লাহ (রহ.) সেখানে শুধু একমাস অবস্থান করেন এবং তিনি সেখানে ৩০ হাজার হাদীস লিখেছেন। তাঁকে যদি চার মাসের সাথে গুণ দেওয়া হয় তখন এক লাখ ২০ হাজার হাদীস হয়। অর্থাৎ চার মাসে এক লাখ ২০ হাজার হাদীস লিখতে পারতেন। এ থেকে কুফানগরীর হাদীসশাস্ত্রের জ্ঞানের গভীরতা অনুভব করা যায়।

৭. *মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল*-প্রণেতার পুত্র ইমাম আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন,

سَأَلْتُ أَبِيْ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّنْ طَلَبَ الْعِلْمَ تَرَىٰ لَهُ أَنْ يَلْزَمَ رَجُلًا عِنْدَهُ عِلْمٌ، فَيَكْتُبُ عَنْهُ أَوْ تَرَى أَنْ يَرْحَلَ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِيْ فِيْهَا الْعِلْمُ فَيَسْمَعُ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يَرْحَلُ يَكْتُبُ عَنِ الْكُوفِيِّيْنَ وَالْبَصْرِيِّيْنَ، وَأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَكَّةَ».

'আমি আমার পিতা থেকে জিজ্ঞেস করেছি, আপনার জানামতে কার কাছে হাদীসের জন্য শরণাপন্ন হওয়া যায় বা কোন স্থানে গিয়ে হাদীস শিখা যায়? তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, সফর করে কুফা, বসরা, মক্কা ও মদীনাবাসী থেকে হাদীস লিখা চায়।'[২]

---

[১] (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ৯, পৃ. ৪৭৩; (খ) ইবনুল কায়সারানী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, খ. ২, পৃ. ৭৬৮; (গ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১৩, পৃ. ২২৩; (ঘ) আস-সুয়ুতী, *তাবাকাতুল হুফ্‌ফায*, খ. ১, পৃ. ৩২৫

[২] (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *আর-রিহলাতু ফী তালাবিল হাদীস*, খ. ১, পৃ. ৮৮, হাদীস: ১২; (খ) আল-খতীবুল বগদাদী, *আল-জামি' লি-আখলাকির রাওয়ী ওয়া আদাবিস সামি'*, খ. ২, পৃ. ২২৪, হাদীস: ১৬৮৩; (গ) আস-সুয়ুতী, *তাদরীবুর রাওয়ী ফী শরহি তাকরীবিন নাওয়াবী*, খ. ২, পৃ. ৫৮৭

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর উক্তি দ্বারা হাদীসশাস্ত্রে কুফা নগরের নেতৃত্ব ও প্রাধান্য বোঝা যায়। তিনি হাদীসশাস্ত্রের অন্যান্য কেন্দ্র হারামাইন শরীফাইন ও বাসরার পূর্বে কুফার নাম বলে সে যুগ ও পরবর্তী যুগের প্রত্যেক মুহাদ্দিসের নিকট একথা স্পষ্ট করেছেন যে, পবিত্র হাদীস বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যাবে, তবে সে ব্যাপারে সবার অগ্রজ হল কুফা শহর।

৮. *সহীহ আল-বুখারী*র প্রণেতা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.) কুফার অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

دَخَلْتُ إِلَى الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْـجَزِيْرَةِ مَرَّتَيْنِ وَالْبَصْرَةِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَأَقَمْتُ بِالْـحِجَازِ سِتَّةَ أَعْوَامٍ، وَلَا أُحْصِيْ كَمْ دَخَلْتُ الْكُوْفَةَ وَبَغْدَادَ مَعَ الْـمُحَدِّثِيْنَ.

‘আমি সিরিয়া, মিসর ও মরক্কোয় হাদীস আহরণের জন্য দু’বার গিয়েছি। বাসরায় চারবার এবং আমি ছয় বছর যাবৎ হারামাইন শরীফাইনে অবস্থান করেছি, কিন্তু আমি মুহাদ্দিসগণের সাথে কুফা ও বাগদাদে কতবার গিয়েছি তার কোনো হিসাব নেই।’[১]

একথা চিন্তনীয় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) কুফায় গিয়ে যাঁদের থেকে হাদীস আহরণ করেছেন তাঁরা কারা? সে সময় কুফায় মুহাদ্দিসগণের দুটি স্তর ছিল, হয়তো তাঁরা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য বা তাঁর শিষ্যের শিষ্য। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জন্ম ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইন্তেকালের পরে হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইন্তেকাল ১৫০ হিজরীতে আর ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জন্ম ১৯৪ হিজরীতে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীস আহরণের যুগ হয়ত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বৃদ্ধশিষ্যের সময় হয়েছে বা তাঁদের শিষ্য থেকে হয়েছে, যাঁরা কুফায় বিদ্যমান ছিলেন। এ কথা সত্য যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য বা শিষ্য থেকে হাদীস নেওয়ার জন্য যেতেন।

এটি কোনো অনুমান নির্ভর কথা নয়, বরং এমন বাস্তবতা যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর গ্রন্থ, যা কুরআনের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব *সহীহ আল-বুখারী* শরীফে ইমাম

---

[১] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ***হুদাস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী***, খ. ১, পৃ. ৪৭৮; (খ) আল-লালাকায়ী, ***শরহু উসূলি ই’তিকাদি আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামাআত***, খ. ১, পৃ. ১৭৩, হাদীস: ৩২০

আযম আবু হানিফা (রহ.) প্রসিদ্ধ ৭০জন শিষ্য থেকে হাজারো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তা প্রমাণ করে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য বা তাঁর শিষ্যের শিষ্য থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

কুফায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জন্ম, বসবাস ও শিক্ষা-দীক্ষা

কুফা শহরে হাজারো সাহাবায়ে কেরামের হাদীসশাস্ত্রের ঝর্ণধারা প্রবাহিত, যেখানে হাজারো তাবেয়ী হাদীসশাস্ত্র প্রসারে লিপ্ত, হাজারো হাদীসপিপাসু পুরো দুনিয়া থেকে এসে ভীড় জমায়, সে জ্ঞানের শহর ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতো মুক্তাকে যদি ইমাম আযম বানায় তখন সেখানে কিসের আশ্চর্য? আশ্চর্যের বিষয় হল, সে ঐতিহাসিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মবাদের কেন্দ্রের জীবন্ত যুগের ইমামকে হাদীসশাস্ত্রে মূর্খ বলা। যে কুফা শহরের জ্ঞানের মহত্ত্ব মদীনা শরীফ অবস্থানরত হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বুঝেছেন। যার জ্ঞানের মহত্ত্ব হযরত আবুদ দারদা (রাযি.) স্বীকার করেছেন এবং নিজের কাছে আগত তাবেয়ীদের দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষণ করেছেন, সেখানে দিনরাত অবস্থানকারী ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) অবশ্যই হাদীসশাস্ত্রের সাগরে ডুব খেয়েছেন। ইমাম আফফান (রহ.) কুফা শহরে চার মাস অবস্থান করে ৫০ হাজার হাদীস গ্রহণ করেছেন, ইমাম আবদুল্লাহ (রহ.) একমাস অবস্থান করেন ৩০ হাজার হাদীস লিখেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) সেখানে বহুবার গেছেন। তা দ্বারা বোঝা যায় ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সেখানে হাজারো হাদীস শ্রবণ করেছেন। কেননা তিনি কুফায় বর্ণিত সকল হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

১. হাদীসের হাফিয ইমাম হাসান ইবনে সালিহ (রহ.) বলেন,

وَكَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَارِفًا بِحَدِيْث أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَفِقْهِ أَهْلِ الْكُوْفَةِ ...،
وَكَانَ حَافِظًا لِفِعْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْأَخِيْرِ الَّذِيْ قُبِضَ عَلَيْهِ مِمَّا وَصَلَ إِلَىٰ أَهْلِ بَلَدِهِ.

'ইমাম আবু হানিফা কুফার হাদীসশাস্ত্রের ও হাদীসতত্ত্বের পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর নিজ শহরে বসবাসকারী মুহাদ্দিসগণ নবী করীম (সা.)-এর শিক্ষা ও কর্ম সম্পর্কিত সকল হাদীসের পণ্ডিত ছিলেন।'[১]

---

[১] (ক) আস-সায়মারী, *আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী*, পৃ. ১১; (খ) ইবনে হাজর আল-হায়সামী, *আল-খায়রাতুল হাসান ফী মানাকিবিল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা আন-নু'মান*, পৃ. ৪২

ইমাম হাসান ইবনে সালিহ (রহ.)-এর কথা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, কুফায় বিদ্যমান সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের হাদীসশাস্ত্র ও হাদীসতত্ত্বের ওপর ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। বিশেষ করে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সকল কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে সম্যক অবগত ছিলেন।

২. ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) একথাও বলেছেন,

أَنَا عَالِـمُ بِعِلْمِ أَهْلِ الْكُوْفَةِ.

'আমি কুফাবাসীর জ্ঞানের পণ্ডিত।'[১]

৩. ইমাম মালিক ইবনে আনাস আল-আসবাহী (রহ.) কুফার জ্ঞানের মাহাত্ম্যের ওপর সুন্দর কথা বলেছেন। তাই ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব (রহ.) বলেন,

سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ فِيْهَا، فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: إِنَّ أَهْلَ الشَّامِ يُخَالِفُوْنَكَ فِيْهَا فَيَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: وَمَتَىٰ كَانَ هَذَا الشَّأْنُ بِالشَّامِ؟ إِنَّمَا هَذَا الشَّأْنُ وَقْفٌ عَلَىٰ أَهْلِ الْـمَدِيْنَةِ وَالْكُوْفَةِ.

'ইমাম মালিক থেকে কোনো মাসআলার ওপর প্রশ্ন করা হলে তখন তিনি তার উত্তর দিলেন। প্রশ্নকারী বলেন, সিরিয়ার আলিমগণ আপনার কথার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। তার ব্যাপারে এরকম মন্তব্য করে তিনি বলেন, জ্ঞানে এ স্থান সিরিয়াবাসীর কিভাবে অর্জিত? জ্ঞানের এ স্তর তো শুধুমাত্র মদীনা ও কুফাবাসীর ভাগ্যে জুটেছে।'[২]

৪. ইমাম ইবনে আবদুল বার্‌র (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.)-এর উক্তি: 'কুফায় সে জ্ঞানের মর্যাদা কিভাবে অর্জিত হল' প্রসঙ্গে বলেন,

لِأَنَّ شَأْنَ الْـمَسَائِلِ بِالْكُوْفَةِ مَدَارُهُ عَلَىٰ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَالثَّوْرِيِّ.

'কুফার সে শানের মুকুট ইমাম আবু হানিফা (রহ.), তাঁর শিষ্য ও সুফিয়ান আস-সওরীর শিরে শোভিত।'[৩]

---

[১] ইবনে হাজর আল-হায়সামী, *আল-খায়রাতুল হাসান ফী মানাকিবিল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা আন-নু'মান*, পৃ. ৯১

[২] ইবনে আবদুল বার্‌র, *জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফযলিহি*, খ. ২, পৃ. ৩০৭, বর্ণনা: ১১২৯

[৩] ইবনে আবদুল বার্‌র, *জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফযলিহি*, খ. ২, পৃ. ৩০৭, বর্ণনা: ১১২৯

ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য নন, বরং ফিকহে মালিকীর প্রতিষ্ঠাতা ও মদীনা শরীফের অন্যতম ফিকহবিশারদ। তাঁর উল্লেখিত উক্তি গোঁড়ামি বহির্ভূত। উল্লিখিত সকল বাস্তবতা কুফার পরিচয়ে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মর্যাদার পরিচায়ক নয়, বরং সকল সামলোচকের জন্য চিন্তার খোরাকও। আশ্চর্য কথা হল, বাইর থেকে আগমনকারী সকল হাদীসের ইমাম হাজার হাজার হাদীস কুফা থেকে আহরণ করে নিয়ে যাবেন আর সেখানকার স্থায়ী বাসীন্দা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যিনি কুফার সকল মুফতী ও মুহাদ্দিসের কেন্দ্রস্বরূপ তাঁর শুধু ১৭টি হাদীস মুখস্ত থাকবে, আমরা এ ধরনের চিন্তাশীলদের জন্য ইন্নালিল্লাহি....পড়ি।

মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারা

একথা সত্য যে, মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ প্রখ্যাত সাহাবায়ে কেরার অবস্থানের কারণে জ্ঞানের শীর্ষে অবস্থান অর্জন করেছিল। বিশেষ করে মদীনা শরীফ তো প্রত্যেক যুগে পুরো ইসলামী বিশ্বের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানের কেন্দ্র ছিল। তাই সে যুগেও কুফা জ্ঞানের কেন্দ্র হওয়ার সাথে সাথে মদীনা শরীফ আলিমদের সমাবেশস্থল ছিল। তাই কুফার পরে অন্য বড় কেন্দ্র যেখান থেকে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) হাদীসশাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেছেন, তা হিজাযের এ দু'পবিত্র ভূমি ছিল। জ্ঞানী ব্যতীত সাধারণ মানুষেরা জানেন না ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) হিজাযে কতদিন অবস্থান করেছিলেন। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) হিজাযে দু'ধরনের অবস্থান করেছিলেন, যার বিবরণ হচ্ছে এই,

১. ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ৫৫বার হজ করেছেন

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সর্বপ্রথম ৯৬ হিজরীতে নিজ পিতা সাবিতের সাথে হজ আদায় করেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন,

رَوَىٰ أَبُوْ حَنِيْفَةَ، قَالَ: وُلِدْتُ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِيْ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِيْنَ، وَأَنَا ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمَّا دَخَلْتُ الْـمَسْجِدَ الْـحَرَامَ، وَرَأَيْتُ حَلَقَةً عَظِيْمَةً، فَقُلْتُ لِأَبِيْ: حَلَقَةُ مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَ: حَلَقَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَتَقَدَّمْتُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «مَنْ تَفَقَّهَ فِيْ دِيْنِ اللهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ».

> ‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, আমি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং ৯৬ হিজরীতে আমার পিতা সাবিতের সাথে ১৬ বছর বয়সে হজ করেছি। অতঃপর আমি যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছি তখন আমি এক বিরাট হালকা (শিক্ষা মজলিস) দেখতে পাই, তখন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার হালকা? তিনি বলেন, এটি আবদুল্লাহ ইবনে জয যুবাইদির দরসের হালকা। অতঃপর আমি অগ্রসর হলাম এবং তাঁকে বলতে শুনেছি, আমি নবী করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে-ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলার দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে, মহান আল্লাহ তার পেরেশানি দূর করেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযক দেন যা সে কখনো কল্পনাও করেনি।’’[১]

হারামাইনের উদ্দেশ্যে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর এটি প্রথম সফর যেটি তিনি ৯৬ হিজরীতে ১৬ বছর বয়সে করেছিলেন। অন্য বর্ণনা মতে তিনি ৫৫ বার হজ করেছেন। তিনি ৯৬ হিজরী থেকে ১৫০ হিজরী পর্যন্ত প্রতি বছর হজের উদ্দেশ্যে হিজায সফর করেছেন। যে বর্ণনা ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আদম (রহ.) এভাবে বর্ণনা করেছেন,

حَجَّ خَمْسًا وَخَمْسِيْنَ حَجَّةً.

‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ৫৫ বার হজ করেছেন।’[২]

২. হজ উপলক্ষ্যে তাঁর হারামাইন শরীফাইনে প্রায় সাড়ে চার বছর অবস্থান

বর্তমানে সফরের জন্য আধুনিক যানবাহন আবিস্কৃত হয়েছে। যেমন– বিমান, রেললাইন ও পানির জাহাজ। যার কারণে আমাদের ভ্রমণ অত্যন্ত আরামদায়ক ও সহজ। পূর্বে এসব শূন্য ছিল। তাই যার কারণে আমাদের ভ্রমণ করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল। একই অবস্থা হজের সফরের। বর্তমানে একজন ব্যক্তি বাংলাদেশ থেকে জিদ্দা প্রায় ছয় ঘণ্টায় যেতে পারে অথচ একই সফর যে যুগে কয়েক মাসের প্রয়োজন হত। তাই আজ থেকে তেরশ বছর পূর্বে কুফা থেকে মক্কা শরীফে যাওয়া একই অবস্থা ছিল। তখন যদি একটি

---

[১] (ক) আল-খাওয়ারযিমী, *জামিউল মাসানীদ*, খ. ১, পৃ. ৮০; (খ) ইবনে আবদুল বার্‌র, *জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফযলিহি*, খ. ১, পৃ. ১০০–১০১, হাদীস: ১৬৬; (গ) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৬, পৃ. ৪৯, ক্রমিক: ২৮; (ঘ) সিবত ইবনুল জাওযী, *আল-ইনতিসার ওয়াত তারজীহ লিল মাযহাবিস সহীহ*, পৃ. ১২

[২] (ক) আল-মুওয়াফ্‌ফাক আল-মক্কী, *মানাকিবুল ইমামিল আ’যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ২৫৩; (খ) আবদুল কাদির আল-কুরাশী, *আল-জাওয়াহিরুল মাযিয়া ফী তাবাকাতিল হানীফা*, পৃ. ৪৯৫; (গ) আয-যায়লায়ী, *নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া*, খ. ১, পৃ. ৩৬

হজের সফরের সীমা হারামাইনে অবস্থানসহ এক দু'মাস নেওয়া হয় তখন হজের সফর ও হারামাইনে অবস্থানের সময় কমপক্ষে সাড়ে চার বছর হয়। হারামাইনে অবস্থানের এ সময় যা তিনি স্বতন্ত্রভাবে কাটিয়েছেন।

৩. মক্কা ও মদীনায় ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) প্রায় ৬ বছর অবস্থান

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) হজের মৌসুমের বছর ব্যতীতও স্বতন্ত্রভাবে ছয় বছর হারামাইন শরীফাইনে অবস্থান করেন। ১৩০ হিজরীতে বনী উমাইয়ার শাসক দ্বিতীয় মারওয়ান কুফার গভর্নর ইয়াযীদ ইবনে ওমর ইবনে হুবাইরাকে নিযুক্ত করেন এবং তিনি তাঁর কাছে পত্র প্রেরণ করেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে তুমি বাধ্য কর বা তিনি যেন অর্থমন্ত্রী হন। ইবনে হুবাইরা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত শোনালেন এবং শপথ গ্রহণের জন্য বাধ্য করলেন, কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। তাই তাঁকে গ্রেফতার করা হল এবং তাঁকে বেত্রাঘাত করতে লাগল। প্রতিদিন তাঁকে জেলখানা থেকে বের করে বেত্রাঘাত করা হত। অতঃপর যখন ইবনে হুবাইরা স্বপ্নযোগে নবী করীম (সা.)-এর ধমকি শুনলেন, তখন তিনি তাওবা করে তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ১৩০ হিজরীতে বনী উমাইয়া শাসনের নির্যাতনের শিকার হয়ে হিজরত করে হারামাইন শরীফাইনে চলে যান। তখন তিনি মক্কা মুওয়ায্যামা ও মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান নেন। তিনি ১৩০ হিজরী থেকে ১৩৬ হিজরী পর্যন্ত ছয় বছর হারামাইন শরীফাইনে অবস্থান করেন। যখন বনী উমাইয়া শাসনের পতন ঘটল তখন তিনি দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা আবু জাফর আবদুল্লাহ ইবনে মনসুল আব্বাসীর যুগে ফিরে আসলেন।[১]

৪. ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) মক্কা মদীনায় প্রায় ১০ বছর অবস্থান

উল্লিখিত বিশ্লেষণ দ্বারা বোঝা যায়, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) কমপক্ষে সাড়ে চার বছর হজ উপলক্ষে এবং ১৩০ হিজরী থেকে ১৩৬ হিজরী পর্যন্ত ছয় বছর স্বতন্ত্রভাবে হারামাইন শরীফে অবস্থান করেন। ৬ বছর ও সাড়ে ৪ বছর একত্র করলে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) মক্কা ও মদীনা শরীফে তাঁর অবস্থান অন্তত সাড়ে দশ বছর দাঁড়ায়। আনুমানিক ১১ বছর অবস্থানের পরও কোনো হাদীসবিজ্ঞান অবশিষ্ট থাকলো যা তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। এর জবাব পাঠক পাঠিকার কাছে থাকলো।

---

[১] (ক) আল-মুওয়াফ্ফাক আল-মক্কী, ***মানাকিবুল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা***, খ. ২, পৃ. ২৩–২৪; (খ) আল-কারদারী, ***মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা***, খ. ২, পৃ. ২৭-এ বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

বসরা শহর

কুফা ও হারামাইন শরীফাইনের পর সে সময় হাদীসশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল বসরা। যেখানে হযরত উতবা ইবনে গযওয়ান (রাযি.), হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.), হযরত আবু বরযা আল-আসলামী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফল আল-মুযানী (রাযি.), হযরত মা'কল ইবনে ইয়াসার (রাযি.), হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রাযি.), হযরত আবু বাকরা (রাযি.), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.), হযরত আবু যায়দ আল-আনসারী (রাযি.), হযরত আমর ইবনে আখতাব (রাযি.), হযরত সাবিত ইবনে যায়দ (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর (রাযি.), হযরত আকরা' ইবনে হাবিস (রাযি.), হযরত কায়স ইবনে আসিম (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রাযি.), হযরত মায়সারা আল-ফাজর (রাযি.), হযরত সালমান ইবনে আমির (রাযি.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম বসবাস করে ছিলেন।[১]

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) উল্লিখিত সকল সাহাবায়ে কেরামের হাদীসের জ্ঞানের ভাণ্ডার বাসরার মাশায়েখ ইমাম হাসান ইবনে ইয়াসার আল-বাসরী (রহ.), আসিম ইবনে সুলাইমান আহওয়াল (রহ.), বকর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী (রহ.), সাবিত ইবনে আসলাম আল-বুনানী (রহ.), কাতাদা ইবনে দি'আমা (রহ.), মাইমুন ইবনে সিয়াহ (রহ.) ও শু'বা ইবনে হাজ্জাজ (রহ.)সহ অন্যান্য আকাবের থেকে সংগ্রহ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম ও প্রখ্যাত তাবেয়ীগণের জ্ঞানের ফয়েয নেওয়ার জন্য ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) জ্ঞান আহরণের জন্য ২০ বার বাসরা সফর করেছেন।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে শায়বান (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

دَخَلْتُ الْبَصْرَةَ نَيِّفًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً مَا أُقِيْمَ سَنَةً وَأَقَلَّ وَأَكْثَرُ.

> 'আমি বাসরায় ২০ বারের অধিক গেছি, সে সফরে এক বছর বা এক বছরের কম বা আরও বেশি সময় সেখানে অবস্থান করেছিলাম।'[২]

সারকথা হল নিজের জন্মস্থান হওয়ার কারণে তিনি সর্বপ্রথম কুফার হাদীসবিজ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর তিনি হিজায তথা মক্কা ও মদীনা

---

[১] আল-হাকিম, *মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৯২–১৯৩

[২] (ক) আল-মুওয়াফ্ফাক আল-মক্কী, *মানাকিবুল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৫৯; (খ) আল-কুরাশী, *আল-জাওয়াহিরুল মাযিয়া ফী তাবাকাতিল হানীফা*, পৃ. ৪৬৮; (গ) আল-কারদারী, *মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ১২১

শরীফের হাদীসবিজ্ঞান অর্জন করেন। সাথে সাথে তিনি বসরার জ্ঞান-বিজ্ঞানও অর্জন করেন।

আসল কথা হলো তিনি উল্লেখিত হাদীসের চার কেন্দ্র ব্যতীত পুরো ইসলামী বিশ্বের হাদীসের ইমামগণ থেকে হাদীসবিজ্ঞান অর্জন করেন, ফলে তিনি মহান আল্লাহর দয়া ও দানে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) উপাধিতে ভূষিত হয়ে জ্ঞানের আকাশের প্রোজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ হয়ে গেলেন। তাই তিনি হাদীসতত্ত্ববিশারদ হওয়ার সাথে সাথে ইমাম বা হাদীসের শাস্ত্রবিশারদও হয়ে গেলেন। এরপরও কিছু কথিত জ্ঞানী বলেন যে, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) যিনি ইমামদের ইমাম তিনি নাকি হাদীস জানতেন না। এর বিচারের দায়িত্ব সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার জ্ঞানের হৃদয়ের কাছে তুলে দিলাম। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইমাম আযম আবু হানিফা নু'মান ইবনে সাবিত (রহ.)-এর ফয়েয ও বরকত লাভ করার তাওফীক দান করুন। তাঁকে জানার ও বোঝার জ্ঞান দিন। আমীন।

গ্রন্থপঞ্জি

॥আ॥

১. *আল-কুরআন আল-করীম*

২. আবদুল কাদির আল-কুরাশী: আবু মুহাম্মদ, মুহ্উদ্দীন, আবদুল কাদির ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নসরুল্লাহ আল-কুরাশী (৬৯৬–৭৭৫ হি. = ১২৯৭–১৩৭৩ খ্রি.), ***আল-জাওয়াহিরুল মাযিয়া ফী তাবাকাতিল হানীফা***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

৩. আবদুর রায্যাক আস-সানআনী: আবু বকর, আবদুর রায্যাক ইবনে হুমাম ইবনে নাফি আল-হিময়ারী আস-সানআনী (১২৬–২১১ হি. = ৭৪৪–৮২৭ খ্রি.), ***আল-মুসান্নাফ***, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮২ খ্রি.)

৪. আবু ইসহাক আশ-শীরাযী: আবু ইসহাক, ইবরাহীম ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ আশীরাযী (৩৯৩–৪৭৬ হি. = ১০০৩–১০৮৩ খ্রি.), ***তাবাকাতুল ফুকাহা***, দারুল কলম, বয়রুত, লেবনান

৫. আবু নুআইম আল-আসবাহানী: আবু নুআইম, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে মিহরান আল-আসবাহানী (৩৬৩–৪৩০ হি. = ৯৪৮–১০৩৮ খ্রি.):

- ***হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া***, আস-সাআদা, মিসর (১৩৯৪ হি. = ১৯৭৪ খ্রি.)

- ***মুসনদু ইমাম আবী হানীফা***, মাকতাবাতুল কওসার, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

৬. মোল্লা আলী আল-কারী : নুরুদ্দীন, মোল্লা, আলী ইবনে (সুলতান) মুহাম্মদ আল-হারওয়ী আল-কারী (০০০–১০১৪ হি. = ০০০–১৬০৬ খ্রি.), ***শরহু মুসনাদি আবী হানীফা***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

৭. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪–২৪১ হি. = ৭৮০–৮৫৫ খ্রি.):

- ***আল-মুসনদ***, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)
- ***ফাযায়িলুস সাহাবা***, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)
- ***উসূলুস সুন্নাহ***, দারুল মানার, আল-খারাজ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

৮. আল-আমিরী আল-খারাযী : ইয়াহইয়া ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-আমিরী আল-খারাযী (৮১৬–৮৯৩ হি. = ১৪১৩–১৪৮৮ খ্রি.), ***আর-রিয়াযুল মুসতাতাবা ফী জুমলাতিম মান রাওয়া ফিস সাহীহাইন মিনাস সাহাবা***, ওয়াযারাতুত তা'লীম ওয়াত তারবিয়া, দোহা, কাতার (প্রথম সংস্করণ: ১৪০০ হি. = ১৯৮০ খ্রি.)

॥ই॥

৯. আল-ইজলী : আবুল হাসান, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ আল-ইজলী আল-কূফী (১৮১–২৬১ হি.

= ৭৯৭–৮৭৫ খ্রি.), ***মা'রিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস ওয়া মিনায যুআফা ওয়া যিকরু মাযাহিবিহিম ওয়া আখবারিহিম***, মাকতাবাতুদ দার, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

১০. ইবনুল আদীম : কামালউদ্দীন, ওমর ইবনে আহমদ ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আবু জিরাদা আল-উকায়লী ইবনুল আদীম (৫৮৮–৬৬০ হি. = ১১৯২–১২৬২ খ্রি.), ***বাগিয়াতুত তালাব ফী তারীখি হালাব***, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান

১১. ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী: আবুল ফালাহ, আবদুল হাই ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনিল ইমাদ আল-আকরী আল-হাম্বলী (১০৩২–১০৮৯ হি. = ১৬২৩–১৬৭৯ খ্রি.), ***শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব***, মতবাউ দারি ইবনি কসীর, দামিশক, সিরিয়া ও বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

১২. ইবনুন নদীম : আবুল ফারাজ, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ আল-ওয়ার্‌রাক আল-বাগদাদী আল-মু'তাযিলী = ইবনুন নদীম (০০০–৪৩৮ হি. = ০০০–১০৪৭ খ্রি.), ***আল-ফিহরিসত***, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

১৩. ইবনুল কায়সারানী : আবুল ফযল, মুহাম্মদ ইবনে তাহির ইবনে আলী ইবনে আহমদ আল-মাকদিসী আশ-শায়বানী = ইবনুল কাযসারানী (৪৪৮–৫০৭ হি. = ১০৫৬–১১১৩ খ্রি.), ***তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায***, দারুস সামীয়ী, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

১৪. ইবনুল জাওযী : আবুল ফরজ, জামাল উদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জাওযী (৫০৮–৫৭৯ হি. = ১১১৬–১২০১ খ্রি.):

- ***আল-মুনতাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া,

বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

- *আল-'ইলালুল মুতানাহিয়া ফিল আহাদীসিল ওয়াহিয়া*, ইদারাতুল উলূম আল-আসরিয়া, ফয়সলাবাদ, পাকিস্তান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.)

১৫. ইবনুল হুমাম : কামাল উদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবদুল হামীদ ইবনে মাসউদ আস-সিওয়াসী আল-ইসকান্দরী (৭৯০–৮৬১ হি. = ১৩৮৮–১৪৫৭ খ্রি.), ***ফতহুল কদীর শরহুল হিদায়া***, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান

১৬. ইবনুস সালাহ : তকী উদ্দীন, আবু আমর, উসমান ইবনে আবদুর রহমান আশ-শাহরাযুরী (৫৫৭–৬৪৩ হি. = ১১৬১–১২৪৫ খ্রি.), ***মা'রিফাতু আনওয়ায়ি উলূমিল হাদীস = মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০২ খ্রি.)

১৭. ইবনে আবু শায়বা : আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ওসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু শায়বা আল-আবাসী (১৫৯–২৩৫ হি. = ৭৭৬–৮৪৯ খ্রি.), ***আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার***, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১৮. ইবনে আবদুল বার্‌র : আবু উমর, ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বার্‌র আন-নামারী আল-কুরতুবী (৩৬৮–৪৬৩ হি. = ৯৮৭–১০৭১ খ্রি.):

- *আল-ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, দারুল জীল, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)
- *কিতাবুল ইসতিগনা ফী মা'রিফাতিল মাশহূরীন মিন হামলাতিল ইলমি বিলকুনা*,

দারু ইবনি তায়মিয়া, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

- *জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফযলিহি*, মুওয়াস্‌সাতুর রাইয়ান, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

১৯. ইবনে কসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১–৭৭৪ হি. = ১৩০২–১৩৭৩ খ্রি.), ***আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া***, দারুল ফিকার, বয়রুত, লেবনান (১৪০২ হি. = ১৯৮২ খ্রি.)

২০. ইবনে খল্লিকান : আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবু বকর ইবনে খল্লিকান আল-বারমাকী আল-ইরবিলী (৬০৮–৬৮১ হি. = ১২১১–১২৮২ খ্রি.), ***ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান***, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (১৩১৭ হি. = ১৯০০ খ্রি.)

২১. ইবনে জামাআ : আবু আবদুল্লাহ, বদরুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে সা'দুল্লাহ ইবনে জামাআ আল-কিনানী আল-হামওয়ী আশ-শাফিয়ী (৬৩৯–৭৩৩ হি. = ১২৪১–১৩৩৩ খ্রি.): ***আল-মানহালুর রাওয়ী ফী মুখতাসারি উলূমিল হাদীস আন-নাওয়াওয়ী***, দারুল ফিকর, দিমাশক, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

২২. ইবনে জরীর আত-তাবারী: আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে জরীর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে গালিব আত-তাবারী (২২৪–৩১০ হি. = ৮৩৯–৯২৩ খ্রি.), ***তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক = তারীখুত তাবারী***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

২৩. ইবনে তায়মিয়া : শায়খুল ইসলাম, তকী উদ্দীন, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তায়মিয়া আল-হারানী

আল-হাম্বলী আদ-দিমাশকী (৬৬১–৭২৮ হি. = ১২৬৩–১৩২৮ খ্রি.), ***মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়া ফী নাকযি কালামিশ শীয়া আল-কাদরিয়া***, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

২৪. ইবনে নুজাইম : যায়নুদ্দীন ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নুজাইম (০০০–৯৭০ হি. = ০০০–১৫৬৩ খ্রি.), ***আল-বাহরুর রায়িক শরহু কানযিদ দাকায়িক***, দারুল কিতাব আল-ইসলামী, বয়রুত, লেবনান

২৫. ইবনে মাকূলা : সা'দুল মালিক, আবু নসর, আলী ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে মাকূলা (৪২১–৪৭৫ হি. = ১০৩০–১০৮২ খ্রি.), ***আল-ইকমাল ফী রফয়িল ইরতিয়াব আনিল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ ফিল আসমা ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

২৬. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে মানী' আয-যুহরী আল-হাশিমী আল-বাসারী আল-বগদাদী (১৬৮–২৩০ হি. = ৭৮৪–৮৪৫ খ্রি.), ***আত-তাবাকাতুল কুবরা***, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

২৭. ইবনে হাজর আল-আসকলানী: আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩–৮২৫ হি. = ১৩৭৪–১৪৪৯ খ্রি.):

- ***হুদাস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী***, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)
- ***তাহযীবুত তাহযীব***, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

- *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, দারুল জীল, বয়রুত, লেবনান (১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)
- *তাকরীবুত তাহযীব*, দারুর রশীদ, দামিশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)
- *নুখবাতুল ফিকর ফী মুসতালাহি আহলিল আসর*, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর (পঞ্চম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)
- *নুযহাতুন নযর ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিকর ফী মুসতালিহি আহলিল আসর*, মাতবাআতু সফীর, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)
- *লিসানুল মিযান*, মুআস্‌সিসাতুল আলামী, বয়রুত, লেবনান (১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)
- *আল-মু'জামুল মুফাহরিস = তাজরীদুল কুতুবিল মাশহূরা ওয়াল আজযায়িল মানসূরা*, মুওয়াস্‌সাতুর রাইয়ান, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

২৮. ইবনে হাজর আল-হায়সামী: শিহাব উদ্দীন, শায়খুল ইসলাম, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আল-হায়সামী আস-সা'দী আল-আনসারী (৯০৯–৯৭৪ হি. = ১৫০৪–১৫৬৭ খ্রি.), *আল-খায়রাতুল হাসান ফী মানাকিবিল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা আন-নু'মান*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

২৯. ইবনে হিব্বান : আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী আদ-দারিমী আল-বসতী (০০০–৩৫৪ হি. = ০০০–৯৬৫ খ্রি.):

- *আস-সিকাত*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)
- *মাশাহীরু উলামায়িল আমসার ওয়া আ'লামি ফুকাহায়িল আকতার*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)

৩০. ইয়াকুত আল-হামাবী: আবু আবদুল্লাহ, শিহাবুদ্দীন, ইয়াকূত ইবনে আবদুল্লাহ আর-রূমী আল-হামাবী (৫৭৪–৬২৬ হি. = ১১৭৮–১২২৯ খ্রি.), ***মু'জামুল বুলদান***, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

৩১. ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন : আবু যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন ইবনে আওন ইবনে যিয়াদ ইবনে বিসতাম ইবনে আবদুর রহমান আল-মুররী আল-বগদাদী (১৫৮–২৩৩ হি. = ৭৭৫–৮৪৮ খ্রি.), ***তারিখু ইবনি মাঈন***, মারকাযুল বাহস আল-ইলমী, মাক্কাতুল মুকাররামা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৯ হি. = ১৯৭৯ খ্রি.)

৩২. আল-ইরাকী : আবুল ফযল, যায়নুদ্দীন, আবদুর রহীম ইবনুল হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে ইবরাহীম আল-ইরাকী (৭২৫–৮০৬ হি. = ১৩২৫–১৪০৪ খ্রি.):

- *শরহুত তাবসিরা ওয়াত তাযকিরা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০২ খ্রি.)
- *আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈযাহ শরহু মুকাদ্দামাতি ইবনিস সালাহ*, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়া, মদীনা মুনাওওয়ারা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮৯ হি. = ১৯৬৯ খ্রি.)

৩৩. আল-ইয়াকুবী : আহমদ ইবনে আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে জা'ফর ইবনে ওয়াহাব ইবনে ওয়াযিহ আল-ইয়াকুবী (০০০–২৯২-এর হি. = ০০০–৯০৫-

এর খ্রি.), ***তারীখুল ইয়াকুবী***, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৬৬ হি. = ১৯৬৮ খ্রি.)

৩৪. আল-ইয়াফিয়ী : আফীফুদ্দীন, আবুল্লাহ ইবনে আস'আদ ইবনে আলী আল-য়াফী (৬৯৮–৭৬৮ হি. = ১২৯৮–১৩৬৭ খ্রি.), ***মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল য়াকযান ফী মা'রিফাতি মা য়ু'তাবারু মিন হাওয়াদিসিয যামান***, দারুল কিতাব আল-ইসলামী, কায়রো, মিসর (১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

॥ক॥

৩৫. আল-কারদারী : মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শিহাব ইবনুল বায্যার আল-কারদারী (০০০–৭২৭ হি. = ০০০–১৩২৬ খ্রি.), ***মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা***, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া কোয়েটা, পাকিস্তান (১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৩৬. আল-কালাবাযী : আবু নাসার, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবনুল হাসান আল-বুখারী আল-কালাবাযী (৩২৩–৩৯৮ হি. = ৯৩৫–১০০৮ খ্রি.), ***রিজালু সহীহ আল-বুখারী***, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৭ হি. = ১৯৮৭ খ্রি.)

৩৭. আল-কাস্তাল্লানী : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক আল-কাস্তাল্লানী আল-মিসরী (৮৫১–৯২৩ হি. = ১৪৪৮–১৫১৭ খ্রি.), ***ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী***, আল-মাকতাবাতুল কুবরা আল-আমিরিয়া, কায়রো, মিসর (সপ্তম সংস্করণ: ১৩২৩ হি. = ১৯০৫ খ্রি.)

॥খ॥

৩৮. আল-খতীবুল বগদাদী : আল-খতীবুল বগদাদী, আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে

মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২–৪৬৩ হি. = ১০০২–১০৭২ খ্রি.):

- *তারীখু মদীনাতিস সালাম ওয়া আখবারু মুহাদ্দিসীহা ওয়া যিকরু কুত্তানিহাল উলামা মিন গায়রি আহলিহা ওয়া আরদীহা = তারীখু বগদাদ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)
- *আল-কিফায়া ফী মা'রিফাতি উসূলি 'ইলমির রিওয়ায়া*, দারু ইবনিল জওযী, দাম্মাম, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩২ হি. = ২০১০ খ্রি.)
- *আল-জামি' লি-আখলাকির রাওয়ী ওয়া আদাবিস সামি'*, মাকতাবতুল মা'আরিফ, রিয়াদ, সউদী আরব
- *আর-রিহলাতু ফী তালাবিল হাদীস*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৬ খ্রি.

৩৯. আল-খাওয়ারযিমী : আবুল মুওয়াইয়াদ, মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল-খুওয়ারিযমী (৫৯৩–৬৫৫ হি. = ১১৯৭–১২৫৭ খ্রি.), *জামিউল মাসানীদ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

৪০. খলীফা ইবনে খাইয়াত : আবু আমর, খলীফা ইবনে খাইয়াত ইবনে খলীফা আশ-শায়বানী আল-আসফারী আল-বাসরী (০০০–২৪০ হি. = ০০০–৮৫৪ খ্রি.), *আত-তাবাকাত*, দারু তাইয়িবা, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০২ হি. = ১৯৮২ খ্রি.)

॥তা॥

৪১. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-

শামী আত-তাবারানী (২৬০–৩৬০ হি. = ৮৭৩–৯৭১ খ্রি.):

- ***আল-মু'জামুল কবীর***, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)
- ***আল-মু'জামুল আওসাত***, দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর

৪২. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪–৮৯২ খ্রি.), ***আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান***, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

॥দ॥

৪৩. আদ-দিয়ার বকরী : হুসায়ন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান আদ-দিয়ার বকরী (০০০–৯৬৬ হি. = ০০০–১৫৫৯ খ্রি.), ***তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফুসিন নাফিস***, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান

॥ন॥

৪৪. আন-নাওয়াবী : আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুর্‌রী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিযাম ইবনুল হিযামী আল-হাওরানী আশ-শাফিয়ী (৬৩১–৬৭৬ হি. = ১২৩৪–১২৭৮ খ্রি.), ***আত-তাকরীব ওয়াত তায়সীর লি-মা'রিফাতি সুনানিল বশীর আন-নযীর ফী উসূলিল হাদীস***, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (নতুন সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

৪৫. আন-নাসায়ী : আবু আবদুর রহমান, আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুআইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে

বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-কবীর (২১৫–৩০৩ হি. = ৮৩০–৯১৫ খ্রি.), ***আল-মুজতাবা মিনাস সুনান = আস-সুনানুস সুগরা***, মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

॥ব॥

৪৬. আল-বালাযূরী : আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে জাবির ইবনে দাউদ আল-বালাযূরী (০০০–২৭৯ হি. = ০০০–৮৯২ খ্রি) ***ফুতূহুল বুলদান***, দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

৪৭. আল-বায্যার : আবু বকর, আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালিক ইবনে খাল্লাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-আতাকী আল-বায্যার (০০০–২৯২ হি. = ০০০–৯০৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদ = আল-বাহরুয যাখ্খার***, মকতবাতুল উলূম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪–১৪২৯ হি. = ১৯৮৮–২০০৯ খ্রি.)

৪৮. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি. = ৯৯৪–১০৬৬ খ্রি.):

- ***আস-সুনানুল কুবরা***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৩ খ্রি.)
- ***আল-মদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা***, দারুল খুলাফা লিল-কুতুবিল ইসলামিয়া, কুয়েত

৪৯. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪–২৫৬ হি. = ৮১০–৮৭০ খ্রি.):

- *আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ*, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)
- *আত-তারীখুল কবীর*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান
- *আত-তারীখুস সগীর*, মাকতাবাতু দারিত তুরাস, কায়রো, মিসর (১৩৯৭ হি. = ১৯৭৬ খ্রি.)

৫০. বদরুদ্দীন আল-আইনী : বদরুদ্দীন, আবু মুহাম্মদ, মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মুসা ইবনে আহমদ আল-আইনী (৭৬২–৮৫৫ হি. = ১৩৬১–১৪৫১ খ্রি.), *উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান

॥ম॥

৫১. আল-মিয্‌যী : আবুল হাজ্জাজ, জামালুদ্দীন, ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনুয যকী আবু মুহাম্মদ আল-কাযাযী আল-কলবী আল-মিয্‌যী (৬৫৪–৭৪২ হি. = ১২৫৬–১৩৪১ খ্রি.), *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০০ হি. = ১৯৮০ খ্রি.)

৫২. আল-মুওয়াফ্‌ফাক : আবুল মুওয়াইয়িদ, আল-মুওয়াফ্‌ফাক ইবনু আহমদ আল-মক্কী আল-খাওয়ারযিমী (৪৮৪?–৫৬৮ হি. = ১০৯১–১১৭১ খ্রি.), *মানাকিবুল ইমামিল আয'ম আবী হানীফা*, কোয়েটা, পাকিস্তান (১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৫৩. মালিক ইবনে আনাস : ইমামে দারুল হিজরা, ইমাম, আবু আবদুল্লাহ, মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক আল-আসবাহী আল-হিময়ারী (৯৩–১৭৯ হি. =

৭১২–৭৯৫ খ্রি.), ***আল-মুওয়াত্তা***, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

৫৪. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪–২৬১ হি. = ৮২০–৮৭৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ***, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান

৫৫. মুহাম্মদ আলওয়ী আল-মালিকী: সাইয়েদ মুহাম্মদ ইবনে আলওয়ী আল-মালিকী আল-মক্কী (০০০–১৪২৪ হি. = ০০০–২০০২ খ্রি.), ***আল-মানহালুল লাতীফ ফী উসূলিল হাদীস আশ-শরীফ***, মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতনিয়া, মদীনা মুনাওওয়ারা, সউদী আরব (সপ্তম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥য॥

৫৬. আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.):

- ***আল-কাশিফু ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তা***, দারুল কিবলা লিস-সাকাফাতিল ইসলামিয়া, জিদ্দা, সউদী আরব (১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)
- ***তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায = তাবকাতুল হুফ্‌ফায***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

- *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

৫৭. আয-যায়লায়ী : আবু মুহাম্মদ, জামাল উদ্দীন, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ আয-যায়লায়ী (০০০–৭৬২ হি. = ০০০–১৩৬০ খ্রি.), ***নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া***, দারু নাশরিল কুতুব আল-ইসলামিয়া, লাহোর, পাকিস্তান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৫৭ হি. = ১৯৩৮ খ্রি.)

॥র॥

৫৮. আর-রাফিয়ী : আবুল কাসিম, আবদুল করীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম আর-রাফিয়ী আল-কাযওয়ীনী (৫৫৭–৬২৩ হি. = ১১৬২–১৯৮৭ খ্রি.), ***আত-তাদওয়ীন ফী আখবারি কাযওয়ীন***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৭ খ্রি.)

৫৯. আর-রামাহুরমুযী : আবু মুহাম্মদ, কাযী, আল-হাসান ইবনে আবদুর রহমান ইবনে খাল্লাদ আর-রামাহুরমুযী আল-ফারসী (০০০–৩৬০ হি. = ০০০–৯৭০ খ্রি.), ***আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল বায়নার রাওয়ী ওয়াল ওয়ায়ী***, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

॥ল॥

৬০. আল-লালাকায়ী : আবুল কাসিম, হিবাতুল্লাহ, ইবনুল হাসান ইবনে মানসূর আত-তাবারী আর-রাযী আল-লালাকায়ী (০০০–৪১৮ হি. = ০০০–১০২৭ খ্রি.), ***শরহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামাআত***, দারু তাইয়িবা, রিয়াদ, সউদী আরব (অষ্টম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

॥স॥

৬১. সাঈদ ইবনে মনসুর : আবু উসমান, সাঈদ ইবনে মানসুর ইবনে শু'বা আল-খুরাসানী আল-জূযাজানী (০০০–২২৭ হি. = ০০০–৮৪২ খ্রি.), ***আস-সুনান***, আদ-দারুস সালাফিয়া, মোম্বাই, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮২ খ্রি.)

৬২. আস-সাখাওয়ী : শামসুদ্দীন, আবুল খায়র, আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে ওসমান ইবনে মুহাম্মদ আস-সাখাওয়ী (৮৩১–৯০২ হি. = ১৪২৭–১৪৯৭ খ্রি.), ***ফতহুল মুগীস বি-শরহি আলফিয়াতিল হাদীস লিল-ইরাকী***, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

৬৩. আস-সাফাদী : সালাহউদ্দীন, খলীল ইবনে আইবেক ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাফাদী (৬৯৬–৭৬৪ হি. = ১২৯৬–১৩৬৩ খ্রি.), ***আল-ওয়াফী বিল ওয়াফিয়াত***, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.)

৬৪. আস-সামআনী : আবু সা'দ, আবদুল করীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মানসূর আস-সামআনী আল-মারূযী (৫০৬–৫৬২ হি. = ১১১৩–১১৬৭ খ্রি.), ***আল-আনসাব***, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

৬৫. আস-সায়মারী : আবু আবদুল্লাহ, আল-হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আস-সায়মারী আল-হানাফী (৩৫১–৪৩৬ হি. = ৯৬২–১০৪৫ খ্রি.), ***আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহি***, মাতবা'আতুল মা'আরিফ আশ-শরকিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩৪৯ হি. = ১৯৭৪ খ্রি.)

৬৬. সিবত ইবনুল জাওযী : আবুল মুযাফ্ফর, শামসুদ্দীন, ইউসুফ ইবনে কিয্উগ্লী/কিযুগ্লী ইবনে আবদুল্লাহ, সিবত

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (৫৮১–৬৫৪ হি. = ১১৮৫–১২৫৬ খ্রি.), ***আল-ইনতিসার ওয়াত তারজীহ লিল মাযহাবিস সহীহ***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

৬৭. সুলায়মান ইবনে খলফ আল-বাজী: আবুল ওয়ালীদ, সুলায়মান ইবনে খলফ ইবনে সা'দ ইবনে ওয়ারিস আত-তাজীবী আল-কুরতুবী আল-বাজী আল-উনদুলুসী (৪০৩–৪৭৪ হি. = ১০১২–১০৮১ খ্রি.), ***আত-তা'দীলু ওয়াত তাখরীজ লিমান খারাজা লাহুল বুখারী ফিল জামিয়িস সহীহ***, দারুল লিওয়া, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৬৮. আস-সুয়ুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.):

- ***তাবাকাতুল হুফ্ফায***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)
- ***তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিবি আবী হানীফা***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)
- ***তাদরীবুর রাওয়ী ফী শরহি তাকরীবিন নাওয়াবী***, দারুল তাইয়িবা, রিয়াদ, সউদী আরব (নতুন সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

॥হ॥

৬৯. আল-হাকিম : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১–৪০৫ হি. = ৯৩৩–১০১৪ খ্রি.):

- ***মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৭ হি. = ১৯৭৭ খ্রি.)
- ***আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

৭০. হাসান আস-সাম্বালী : মুহাম্মদ হাসান আস-সাম্বালী (০০০–১৩০৫ হি. = ০০০–১৮৮৭ খ্রি.), ***তানসীকুন নিযাম ফী মুসনাদিল ইমাম আ'যম***, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান

৭১. আল-হায়সামী : আবুল হাসান, নুরুদ্দীন, আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলায়মান আল-হায়সামী আল-কাহিরী আল-মিসরী (৭৩৫–৮০৭ হি. = ১৩৩৫–১৪০৫ খ্রি.), ***মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ***, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)